রহস্য মুকুর!

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!

প্রথম পর্ব্ব।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিরটনং ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥"

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ১১ নং ভবনে সচিত্র রাজস্থান যন্ত্রে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৪১।

নির্ঘণ্টপত্র।

রহস্য-মুকুর।

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!!

প্রথম পর্ব্ব।

প্রথম সংখ্যা।

আদ্য স্তবক।

খৃঃ ১৮৭৬।

হরিদাসের "গুপ্তকথা, অতি আশ্চর্য্য" অভিধেয় কৌতুকাবহ নবন্যাস পরিসমাপ্ত কোরে অন্য প্রকারে পাঠক মহাশয়ের চিত্তরঞ্জন করা আমাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। দ্বিতীয় বারে আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে, ঐ নবন্যাসের অন্ত্য স্তবকে এই ভাবের যে সঙ্কেত আছে, আমরা সেই সঙ্কেতের ফলপ্রদানে সমাগত সমাকাঙ্ক্ষী।—দৈব ও পার্থিব পাকেচক্রে কিছু দিন বিলম্ব হয়ে পড়েছে; কি করা যায়, কর্ম্মক্ষেত্রের গতিই এই প্রকার। যে কর্ম্মের কুহকে প্রজাপতি ব্রহ্মা নিয়ত কুলালবৎ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে নিয়োজিত, যে

কর্ম্মের উপদেশে অখিলপতি বিষ্ণু দশ অবতাররূপে গহন-কাননে মহামহা সঙ্কটে অবতারিত, যে কর্ম্মের ক্রীড়াতে পশুপতি মহেশ্বর নরকপালহস্তে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিক্ষিপ্ত, যে কর্ম্মের গতিতে দিবাপতি সূর্য্য নিত্য নিত্য নিয়মিত গগন-পথে বিধাবিত হোচ্চেন, সেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বমোহন কর্ম্মকে নমস্কার! সেই কর্ম্মের দাসত্বে আমরা যেন কিছুদিনের জন্য ভববন্ধন ছিন্ন কোরে মুনিব্রত অবলম্বন কোরেছিলেম, আবার সেই ভবসংসারের সাহিত্যকুঞ্জে বাসন্তী পিকের ন্যায় মৌন ভঙ্গ কোল্লেম; আবার আজ্ "সেই শুভদিনে, শুভ-ক্ষণে, প্রভু যিশু খৃষ্টের জন্মদিনে" সাহিত্যশাখায় দর্শন দিলেম; আবার আজ এই নূতন সাজে, নূতন বেশে, নূতন হয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে পুনরাচমন কোরে কেঁচে বসা গেল। এবারের মনোরঞ্জন বস্তু "রহস্য-মুকুর, আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা!!" দর্শনী পূর্ব্ববৎ প্রতি সপ্তাহে (ফি সোমবার) দুটী পয়সা।

দুর্গম আর সুগম, সংসারের এই দুটী পন্থা। স্মৃতিশাস্ত্র-মতে সেই দুই পন্থার নাম ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম। প্রথম পথে নানা বিপদ, নানা বিঘ্ন আর নানাবিধ কষ্ট। সুতরাং দুর্ভেদ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুর্লক্ষ্য, দুর্গম! আশু প্রতিবন্ধক অতি-ক্রম কোরে, মায়াময় কাম্য বস্তুর প্রলোভন ছিন্ন কোরে সত্য তত্ত্বের অনুসরণে সেই পথে একবার গমন কোত্তে পাল্লে পরিণামে একটী শান্তিরসাস্পদ সুপ্রশস্ত প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়, সেখানে পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য পবিত্র বস্তু স্তূপে স্তূপে বিদ্যমান। যে ভাগ্যবান পুরুষ জগতের তুচ্ছ গ্রাম্য পদার্থ তুচ্ছ জ্ঞান কোরে সেই শান্তিনিকেতনে

একবার প্রবেশ কোত্তে পারেন, তিনিই সেই দেবদুর্লভ সুখ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

দ্বিতীয় পন্থা অতি সহজ,—সরল, সমতল, মসৃণ, নিম্ন-গামী;—নিম্নগামী বোলেই সমতল হয়েও সোপানে সোপানে ঢালু। পথের উভয় পার্শ্বে অতি মনোহর রম্য বস্তু থরে থরে সাজানো। দেখ্‌লেই লোভে মন আকৃষ্ট হয়। সহজে সেই পথ অতিক্রম কোরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলে চারিদিকে বিষ-বৃক্ষের বন নয়নগোচর হয়। মূর্ত্তিমান পাপরূপী ভীষণ পিশাচ সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড কুণ্ড! আধি, ব্যাধি, অনু-তাপ, দীনতা, বিকট ক্রন্দন, হতাশ্বাস, নিরাশনিশ্বাস, মর্ম্মা-ন্তিক যন্ত্রণা সেই কুণ্ডে অহরহ বিচরণ করে। যে হতভাগ্য কিছুদিন কাম্যসুখ উপভোগ কোত্তে কোত্তে সেই বনের অন্ত্য সীমায় উপস্থিত হয়, তার ভাগ্যে অবশেষে অনন্ত ক্লেশ, অনন্ত দুঃখ, অনন্ত নিরয়।

এই দুটী পন্থার চরম-ফল পরীক্ষা-সিদ্ধ,—কল্পনা-সিদ্ধ নয়। সেই পরীক্ষার ফল প্রদর্শনাভিলাষে আজ্ আমরা বিশ্ব-নাটকের সূত্রধারের কার্য্য করি। পাঠক মহাশয়! আপনার পূর্ব্ব পরিচিত প্রেমাস্পদ হরিদাস এ আখ্যায়িকার নায়ক নহেন। দুটী নূতন যুবা এই নাট্যশালার ঐ উভয় পথের অনুগামী নায়ক। একজনের প্রথম, অপরের দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন। উভয়েই অদৃষ্ট-চক্রের ফলাফল পরীক্ষার জীবন্ত সাক্ষী;—কাজেই ভিন্ন ভিন্ন উভয় পন্থার পরিব্রাজক যাত্রী।

কে তারা ?

কোন্ দেশের লোক ?

কোথায় নিবাস ?

ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী হয়ে পরিণামে তাদের অদৃষ্টে কি ফল হয়েছিল ?

ক্রমে জান্‌বেন।

রহস্য-মুকুর !

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা !!

প্রথম কাণ্ড।

যুগল ভ্রাতুষ্পুত্র।

গ্রীষ্মকাল ;—বরুণানদীর স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হোচ্চে। বায়ু-হিল্লোলদলিত ঊর্ম্মীমালা একটীর গায়ে একটী লেগে তরঙ্গিণী-বক্ষে মধুর নৃত্য কোচ্চে। নেচে নেচে আবার স্রোতের সঙ্গে বিলীন হোচ্চে। নদীবক্ষে নৌকাগুলি যেন রাজহংসের ন্যায় সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্চে। নাবিকেরা মনের আনন্দে যার যে দেশের যে সুর, সেই সুরে গান গাচ্চে। শোভা অতি মনোহারিণী। আকাশে বায়ুসঞ্চালন-শব্দ, ধরণীতে রবি-দেবের উত্তপ্ত অস্ফুট শব্দ, জলবক্ষে দাঁড়-পতনের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ, শ্রবণে অতি সুখপ্রদ। শিশুরা যেমন হিন্দোল-দোলায় নানা অঙ্গভঙ্গী কোরে কোমল ক্রীড়া করে, বারিচরেরা ভাস্কর-করে উত্তাপিত হয়ে ঠিক সেই প্রকারে শ্বেতাঙ্গিনী তরঙ্গিণীর ক্রোড়ে বীচিমালার গাত্র স্পর্শ কোরে থেকে থেকে মস্তক উত্তোলন কোচ্চে। জলচর পক্ষীরা স্রোতের সঙ্গে ভাস্‌চে। ভক্ত জনেরা ইষ্টদেবের পূজা কোরে যে ফুলগুলি শৈলকুমারীকে উপহার দিয়াছেন, বাতাসে সেইগুলি ভেসে ভেসে এপাশে ওপাশে যেন নানা-রঙ্গে প্রমত্তভাবে ক্রীড়া কোচ্চে। তীরস্থ ছোট ছোট বৃক্ষগুলি এক এক বার বায়ুভরে স্রোতের উপর নত হয়ে পড়্‌ছে, তরঙ্গেরা যেন তাদের ধর্‌বার

জন্যে দ্রুতবেগে ধাবিত হোচ্চে, পাছে ধরে, এই ভয়ে শাখাগুলি যেন আবার ঊর্দ্ধভাগে পলায়ন কোচ্চে। তরঙ্গিণীর তরঙ্গ তীরভূমি অতিক্রম করে না, সুতরাং হতাশ হয়ে জননীর ক্রোড়ে ফিরে যাচ্চে। এই সকল কৌতুক দেখে পয়স্বিনী যেন মৃদু মৃদু হাস্য কোরে ক্ষণে ক্ষণে শান্তভাব ধারণ কোচ্চেন। তটিনীতটে উপবন আর অট্টালিকা থাক্‌লে অপূর্ব্ব শোভা হয়; করুণাময়ী বরুণা সে শোভায় বঞ্চিত নয়;—অঙ্গসৌষ্ঠব সকলি বিদ্যমান। তীরস্থ গৃহ, তীরস্থ পাদপ, তীরস্থ মন্দির, স্বচ্ছ নীরে প্রতিবিম্বিত হয়ে পবনহিল্লোলে রমণীয় শোভা বিকাস কোচ্চে, বোধ হোচ্চে যেন, প্রকৃতি দেবী সানন্দে সপরিবারে জলকেলি কোচ্চেন।

বাম তীরে একটী উদ্যান। বরুণার করুণায় সেই উদ্যানটী সতেজ, সুপ্রসন্ন, সুপ্রফুল্ল, পরম সুন্দর। তরণী-যাত্রীর সকৌতুক নয়নে সেই বিলাসবন যেন একখানি চিত্রকরা ছবির মত দৃশ্যমান হয়। উদ্যানের চারিদিক প্রস্তরময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উদ্যান অতিক্রম কোরেই বারাণসীর প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী মহাত্মা ভূপেন্দ্র সিংহের ভদ্রাসন। সেই সুবিস্তৃত অট্টালিকার একটী কক্ষে একটী সুসজ্জিত সুপরিষ্কৃত শয্যার উপর এক যুবা পুরুষ উপবিষ্ট। আকার অবয়বে পরম সুন্দর, অতি সুপুরুষ, সুমোহন-কান্তি। গড়ন মাফিকসই, বরং একটু দীর্ঘ, দোহারা, হাত পাগুলি মাধুর্য্যময়, নিটোল, বর্ণ ফলান হরিতালের মত গৌর, বদনের ভাব কোমল সুপ্রসন্ন। অর্দ্ধচন্দ্র চিবুক, ললাট প্রশস্ত, মহৎভাবে পরিপূর্ণ। নাসিকা টিকোলো, ওষ্ঠাধর দুখানি পাতলা পাতলা, তাতে রক্তিম রেখা,—কেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ,—অল্প অল্প গোঁফ,—ভ্রূ জোড়া,—যেন তুলি দিয়ে আঁকা;—নয়ন যুগল বেশ টানা,—ভাসা ভাসা;—ঈষৎ নীলবর্ণ, সতেজ, সমুজ্জ্বল,—তারা দুটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ;—নেত্রপুটে স্পষ্ট সরলতা প্রকাশ পায়। যেমন রূপ, স্বভাবও সেই রূপ।—বিনয়ী, সরল, গম্ভীর, সদালাপী। যাঁর যাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় আছে,—আর যাঁর যাঁর সঙ্গে নূতন আলাপ হয়, তাঁরা সকলেই তাঁর সরল বন্ধুবাৎসল্যে পরম আপ্যায়িত। অধিক কথা কি, যিনি একদিন মাত্র তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন, সৎস্বভাবের গুণে তাঁকেই তিনি তৎক্ষণাৎ চিরদিনের

সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী,—অকপট হৃদয়-বন্ধু জ্ঞান কোরে আনন্দিত হন। নবপরিচিত আলাপী লোকেও মনে মনে ভাবে, এঁর তুল্য সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। বয়স্কেরা বলেন, অমায়িক; রসিকা কামিনীরা ভাবে, অরসিক নির্ব্বোধ। সেই যুবা স্বচ্ছন্দে অন্যমনস্ক, অবলম্বন একটী উপাধান। বয়স অনুমান ১৯ বৎসর; লোল গঠনে বোধ হয়, দুই চারি বৎসর অধিক।

অনতিদূরে আর একটী যুবা কক্ষ-ভিত্তি-সংলগ্ন একখানি দর্পণে আপন আস্য দর্শন কোচ্চেন। সুচাঁচর চিকুরগুলি একবার এপাশ একবার ওপাশ কোরে বিন্যস্ত কোচ্চেন। কোন্ প্রকারে ভাল দেখায়, তারি বন্দোবস্তে ব্যতিব্যস্ত। এই যুবার বয়স অনুমান ২১ বৎসর; অবয়ব ঈষৎ খর্ব্ব, গড়ন দোহারা, মাধুর্য্য ভুঁড়ি, সর্ব্বাঙ্গ লোমে পরিপূর্ণ, হস্তপদ লোল, কোমর মোটা, বর্ণ গৌর, মুখের আয়তন গোল গোল, নিতান্ত শ্রীহীন নয়। ওষ্ঠ ঈষৎ পুরু, নাসিকা বাঁশীর মত সরল নয়। কপাল ছোট, চিবুক সুচপ, চক্ষু দুটী বড়, কৃষ্ণোজ্জ্বল তারা, ভ্রূযুগ ধনুকের মত টানা। চক্ষু দুটী মনঃসংযোগ কোরে দেখ্‌লে, বেস স্পষ্ট বোধ হয় যেন, তার মধ্যে ধূর্ত্ততা আর চতুরতা সুকৌশলে ক্রীড়া কোচ্চে। চক্ষুই মনের দ্বারি, সচরাচর লোকের নেত্র নিরীক্ষণ কোল্লে অন্তরের ভাব সুন্দররূপে বুঝা যায়;—ভয়, লজ্জা, শোক, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ, সমস্তই নয়নে প্রকাশ পায়। এই যুবার চক্ষু দুটী পরিস্ফুটরূপে মানসিক প্রকৃতির পরিচয় দিচ্চে। ইনি লোকের নিকট সুপুরুষ, সুচতুর, সুবুদ্ধি, আর সুধীর বোলে প্রতিপন্ন। মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি, কিন্তু সে হাসিতে মূর্ত্তিমান দম্ভ সুপ্রকাশ। বাস্তবিক ইনি বিষম দাম্ভিক,—খোসামোদের একান্ত বশীভূত,—নিজেও খোসামোদ কোত্তে বিলক্ষণ পটু। যতক্ষণ লাভের আশা থাকে, ততক্ষণ লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে, হাস্‌তে, কথা কইতে, রঙ্গ কোত্তে,—সময় বিবেচনায় "জল উঁচু নীচু" বোল্‌তেও পরাঙ্মুখ হন না। কাশীধামে যতগুলি বড় লোক আছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই এঁর আলাপ।—আলাপ না থাক্‌লেও যেচে পরিচয় কোত্তে ত্রুটি নাই। বালককালের চিরপরিচিত সমবয়স্ক সঙ্গী,—বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছাত্র,

যাদের কাছে এখন কোন স্বার্থের আশা নাই, তাদের আর চিন্‌তেও পারেন না।

এই যুবার একটী মোহময় গুণ আছে।—মনের ভাব সকলে জান্‌তে পারে না। যা কিছু যখন অন্তরে উদয় হয়, অন্তর-সাগরেই সেটী খেলা কোরে বেড়ায়। আর একটী গুণ প্রেমিকতা।—রমণীসমাজে উপস্থিত-বক্তা, আমুদে, রসিকরাজ নামে প্রসিদ্ধ। অপবিত্র, অশ্লীল হাস্য রহস্যে ইনি পরম পণ্ডিত। সেই গুণে সেই শ্রেণীর কামিনীমণ্ডলে সবিশেষ সম্মান।

পাঠক মহাশয়! নায়ক দুটীর আকৃতি প্রকৃতির এক প্রকার পরিচয় পেলেন, এই অবসরে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। উভয়েই এক পিতার সন্তান,—উভয়েই সহোদর,—উভয়েই মহিমান্বিত ভূপেন্দ্র সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁদের মাতা পিতা কেহই নাই।—জ্যেষ্ঠের নাম পদ্মলাল, কনিষ্ঠের নাম বিজয়লাল। যিনি আরসীতে মুখ দেখ্‌ছেন, তিনি জ্যেষ্ঠ, আর যিনি তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বোসে আছেন, তিনি কনিষ্ঠ।

পদ্মলাল সহসা দর্পণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বেড়াতে যাবে?"

"আর একটু বেলা পড়ুক।"—ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বিজয়লালের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"তবে তুমি থাকো, আমার বিশেষ আবশ্যক, পাখীগুলি একবার দেখে আসি।"—ত্রস্তভাবে এই কথা বোলেই পদ্মলাল সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিজয়লাল তদবস্থায় একখানি পুস্তক নিয়ে অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন।

পদ্মলালের সখ পাখী পোষা।—কোথায় ভাল পাখী পাওয়া যাবে, কিসে সেই পোষা পাখীরা শীঘ্র শীঘ্র মিষ্ট মিষ্ট বুলি বোল্‌তে শিখবে, কিসে পাখীগুলি সচ্ছন্দে নিরাপদে সুখে থাক্‌বে, সর্ব্বদা সেই দিকেই মন, সেই দিকেই যত্ন, সেই বিষয়েরই চেষ্টা।—বাগানে একটী ছোট-খাটো চিড়িয়াখানা আছে, পাখীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিচারকও নিযুক্ত

আছে;—সখের অঙ্গসৌষ্ঠব সকলি বিদ্যমান, কিছুরি অপ্রতুল নাই,—কিন্তু তাঁর মেজাজ্ তাদৃশ সৌখীন নয়। তিনি অতিশয় কোপনস্বভাব।—যেমন ক্রোধী, তেমনি নিষ্ঠুর।—ক্রোধী হলেই যে নৃশংস হতেই হয়, এমন কিছু ধরা কথা নাই,—অনেকের ক্রোধ অনেক সময়ে কোনো অপকার না করেই প্রশমিত হয়; কিন্তু পন্নালালের স্বভাবে সে ভাবের চিরন্তন অভাব। প্রবল অনলের সহিত প্রবল পবনের যেরূপ অবিচ্ছেদ মিলন, পন্নালালের প্রবল ক্রোধের সহিত প্রবল নিষ্ঠুরতার তিমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অধিক কি, পাখীর উপর তাঁর এত যে সখ, তথাপি নিত্য নৈমিত্তিক রোষের নিকটে সেই সখও শোচনীয়রূপে পরাভূত।—কোনো পাখী যদি শীঘ্র শীঘ্র পোড়্তে না শেখে, একটী কপোত যদি কর্ত্তার ইচ্ছামত উচ্চ পথে উড়্তে না পারে, তা হলে আর নিস্তার থাকে না; তৎক্ষণাৎ করাল প্রভুর নিষ্ঠুর করাঘাতে ছিন্নপক্ষ হয়ে তাকে প্রাণত্যাগ কোত্তে হয়!—সহৃদয় বিজয়লাল অনেক সময় করুণার্দ্র হয়ে জ্যেষ্ঠের এই নির্দ্দয় ব্যবহার নিবারণে যত্নবান হয়েছিলেন, অকৃতকার্য্য হয়ে ভগ্নচিত্তে নিরুৎসাহ হয়েছেন। বাস্তবিক সে দুর্দ্দম বেগ কিছুতেই প্রশান্ত হবার নয়। এত দুর্দ্দম যে, একবার যার উপর ক্রোধ হয়, যতদিন বৈরনির্য্যাতন না কোত্তে পারেন, ততদিন সেই রাগ মনে মনে বিবরস্থ ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জন কোত্তে থাকে।

পন্নালালের প্রস্থানের পর একজন ভৃত্য সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। বিজয়লালের পুস্তক বিন্যস্ত নেত্রযুগল সেই পদশব্দে সেইদিকে আকৃষ্ট হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি সুমেরু?"

প্রবেশকারী ভৃত্যের নাম সুমেরু।—সুমেরু সবিনয় স-সম্ভ্রমে নিবেদন কোল্লে,—"আজ্ঞা, কর্ত্তামশাই আপনাকে আর বড় বাবুকে তাঁর কাছে একবার আস্তে বোল্লেন।"

"আচ্ছা, আমি যাচ্চি, বড় বাবু এইমাত্র বাগানের দিকে গেলেন, তাঁরে সংবাদ দাও গে।"—এই পর্য্যন্ত বোলে পাঠ্য পুস্তকখানি বন্ধ কোরে, বিজয়লাল গমনোদ্যত ভৃত্যকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কর্ত্তার কাছে এখন আর কে কে আছে?"

"আর কেউ নাই, কেবল বলদেব বাবু আছেন।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে পরিচারক সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে বিজয়লালও বহির্গত হলেন

দ্বিতীয় কাণ্ড।

পরামর্শ।

দোতলার উপর একটী বৃহৎ বৈঠকখানা;—ঘরটী অতি পরিপাটীরূপে সাজানো; চারিদিকে চারখানি হস্তিদন্ত-পরিবেষ্টিত মনোহর দর্পণ;—বেষ্টনী গজদন্তে নানাবিধ পশুপক্ষী, পুষ্পপুঞ্জ প্রভৃতির প্রতিরূপ চিত্র করা। অতি সুশোভিত, সুসজ্জিত;—দর্পণের দর্শন অতি চমৎকার। তার পাশে বড় বড় বৃন্দাবন, গোষ্ঠ-বিহার, রাম-লীলা, কংসবধ, সীতা-হরণ প্রভৃতির মনোমোহন চিত্রপট। ঘরজোড়া ঢালা বিছানা, মধ্যস্থলে একটী উচু গদী, তার উপর কারচোপের কাজকরা মখমলের চাদর আর তাকিয়া, আশে পাশে ঐ রকমের চার পাঁচটী ছোট ছোট বালিশ। ধারে ধারে সাটিন কিংখাপ আর মখমলমোড়া দেশী বিদেশী নানা-প্রকার ছোট বড় সুবিচিত্র কাষ্ঠাসন। ঘরের স্থানে স্থানে ভিত্তিসংলগ্ন প্রস্তরময় ও বিবিধ ধাতুময় পুষ্পাধার, কৃত্রিম জীবমূর্ত্তি আর নানা-প্রকার রমণীয় সৌখীন বস্তু থরে থরে সাজানো।

একজন পরিণতবয়স্ক সুপুরুষ সেই গদীর উপর উপবিষ্ট।—তিনি পার্শ্বস্থ একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোচ্ছেন, আর জড়াও কাজ-করা সোণার আলবোলায় তামাক খাচ্চেন। তাঁর গড়ন ডৌলসই, বরং কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার, দোহারা, নিটোল শরীর। সুমোহন সুন্দর কান্তি, নাসিকা সমুন্নত, চক্ষু দুটী বড় বড়, আয়তন পর্য্যন্ত টানা, কৃষ্ণোজ্জল পুতলী, কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নিবিড়, ঠোঁট বেশ পাতলা, টুকটুকে লাল,

গণ্ডদেশ খুব পুরন্তও নয় অথচ অপূর্ণও নয়, হস্ত পদ আর অন্য অন্য অবয়বের আকার সমস্তই মানান্ সই। এক কথায় বোল্তে গেলে নিখুঁত সুন্দর;—নিখুঁত গড়ন, নিখুঁত সুন্দর। বয়স অনুমান ৪৫। ৪৬ বৎসর।

রূপ একটী পদার্থ;—মনোহর পদার্থ।—বাস্তবিক রূপের প্রকৃতি কিরূপ, সেটী নির্ণয় করা দুষ্কর। যাতে মনোহরণ ও নেত্ররঞ্জন হয়, সেইটীই রূপ। যে লোকের যেমন রুচি, তার চক্ষে তেমনি রূপ পরম সুন্দর দেখায়। আমরা যাকে সৌন্দর্য্য বলি, অপর দেশের লোক তাকে বিরূপ মনে কোত্তে পারেন; অন্য দেশের সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নে কদর্য্য বোধ হতে পারে; কিন্তু রূপ একটী পদার্থাতীত পদার্থ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সাধারণতঃ একরূপেই নয়ন মন হরণ কোত্তে সমর্থ। ভারতবর্ষের কবিরা অশ্বিনীকুমার, পার্ব্বতীকুমার ও শ্রীপতিকুমারের যেরূপ রূপ বর্ণন কোরেছেন, অপ্সরা তিলোত্তমা, উর্ব্বশী ও মেনকার রূপ, যেরূপ বর্ণন আছে, সকলগুলিই মনশ্চক্ষুর প্রীতিকর। আমরা যাঁর রূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত, তিনিও আমাদের মনে নয়নে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।—রূপখানিতে মাধুরী মাখা, অথচ এমনি গম্ভীর ভাব, এমনি তেজস্বিনী মূর্ত্তি যে, সহসা দর্শন কোল্লেই মনোমধ্যে স-ত্রাস ভক্তির সঞ্চার হয়। বঙ্গকুলাঙ্গনাকুলের একটী চিরসংস্কার আছে, রাজপুত্র হোলে পরম সুন্দর হতেই হবে, আর রাজকন্যা হলে পরম সুন্দরী হবেই হবে। এই সংস্কারে আমরা এঁকে রাজপুত্র বোলে পরিচয় দিতে পারি।

যে রূপবান পুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠবের পরিচয় দেওয়া গেল, ইনিই এই বাড়ীর কর্ত্তা। এঁর নাম শ্রীবান ভূপেন্দ্রলাল সিংহ। পাঠক মহাশয় স্মরণ কোত্তে পার্বেন, এই আখ্যানের প্রারম্ভে আমরা যে ভূপেন্দ্রসিংহের নাম উল্লেখ কোরেছি, বর্ণিত সুমোহন মাধুরীময় মহাত্মাই সেই ভূপেন্দ্রসিংহ। যে অট্টালিকা, যে উদ্যান আর যে সকল সম্পত্তির বর্ণনায় আমরা আজ প্রবৃত্ত, এই ভূপেন্দ্রসিংহই সেই সমস্তের একমাত্র অধীশ্বর। পদ্মলাল আর বিজয়লাল, এঁরই দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। জাত্যংশে ইনি মহামান্য মর্য্যাদাপন্ন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।

ভূপেন্দ্রসিংহের আর দুটী সহোদর ছিলেন। একজন জ্যেষ্ঠ, একজন

কনিষ্ঠ, ইনি মধ্যম। কনিষ্ঠ নিঃসন্তান পরলোকবাসী হয়েছেন, জ্যেষ্ঠের দুটী পুত্র। সেই দুটী পুত্রই অবলম্বিত নবন্যাসের নায়ক। ভূপেন্দ্রের পিতার বিষয়াশয় ছিল বটে, কিন্তু এত প্রচুর ছিল না যে, বর্ত্তমান সুখ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভূপেন্দ্র স্বয়ং ব্যবসায় বাণিজ্যে ও জমীদারী বিষয়ে বিলক্ষণ সুনিপুণ ছিলেন। আপনার যত্নে আপনার শ্রমেই নানা রকম কারকারবারে পৈতৃক সম্পত্তি বহুগুণে সম্বর্দ্ধিত কোরেছেন। তাঁর পিতা মৃত্যুকালে চরম ইচ্ছাপত্রে সঞ্চিত বিত্ত তিন পুত্রকে সম অংশে বিভাগ কোরে দিয়ে যান। ভূপেন্দ্র যখন সম্পত্তি বৃদ্ধি কোরে ধনশালী হয়ে উঠেন, দুর্ভাগ্যবশে সেই অবসরে একে একে তাঁর উভয় সহোদরের মৃত্যু হয়। তাঁরা ব্যবসায় বাণিজ্যে বারম্বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট কোরেছিলেন, সুতরাং মৃত্যুকালে একটী কপর্দ্দক মাত্রও সম্বল রেখে যেতে পারেন নি। আমরা যে সময়ের কথা বোলচি, সে সময় ভূপেন্দ্রসিংহের জ্যেষ্ঠ সহোদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র পদ্মলালের বয়ঃক্রম দশ বৎসর, কনিষ্ঠ বিজয়লালের আট বৎসর। ভূপেন্দ্রের সন্তান সন্ততি হয় নাই। প্রথম পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে আর বিবাহও করেন নাই। জ্যেষ্ঠের জীবিতাবস্থায় তাঁর সঙ্গে যদিও ভূপেন্দ্রের বিষম কলহ উপস্থিত হয়েছিল, এমন কি, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্তও ছিল না, তথাপি তাঁর অপোগণ্ড বালক দুটী এ দ্বার ও দ্বার কোরে বেড়ায়, সেটী ভাল দেখায় না, এই ভেবে ভূপেন্দ্র সে দুটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাড়ীতে রেখে লেখা পড়া শিখান। সহোদরের সঙ্গে মনান্তর ছিল, শিশুদের সঙ্গে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। "ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা"। শিশু দুটী অকপট অকৃত্রিম স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের পাত্র। তারাই পরিণামে বিষয়াধিকারী হয়ে পিতৃপুরুষের জলগণ্ডুষস্থল হবে, ধর্ম্মতঃ এই বিবেচনায়, নিয়ত অপত্যস্নেহে সেই দুটীকে লালন পালন করেন। বাস্তবিক তাঁরাই এখন ভূপেন্দ্রের পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত, সমস্ত ধন সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী।

ভূপেন্দ্রসিংহ গল্প কোত্তে কোত্তে একটু থেমে, আলবোলার নলটী বিছানার উপর রেখে, আবার বোল্লেন, "দেখ বলদেব! তুমি আমার প্রাচীন বিশ্বাসী আমলা। বিষয়াশয়ের সমস্তই তুমি জানো, তোমাকে

একটী কথা বলি, ছেলে দুটীর উপর একটু একটু নজর রেখো। যাতে তারা বিষয়কর্ম্মের দাঁড়া দস্তুর শিখে, আখেরে বিষয়াশয় রক্ষা কোরে চোল্‌তে পারে, তার চেষ্টা কোরো। যদি কোনো অন্যায় দেখ, তা হলে স্পষ্ট মুখে কিছু বোলো না, ভাব ভঙ্গীতে সাবধান কোরে দিও। তাতেও যদি কোন ফল না দর্শে, আমারে পত্র লিখে জানিও।"

ভূপেন্দ্রের কথা সমাপ্ত হতে না হতে বিজয়লাল সেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। কর্ত্তা মহাশয়, আরো দু একটী কথা বোল্‌তেন, বিজয়লালকে দেখে চেপে গেলেন, আর কিছু বোল্লেন না। বলদেব উঠে দাঁড়িয়ে একবার বিজয়লালের মুখপানে চেয়ে কর্ত্তাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আমারে আর অধিক কিছু বোল্‌তে হবে না, আপনার সদভিপ্রায় আমি বুঝেছি, আদেশ মতই কাজ কোর্‌বো। এখন বিদায় হই।"

"আচ্ছা, তা হলেই হলো।" এই কথা শুনেই বলদেব নমস্কার কোরে বিদায় হোলেন। তাঁর প্রস্থানের পর বিজয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে ভূপেন্দ্রসিংহ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পদ্মলাল কোথায়?"

"আজ্ঞা তিনি বাগানের দিকে গিয়েছেন, সুমেরুকে ডাক্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছি, তিনি এলেন বোলে।" এই উত্তর দিয়ে বিজয়লাল শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন কোল্লেন। বলদেব চোলে গেলে ক্ষণকাল পরেই পদ্মলাল উপস্থিত।

ভূপেন্দ্রসিংহ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে উভয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ, তোমাদের আজ একটী বিশেষ কথা বল্‌বার জন্য ডেকেচি, তোমাদের একটী কাজ কোত্তে হবে। আর তোমাদের কাজ কর্‌বার সময়ই এই।" এই পর্য্যন্ত বোলে কর্ত্তা নিস্তব্ধ হোলেন, একবার উভয়ের মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লেন। পদ্মলাল ব্যগ্র ভাবে নম্রস্বরে বোল্লেন, "আজ্ঞা করুন, আমরা সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ।"

পদ্মলালের কথায় ভূপেন্দ্রসিংহ পরম সন্তুষ্ট হোলেন, পার্শ্বস্থ একটী বালিশের উপর একটু ঠেস দিয়ে পুনরায় বোল্লেন, "দেখ, আমার বয়েস ক্রমে ক্রমে বাড়্‌চে বই আর কোম্‌চে না, ক্রমেই আমি বৃদ্ধ হয়ে আস্‌চি, কালে তোমাদের উপরেই সমস্ত বিষয়-কর্ম্মের ভার পোড়্‌বে; তোমরা

কার্য্যক্ষম হোতে না পারে; জমীদারী কাগজ পত্র বুঝ সমুজ কোত্তে না শিখ্লে পরিণামে বিষম কষ্টে পোড়্বে। বিষয় রক্ষা করা বড় কঠিন কার্য্য, সকলে সে কার্য্যের উপযুক্ত হোতে পারে না, তোমরা যদি বুঝ্দার কর্ম্মক্ষম হোতে পার, তা হলে আমার যে বিষয় আছে, তা তোমরা আরো বৃদ্ধি কোর্তে পার্বে, সময়ে সুখে সচ্ছন্দেও থাক্বে, আর যদি এককালে অকর্ম্মণ্য হও, তা হলে এই সম্পত্তি কোন্ দিক্ দিয়ে উড়ে যাবে, কে কেমন কোরে লুটে পুটে নেবে, জান্তেও পার্বে না, চক্ষে দেখ্তেও পাবে না।

"আজ্ঞা আপনি যা বোল্চেন, সে সমস্তই সত্য।"

ভূপেন্দ্রসিংহ পন্নলালের কথা মনঃসংযোগ, কোরে না শুনেই পুনরায় বোল্লেন, "তাই আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তোমরা এই বেলা থেকে কিছু কিছু জমীদারী কাজকর্ম্ম শিক্ষা কর। আরও দেখ, সুধু তা বোলেও নয়, পাটনার তালুকখানি আমার বিলক্ষণ লাভকর বিষয়, কিন্তু আম্লা-দের দোষে দুই বৎসর তাতে বিস্তর ক্ষতি হোচ্চে। যাকে পাঠাই, কেউই কিছু কোরে উঠ্তে পারে না। লাভে মূলে সমস্তই আমার জলে যাচ্চে। এই দুসন ঘরথেকে কোম্পানির লাটবন্দির খাজনা সরবরাহ কোচ্চি। কোথায় উপস্বত্ব-ভোগী হব, তা না হোয়ে উল্টে ঘরথেকে কিছু কিছু দণ্ড দিতে হোচ্চে।" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু থেমে, তিনি আবার বোল্লেন, "সেই জন্য আমি স্থির কোরেছি, পরের উপর সমুদয় নির্ভর না কোরে শীঘ্রই কিছু নূতন বন্দোবস্ত করা উচিত। বন্দোবস্তও এমন কিছু দেখিনে, হয় তালুকখানি বিক্রয় কোত্তে হয়, না হয় সেখানে একজন আপনার লোক রাখ্তে হয়। এই দুয়ের এক না কোল্লেই বা কতদিন আর এরকম বৃথা ক্ষতি সহ্য কোর্বো।"

পন্নলাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "কেবল ঘরথেকে ক্রমাগত লোকসান দেওয়াটা উচিত হয় না।"

ভূপেন্দ্রসিংহ পুনরায় বোল্লেন, "বিহিত উপায় কি? তালুকখানি বেচে ফেলা, তাও আমার ভাল বিবেচনা হয় না। বিষয় বিক্রি করা অতি সহজ, কিন্তু বৃদ্ধি করা অতি কঠিন। বিষয় যখন হয়, তখন বহু

কষ্টে, বহু বিলম্বে, কিন্তু যখন যায়, তখন কোন্ দিক্ দিয়ে যে যায়, তা টেরও পাওয়া যায় না। নারিকেল-ফলে জলসঞ্চারের ন্যায় কমলার আগমন, গজভুক্ত কৎবেলের ন্যায় তাঁর প্রস্থান। তাই বোল্‌চি বাপু, বিষয় আশয় রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার।"

"আজ্ঞা, যা আপনি বোল্‌চেন, সকলি যথার্থ।" ভূপেন্দ্রের এই সুদীর্ঘ উপদেশে পদ্মলালের এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উক্তি।

"বুঝ্‌লে কি না পদ্মলাল,—সেই জন্যই বোল্‌চি, তালুকখানি বিক্রয় না কোরে যাতে বজায় থাকে, সেই চেষ্টাই করা উচিত। কেমন, তোমরা কি বলো?"

খুল্লতাতের কথা শেষ হতে না হতে, পদ্মলাল অঙ্গভঙ্গী কোরে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আপনি যা বিবেচনা কোর্‌বেন, আমরা কি তার অন্যথা কোত্তে পারি?"

"আমি বলি কি, তোমরা দুজনে পাটনায় যাও। গিয়ে সেখানকার সমস্ত গোলমাল মিটমাট কোরে সেইখানে থেকেই সমস্ত বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা করো। এক কার্য্যে দুই ফল হবে। জমীদারীও শাসিত হবে, তোমরাও বিষয়কর্ম্মের মারপ্যাচ শিখ্‌তে পার্‌বে। বলদেবকেও তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো। সে ব্যক্তি পুরাণ আম্‌লা, পাকা লোক, তার কাছে জমী-দারীর কূট্‌কচালে হিসাবপত্র সমস্তই শিখ্‌তে পার্‌বে। সকল দিকেই মঙ্গল হবে।" এই কটী কথা বোলে ভূপেন্দ্রসিংহ নিস্তব্ধ হলেন। পদ্মলাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "যদি কারকুন মশাই যাচ্ছেন, তবে আর আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন? যদিই প্রয়োজন থাকে, তবে একজন গেলেই ত চলে, দুজনের যাওয়া কেন? কেবল কাজকর্ম্ম শিক্ষা কর্‌বার জন্য যদি বলেন, তবে তত দূরদেশে যাবার আবশ্যক কি? বাড়ীতে থেকেও ত আমরা সে সব শিক্ষা কোত্তে পারি।"

ভূপেন্দ্রসিংহ বোল্লেন, "পূর্ব্বেই ত বোলেছি, এক কার্য্যের দুই ফল। জমীদারীও শাসিত হবে, তোমরাও দেখে শুনে লায়েক হতে পার্‌বে। বলদেবকে পাঠাচ্ছি বটে, কিন্তু সে কেবল নামমাত্র নায়েব থাক্‌বে; বুঝ্‌লে কি না,—যদিও সে বিশ্বাসী লোক, তথাপি,—বুঝ্‌লে কি না?—

বলা যায় কি? আসল কাজে তোমরাই কর্ত্তা হবে। তবে কি না, তোমরা ত কাজকর্ম্ম কিছুই জানো না, সেই জন্যই একজন পাকা লোক সঙ্গে দিচ্চি,—বুঝ্লে কি না।"

"আজ্ঞা তা—তবে—আমাদের দুজনকেই কি যেতে হবে?" পদ্মলালের এই ক্ষুণ্ণ প্রশ্নে ভুপেন্দ্রসিংহ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ, দুজনকেই।"

খুল্লতাতের এই শেষ কথায় পদ্মলাল বাস্তবিক মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, মনে মনে বিরক্তিও হলো,—মুখফুটে কিছু বোল্লেন না, মনের ভাব মনেই গোপন কোরে রাখ্লেন। কি করেন, স্পষ্ট অস্বীকার কোল্লে, কি বাগ্-বিতণ্ডা কোল্লে, কি জানি, একে আর হবার সম্ভাবনা; এই ভেবে চুপ কোরে রইলেন। কিন্তু এমন সুখের কাশীধাম, এমন আনন্দ-কানন, পরিত্যাগ কোরে যেতে হবে, এমন আমোদ-প্রমোদ আর কোথাও হবে না, ক্ষণে ক্ষণে সে ভাবনাও অন্তঃকরণকে চঞ্চল কোত্তে লাগ্লো। কি করেন, অগত্যা, অনুপায়, সুতরাং নিস্তব্ধ। আর এক কথা; ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, সকল বিষয়েই পদ্মলালের অনুমোদন করা আছে। যখন যেমন কথা পড়ে, তখন সেই রকমে সায় দিয়ে যান। সচরাচর ঐশ্বর্য্য-শালীদের মধ্যে এমন অনেক দেখা যায় যে, নিজ বাক্যের প্রতিধ্বনি হলে তাঁরা মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হন। ভুপেন্দ্রসিংহও সেই শ্রেণীর বর্জ্জনীয় ছিলেন না। অগ্রেই বলা হয়েছে, ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, সকল বিষয়েই পদ্মলালের অনুমোদন করা আছে, সেই গুণেই কনিষ্ঠ অপেক্ষা তিনি খুল্লতাতের অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। যা হোক্, নিজের মনোগত অনিচ্ছা হলেও দ্বিরুক্তি না কোরে কনিষ্ঠের মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চাইলেন। এই ইচ্ছা, বিজয়লাল কোন প্রকারে প্রতিবাদ কোরে কৌশলে পাটনায় যাওয়া রহিত করেন।

বিজয়লাল এতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে কথাবার্ত্তা শুন্ছিলেন, এই অবসরে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কবে যেতে হবে?"

ভুপেন্দ্রসিংহ ক্ষণকাল বিবেচনার পর বোল্লেন, "যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

"তবে কি কল্যই যাত্রা করা যাবে?"—"না, কল্য নয়, পরশ্ব

তিথিনক্ষত্র ভাল, সেই দিন প্রাতেই যাত্রা কোরো।" ভূপেন্দ্র আর বিজয়লালের এই দুটী প্রশ্নোত্তর।

পদ্মলাল আর একবার বিজয়লালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কোল্লেন।—অভিলাষ, বিজয়লাল আর কিছু বলেন, কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হলো; বিজয়লাল দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ কোল্লেন না।

পদ্মলালের মুখ বিরস হয়ে এলো। এমন সুখের স্থান, এত জাঁক-জমক, এত ধূমধাম, সমস্ত পরিত্যাগ কোরে কোথাকার এক বন্য গ্রামে বাস কোত্তে হবে, এইটী ভেবে,—কেবল এইটী ভেবেও নয়, আর আর অনেক কারণে বদন বিষণ্ণ হলো,—অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। অনেক কষ্টে মনোগত ভাব গোপন কোরে বোল্লেন, "এত শীঘ্রই যদি যাওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে, এই বেলা থেকে আমরা উদ্যোগ করিগে।" পদ্মলাল আর বিজয়লাল উভয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেন।

গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েই পদ্মলাল কনিষ্ঠকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "এক কথাতেই চট্ কোরে পাটনায় যেতে রাজি হোলে! এমন কাশীধাম ছেড়ে কোথায় যাচ্চি, একটীবার বিবেচনাও কোল্লে না, মনে মনে ভেবেও দেখ্‌লে না! আমিও তোমার জন্য কিছু বোল্‌তে পাল্লেম না। বন্ধুবান্ধব ছেড়ে,—জন্মভূমি ছেড়ে,—পরিণীতা সহধর্ম্মিণী পরিত্যাগ কোরে, প্রবাসে যাওয়া আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হোচ্চে।"—পাঠক মহাশয় মনে রাখ্‌বেন, পদ্মলাল নবীন-দাম্পত্য-প্রণয়ের রসাস্বাদী, বিজয়লাল অপরিণীত। বিজয়লাল কিঞ্চিৎ বিবেচনা কোরে বোল্লেন, "রাজি হোলেম, তায় ক্ষতিই বা কি?—এখানে যেমন আছি, সেখানেও তেম্‌নি থাক্‌বো।"

"এই বুঝ্‌লে বুঝি? এমন পুণ্যতীর্থ বারাণসী ত্যাগ কোরে সেই বনের মধ্যে বলদেবের অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে।"

"বলদেবের অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে কেন?—আর যদিই হয়, তাতেই বা দোষ কি? যখন কাজকর্ম্ম শিখ্‌তে যাচ্চি, তখন যে রকমে হোক্, কার্য্যসিদ্ধি হোলেই হলো।" উভয় সহোদরের এই প্রশ্নোত্তর।

পদ্মলালের যা যৎকিঞ্চিৎ আশা ছিল, বিজয়লালের কথায় সেটুকুও

বিলুপ্ত হলো। তিনি বিবেচনা কোরেছিলেন, কোন প্রকারে বিজয়-লালের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি কোর্‌বেন, এখন তাঁর প্রত্যুত্তরে এককালে হতাশ হলেন, মনে মনে রাগও হলো; অতি কষ্টে অন্তরের ভাব প্রচ্ছন্ন কোরে, ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "তবেই হয়েছে! তুমি সবই বুঝেছো! এ সে রকম কাজকর্ম্ম শেখা নয়, কোন রকম ছলকৌশলে কাশী থেকে আমাদের নির্ব্বাসিত করা--"

বিজয়লাল কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, সহোদরের বাক্যগুলি তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হলো মাত্র, বাস্তবিক কিছুই তাৎপর্য্য-গ্রহ হলো না। দ্বিতীয়বার শোন্‌বার জন্য তত মনোযোগও কোল্লেন না, ধীরে ধীরে আপন গৃহাভি-মুখে প্রস্থান কোল্লেন।

পদ্মলাল নিস্তব্ধ ভাবে পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কাশীর আমোদ আহ্লাদ, স্ত্রীলোকদের হাস্যপরিহাস, আর আর যা কিছু প্রমোদ-বিলাস, সকলগুলিই একে একে মনে পোড়্‌তে লাগলো, মনটা অতিশয় বিচলিত হলো, ভেবে চিন্তে অনেক ক্ষণের পর আস্তে আস্তে গৃহের দিকে চোলে গেলেন।

তৃতীয় কাণ্ড।

জমীদারী-যাত্রা।

যাত্রার উদ্যোগে আর বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায়গ্রহণে পরদিনটী অতিবাহিত হলো। পদ্মলালের পাটনাযাত্রা অভিলষিত নয়,—যতক্ষণ কাশীতে, ততক্ষণই সুখ;—সুখের সময় স্বভাবতঃ দ্রুতগামী, সুতরাং সে দিন সূর্য্যদেব যেন তাঁকে বঞ্চনা কোরেই শীঘ্র শীঘ্র অস্ত গেলেন। দিব-সের ন্যায় রজনীও অতর্কিতভাবে নিদ্রিত প্রাণিকুলকে প্রতারিত কোরে সে দিনের মত বিদায় হলো। অভিনব অরুণ সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিক্ থেকে

অল্পে অল্পে আকাশ-তলে পদক্ষেপ কোল্লেন। কমলিনী বিহঙ্গমুখে তপন-দেবের আগমন শুনে আর মধুকরের মধুময় প্রভাতী গুঞ্জনে সকৌতুকে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন কোল্লেন। আর আর স্থলজ কুসুমেরা নবীন প্রভাতী বেশ-বিন্যাসে বিকসিত হয়ে হেসে উঠ্‌লো। কোমল দূর্ব্বাদলের উপর নিপতিত শিশিরবিন্দু নবীন অরুণ-কিরণে মুক্তাদামের মত ঝোক্‌তে লাগ্‌লো। ভুপেন্দ্রসিংহের বাটীর পরিচারকেরা ছুটী যুবা কুমারের শুভ যাত্রার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত। বলদেব আবশ্যকমত সমস্ত দ্রব্যই যথা-রীতি প্রস্তুত কোরে দিলেন। বিজয়লাল প্রস্তুত হয়ে জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। এই অবসরে ভুপেন্দ্রসিংহ স্বয়ং তথায় উপ-নীত। এসেই বিজয়লালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর বিলম্ব কি ?" বিজয়লাল উত্তর দিলেন, "দাদা এখনো উঠেন নাই।"

"সে কি ! এখনো নিদ্রা যাচ্চে ? এখনো উঠে নি ?" এই কথা বোলে কর্ত্তা মহাশয় নিকটস্থ একজন পরিচারককে বোল্লেন, "তোর বাবু এখনো ঘুমুচ্চে ? শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।"

পরিচারক একটু ইতস্ততঃ কোরে বোল্লে, "আজ্ঞা, তিনি ভোরে উঠেই কোথা গিয়েছেন, আমি উঠে দেখ্‌লেম, তাঁর ঘরের দরজা খোলা, তিনি ঘরে নাই ; কোথায় গিয়েছেন, তা আমি বিশেষ জানি না।"

ভুপেন্দ্রসিংহ তারে আর কিছু জিজ্ঞাসা না কোরে বলদেবকে এক ধারে ডেকে পরামর্শ কোত্তে লাগলেন। পাটনায় গিয়ে কি রকম বন্দোবস্ত করা হবে, সেই বিষয়েরি পরামর্শ। কথাবার্ত্তা চোল্‌চে, পদ্মলাল এলেন।

বিজয়লাল তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় গিয়েছিলেন ?—বিলম্ব হলো কেন ?"

পদ্মলাল ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন, "আমার বিলম্ব ! আমি আরো তোমাদের অপেক্ষা কোচ্ছিলেম। ভোরে উঠে তোমাদের দেখ্‌তে না পেয়ে, বাগানে একটু বেড়াতে গিয়েছিলেম।"

বিজয়লাল এই উত্তরে উপেক্ষা কোরে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি কি রাত্রে নিদ্রা যান নাই ?"

পদ্মলাল স্তম্ভিতভাবে বোল্লেন, "কেন,—এ প্রশ্ন কেন ?"

"আপনার চোক্ মুখ দেখে সেইরূপ বোধ হোচ্চে।"

বিজয়লালের এই কথায় পদ্মলাল পূর্ব্বের মত একটু হেসে বোল্লেন, "হলেও হতে পারে। তোমার মতন কেবল ত আমার জমীদারী দেখা কাজ নয়, নানা কার্য্যে বিষম ঝঞ্চট, অনেক রকম কাজে ব্যস্ত থাকৃতে হয়, আখের ভেবে অনেক কাজের যোগাড় কোত্তে হয়, রাত্রে নিদ্রা না হওয়া বিচিত্র নয়।"

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠের এই উদাস উত্তরে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। কিন্তু পদ্মলালের রক্তবর্ণ চক্ষুদুটী আর পরিশুষ্ক মুখখানি তাঁর ঐ উদাস উত্তরের বিপরীত সাক্ষ্য দিতে লাগ্‌লো।

ভূপেন্দ্রসিংহ পদ্মলালকে দেখে বোল্লেন, "এসেছ, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর হয়ে শুভ যাত্রা করো।"

পদ্মলাল আর বিজয়লাল উভয়েই খুল্লতাতের চরণে প্রণিপাত কোল্লেন, বলদেবও সসম্ভ্রম নমস্কার কোরে বিদায় নিলেন। জিনিসপত্র পূর্ব্বদিনই নৌকায় তুলে দেওয়া হয়েছিল, কেবল সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি সঙ্গে নিয়ে তাঁরা শুভ যাত্রা কোল্লেন।

এতক্ষণের পর ভূপেন্দ্রসিংহ নিশ্চিন্ত।—ভ্রাতুষ্পুত্রদের জমীদারী সেরেস্তার কাজ শিখিবার জন্যে পাটনায় পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কাশীতেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পাত্তো, জমীদারীর সুবন্দোবস্ত কর্‌বার জন্যও একত্র তিন জনকে এক মহলে পাঠাবার কোন আবশ্যক ছিল না; বলদেবকে পাঠালেই সে কার্য্য সমাধা হতে পাত্তো। তাকে বিশ্বাস না হলে, এক জনকে সঙ্গে দিলেই হতো। তবে তিন জনকে প্রেরণ কর্‌বার অভিপ্রায় কি?—ভূপেন্দ্রসিংহ অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত। জগতের মধ্যে তাঁর বিশ্বাসের পাত্র কেবল একজন,—সেই একজন তিনি নিজেই। সুতরাং পাটনায় পাঠাবার নিমিত্ত বিশ্বাসভাজন লোক একজন মাত্রও পেলেন না। বলদেব বহুদিনের আশ্রিত কর্ম্মচারী;—তার উপর কখন কারো সন্দেহ হয় নাই। তা বোল্লে কি হয়;—সে বিশ্বাসী, এ কথা যথার্থ, কিন্তু মানুষের মন বিষাক্ত হতে কতক্ষণ। বিশেষ, এই জমীদারীর বন্দোবস্ত নূতন, আর আর জমীদারীর যে যে নিয়ম বন্ধন হয়েছে, তিনি

স্বয়ং স্বচক্ষে দেখে, হাতে কলমে সেগুলি সম্পন্ন কোরেছেন। যখন তাঁর সংসারের আয় অধিক ছিল না, তখন যাতে কোরে দশ টাকা অধিক লাভ হয়, সেই চেষ্টায় নিজেই পরিশ্রম কোরে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কোরেছিলেন। বয়সও অল্প ছিল, পরিশ্রম কোত্তেও কাতর হতেন না। এখন ঈশ্বরপ্রসাদে এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছেন, এদিকে বয়সও হয়েছে, সুতরাং স্বহস্তে সমস্ত কাজ করা, সেটী আর পেরে উঠেন না; অথচ মন সন্দিগ্ধ, অপরকে বিশ্বাস কোত্তেও পারেন না। স্বকৃত ধনে ধনশালী লোকের এপ্রকার সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া কিছু বিশেষ আশ্চর্য্য নয়। যাঁরা অনেক দেখে শুনে স্বকলমে বিপুল অর্থ অর্জ্জন কোরে পাকা লোক হন, তাঁরা প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে থাকেন, কোনো লোককেই তাঁরা বিশ্বাস কোত্তে চান না, ভূপেন্দ্রসিংহের মনও সেই কারণে ক্ষীণ,—আশু প্রত্যয়ী নয়। সেই কারণেই নূতন জমীদারীর বন্দোবস্ত কোত্তে বলদেবের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র দুটীকে পাঠালেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদেরি বা বিশ্বাস কি? ভূপেন্দ্র জান্‌তেন, তিন জনের স্বভাব কখনই এককালে এক পথে গতি করে না;—যদিও যায়, শীঘ্র যায় না। এই সকল ভেবে চিন্তে পরস্পরের চরিত্রের চরস্বরূপ নিযুক্ত কোরে তিন জনকে পাঠানই স্থির কোল্লেন।

বাড়ীর নিকটেই নদী।—খেয়াঘাটেই নৌকা নঙ্গর করা ছিল,—ঘাটও অধিক দূর নয়, কিন্তু প্রকৃত পথ দিয়ে যেতে হলে পূর্ব্বকথিত উদ্যান অতিক্রম কোরে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। আর একটী পথ আছে, সেটী কিছু কষ্টগম্য, কিন্তু সোজা।—যাত্রীরা সুতরাং সেই সোজা পথ ধোরেই চোল্লেন।—সে পথের প্রবেশ-মুখেই বন,—লতা কণ্টক-সমাকীর্ণ বন।—সেই বনের অভ্যন্তরে একটি প্রাচীন অট্টালিকা। সেই অট্টালিকা এক সময়ে লোকালয় ছিল, এখন জনমানবের সঞ্চার নাই। প্রাচীরে প্রাচীরে লোণা ধোরেছে,—বহুদিন বিনা সংস্কারে হতশ্রী হয়ে গেছে; ছাতের উপর, আল্‌সের উপর বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, সিংহাসনসম শিকড় পেতে রাজার ন্যায় প্রভুত্ব কোচ্চে। কিন্তু সুদৃঢ় বদ্ধমূল ভিত্তি,—একখানি ইটও খসেনি,—এক আঁস বালিতেও কিছুমাত্র আঁচড়

লাগে নি,—কেবল বৃষ্টির জলে ঠাঁই ঠাঁই কলঙ্কধরা চিহ্নিত হয়েছে মাত্র। বড় বড় জানালা দরজা অনাবৃত খোলা রয়েছে, বাতাসের গর্জ্জনে কক্ষ-মধ্য যেন সিংহনিনাদিত গুহার ন্যায় বারম্বার প্রতিধ্বনিত হোচ্চে, নির্জ্জন পুরী যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে। দেখ্‌লেই ভয় হয়। বাড়ীখানি তেতালা। চতুর্দ্দিকে জঙ্গল;—নিবিড় জঙ্গল। যাত্রীরা সেই গৃহস্থ-শূন্য গৃহখানি বাঁয়ে রেখে কানন অতিক্রম কোরে নদীতীরে পৌঁছিলেন।

তাঁরা নৌকায় আরোহণ কোল্লে মাঝিরা নৌকা খুলে দিলে।—পথে যেতে যেতে, বলদেবের অসাক্ষাতে বিজয়লাল্‌কে সম্বোধন কোরে পদ্মলাল বোল্লেন, "ভাই! কাশীধামের কাছে আজ আমাদের এই শেষ বিদায়!"

বিজয়লাল চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন?—আপনি এমন কথা বোল্‌চেন কেন?"

"নয় কেন? সে দিন তোমারে বোলেছি, এ আমাদের জমীদারীতে পাঠানো নয়, কৌশলে নির্ব্বাসন?"

পদ্মলালের এই কথা শুনে বিজয়লালের নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ হলো। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা কোরে বোল্লেন, "না না, তা হোতে পারে না। আমাদের ত কোনো দোষ নাই, বিনা দোষে দণ্ড দিবেন কেন? বিশেষতঃ আমাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ। অকৃত অপরাধে নির্ব্বাসিত কোর্‌বেন, এমন ত আমার বিশ্বাস হয় না। আর যদি বিনা দোষে দেশত্যাগী করাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা হতো, তা হলে এ রকম ছলকৌশল অবলম্বন কোর্‌বেন কেন? স্পষ্ট কোরে বোলে সহজেই ত পাত্তেন। আমরা তাঁর একান্ত অধীন, আজ্ঞাবহ, যা বোল্‌তেন, তাই ই কোত্তে হতো।"

বিজয়লাল এই সকল কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু শেষ কথা-কটী উচ্চারণ কর্‌বার সময় তাঁর বদনে যেন একটু বিমর্যভাব অঙ্কিত হলো।

পদ্মলাল বিজয়লালের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, কথার ভাবে তাঁর অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয়, সেটী স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন। যেন কোনো বিশেষ অনিষ্ট-শঙ্কা, মুখভঙ্গীতে এই ভাব জানিয়ে, বিমর্যভাবেই বোল্লেন, "তুমি ত বোল্‌চো ভাই, আমরা কোনো দোষ করি নাই,

কিন্তু কত লোক যে কত ভাবে চলে, কত রকম কুচক্রে ফেরে, তা কে জানে?"

বিজয়লাল মৌনভাবে ক্ষণকাল চিন্তা কোরে, বোল্লেন, "না, আপনার ভ্রম হয়ে থাক্‌বে, আমাদের অনিষ্টচেষ্টা কে কোর্‌বে,—কেন কোর্‌বে, তাতে তার লাভই বা কি?"

"তুমিও যেমন ভাই, কিছুই বোঝ না,—মার প্যাঁচ তোমার কিছুই আসে না। আমাদের পায় পায় শত্রু, আমাদের অনিষ্ট কোত্তে পাল্লে তাদেরই স্বার্থসিদ্ধি।" পদ্মলাল এইকটী কথা বোলে একটু থেমে আবার বোল্লেন, "দুষ্ট লোক যদি পেছনে না থাক্‌বে, তবে আমাদের এমন কোরে বিদেশে পাঠাবেন কেন? এও তুমি বোঝ না? কাজকর্ম্ম শিক্ষা, সেটা কেবল ছলনা মাত্র। কেন, ঘরে বোসে কি আমরা কাজ শিখ্‌তে পাত্তেম না? জমীদারী বন্দোবস্ত, সেটাও ছলনা। এক জনকে পাঠালেই যে কাজ হতো, তার জন্য তিন জনকে কেন? এ বঞ্চনাও তুমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চো না।"

জ্যেষ্ঠ সহোদরের এই প্রকার হেতুবাদ শ্রবণ কোরে বিজয়লালের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হলো। যদিও পূজ্যপাদ খুল্লতাতের অমায়িকতার প্রতি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, অথাচ পুনঃ পুনঃ বিপরীত হেতুবাদে সেই বিশ্বাস একটু আন্দোলিত হলো,—হলো বটে, কিন্তু সে আন্দোলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পাল্লে না। মনের মধ্যে একবার খুল্লতাতের আশৈশব বাৎসল্য আর একবার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অমূলক হেতুবাদ উদয় হয়ে মানসিক বিতণ্ডায় সেই সন্দিগ্ধ আন্দোলন অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে এলো। পরিশেষে সে চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ কোল্লেন, অনর্থক তোলাপাড়ায় আর প্রবৃত্তি থাক্‌লো না, খুল্লতাতের বাৎসল্যই প্রবল হলো। তরণী মন্থর;—ক্রমশঃ ত্বরিত গামিনী।

চতুর্থ কাণ্ড।

রাইয়তি মহল।

এক দিন, এক রজনী অতিক্রান্ত হলো। তরণীখানি তরঙ্গিণী-হৃদয়ে নৃত্য কোত্তে কোত্তে চলেছে;—বেগবতীর স্রোতের উপর ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে দাঁড় পোড়্‌চে;—ক্রীড়াশীল ঊর্ম্মিমালা এক একবার বাতাসের সঙ্গে খেলা কোত্তে কোত্তে নৌকার এপাশে ওপাশে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌চে, সম্মুখেও আলিঙ্গন দিচ্চে, আবার এক একবার যেন লজ্জাবশে পেছিয়ে পেছিয়ে যাচ্চে—তরঙ্গ আর বায়ু উভয়েই জলকেলিতে নিমগ্ন;—স্রোতস্বতী যেন পবনদেবের রঙ্গ দেখ্‌বার জন্য বুক উচু কোরে তুল্‌চেন, নির্লজ্জ পবন তাঁরে ধর্‌বার উপক্রমেই যেন ছুটে ছুটে আস্‌চে, ঢেউগুলি অমনি মাথা হেঁট কোরে সোরে যাচ্চে। কাণ্ডারীরা সুখস্পর্শ প্রভাত-সমীরণ-স্পর্শে উৎসাহ পেয়ে সজোরে দাঁড় টান্‌চে, নৌকাখানি বেগভরে হেল্‌তে দুল্‌তে চোলেছে। ক্রমে সূর্য্যদেব উদিত হলেন। নব রবির হেমনিভ কিরণে প্রকৃতিদেবীর মনোমোহিনী শোভা হলো;—ভাগীরথী যেন সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত কোল্লেন;—তরঙ্গমালার উপর লোহিত রশ্মি নিপতিত হয়ে ঠিক যেন শতনরি, সহস্রনরি সোণার হারের মত দেখাচ্চে;—অঙ্গ-সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়! বিজয়লাল তরীছত্রের শিখরদেশে উপবেশন কোরে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন কোচ্চেন,—ছত্রীর ভিতর পদ্মলাল নিদ্রাগত।

কখন হালি ভরে,—কখন পালি ভরে নৌকাখানি অতি শীঘ্রই পাটনায় এসে পৌঁছিল। সচরাচর কাশী থেকে পাটনায় আস্‌তে জলপথে যত বিলম্ব হয়, এ নৌকায় তত বিলম্ব হলো না।

ভুপেন্দ্রসিংহ পূর্ব্বেই পাটনার কাছারীর আম্‌লাদের লিখে পাঠিয়েছিলেন

যে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা মফস্বলে যাচ্ছেন। ঘাটে নৌকা পৌঁছিবার সংবাদ শ্রবণমাত্র আম্‌লারা লোকজন সহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে জমীদার-সন্তানদের অভ্যর্থনা কোরে কাছারীবাড়ীতে নিয়ে গেল, জিনিসপত্রগুলিও বাহকেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিলে।

যেদিন পৌঁছিলেন, সেই দিনেই উভয় ভ্রাতা একখানি পত্র লিখে নিরাপদে আগমন সংবাদ পিতৃব্যের নিকট পাঠালেন। বিশ্রামে, আলাপ পরিচয়ে, আর প্রয়োজনের আয়োজনে দুদিন অতিবাহিত হলো। তৃতীয় দিবসে তাঁরা সমস্ত প্রজাকে আহ্বান কোরে কাছারী ঘরে কাছারী কোল্লেন। মাথালো মাথালো মণ্ডল প্রজারা অগ্রে উপস্থিত হয়ে নজর দিয়ে দাঁড়ালো। একে একে সকল প্রজাই সমাগত। সকলেই যথা-যোগ্য নজর দিলে। বিজয়লাল প্রকৃতিসিদ্ধ সরল ভাবে সকলকেই আদর অপেক্ষা কোল্লেন, প্রজারাও তাঁর সদয় ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হলো। মনে মনে বিবেচনা কোল্লে, ইনি যখন ভূম্যধিকারী হবেন, তখন তারা পরম সুখসচ্ছন্দে অবস্থান কোত্তে পারবে। প্রথমাবধিই বোলে আসা হোচ্চে, উভয় ভ্রাতার প্রকৃতি আর মনোগতভাব পরস্পর বিপরীত। একের মনোবৃত্তি যে দিকে যায়, অপরের প্রবৃত্তি তার বিপরীত দিকে সততই ধাবমান হয়। জমীদারীতে এসেও সে অমিলনের সামঞ্জস্য হয় নাই। জমীদার স্বয়ং এলে, প্রজারা যেরূপ দর্শনী দেয়, পান্নালাল সেই তুল্য-পরিমাণ নজর না পেয়ে মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হলেন। সে অসন্তোষের পরিষ্কার অর্থ ক্রোধ।

মধ্যাহ্ন কালে কাছারী ভঙ্গ হলো, প্রজারা বিদায় হয়ে চোলে গেল, বিজয়লাল স্নানার্থ বহির্গত হলেন, কেবল পান্নালাল আর বলদেব কাছারী-ঘরে বর্ত্তমান। বলদেবকে সম্বোধন কোরে, কিছু উত্তেজিত স্বরে,—উত্তেজিত অথচ অপর কেহ না শুনতে পায়, তদ্রূপ মৃদুস্বরে পান্নালাল বোল্লেন, "দেখ, বলদেবজী! কাকা যা বোলেছিলেন, সে বড় মিথ্যা কথা নয়। এখানকার লোকেরা অত্যন্ত দুষ্ট। এরা ধর্ম্মঘট কোরে জমীদারীর নানা বিঘ্ন উপস্থিত কোত্তে পারে। সহজে এদের বশীভূত করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার বোধ হোচ্চে। কেমন, তুমি কি বিবেচনা

করো ?—এই দেখ, প্রজাদের তলব করা গেল, তাদের উচিত, যথারীতি নজর দেয়, মান্য করে, তার কিছুই নয় ;—যেন দু এক সিকি ভিক্ষা দিয়ে গেল। ভালরূপে সম্মানের চিহ্নও দেখালে না। এরকম বেয়াদবী আমি ভালবাসি না। যে প্রকারে শাসন হয়, স্বতঃপরতঃ সে বিষয়ের তদ্বির করা উচিত। কি বলো ?"

বলদেব কি বোল্‌বেন,—একে প্রভু বড় কাণপাত্‌লা, তাতে পদ্মলালকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন, বিশেষতঃ পদ্মলালও যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি দাম্ভিক, হয়কে নয়, নয়কে হয় কোত্তে বিলক্ষণ সুনিপুণ। এই সকল চিন্তা কোরে, "হাঁ" বোল্‌বেন, কি "না" বোল্‌বেন, স্তব্ধভাবে সেই বিষয়ের বিবেচনা কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁরে নিস্তব্ধ দেখে, পদ্মলাল আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চুপ্ কোরে রইলে যে ? কেমন, আমি যা বোল্লেম, তাতে তোমার মত কি ?"

মৌনভঙ্গ কোরে বলদেব বোল্লেন, "আজ্ঞা, আপনি যা বোল্‌ছেন, তা বড় অযথার্থ নয়। তবে কি না, জমীদার স্বয়ং জমীদারীতে এলেই, প্রজারা নজর দেয়, এই পদ্ধতি আছে। তাঁর সন্তানেরা—"

কথা সমাপ্ত কোত্তে না দিয়েই পদ্মলাল সক্রোধে বোল্লেন, "তবে আমি কি জমীদার নই ? কাকা আর আমি কি ভিন্ন ?"

বলদেব ভীত হলেন, সভয়েই নম্রস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা, না, তা নয়, আমি ভিন্ন বোল্‌ছি না, তবে এখানকার রীতি যেমন, আমি জানি, জমীদার স্বয়ং না এলে, কেহ তুল্য নজর দেয় না।"

"তবেই হলো কি না, প্রজাদেরই ষোল আনা দুষ্টমী। তারা মনে কোরে গেল, আমি তাদের জমীদারের চাকরদের মতন একটা সামান্য লোক।" এই কথা বোলে পদ্মলাল বিকট মুখভঙ্গী কোরে নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেন।

বলদেব একটু ইতস্ততঃ কোরে বোল্লেন, "আজ্ঞা, এমন কি কখন মনে কোত্তে পারে ; আপনি হলেন—"

"পেরেছে, আর পারে না কি ? যা বলো, আর যা কও, প্রজাদের সম্পূর্ণ বজ্জাতি, তার সন্দেহ নাই।" বলদেবের কথায় বাধা দিয়ে পদ্মলাল রুক্ষস্বরে এই কথা বোল্লেন।

"আজ্ঞা তার আর সন্দেহ কি! জগতে আজ কাল সৎলোক অতি বিরল।" উদ্ধত-স্বভাব পন্নলাল পাছে তাঁর উপর বিরক্ত হন, এই শঙ্কায় বলদেব অগত্যা অভিনব প্রভুর বাক্যে এই প্রকারে সায় দিলেন।

পন্নলাল সন্তুষ্ট হলেন। সে সময় আর অন্য কথা কিছু হলো না। বেলা অধিক হয়েছিল, কাছারী থেকে উঠে গেলেন।

আহারাদির পর, পন্নলাল একটী গৃহে শয়ন কোরে বিশ্রাম কোচ্চেন, নিদ্রা হোচ্চে না। প্রজাদের বিষয় মনে মনে তোলা পাড়া কোচ্চেন, আপনা আপনি বোলচেন, "এখানকার রাইয়ত লোক বড় দুষ্ট, এদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! উচিত শাস্তি না দিলে, সহজে এরা সায়েস্তা হবে না, বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে হবে। বলদেবের তাতে মতও আছে বুঝলেম। আর অমত কোরেই বা কি কোরবে? আমি তো আর অন্যায় কাজ কোচ্চি না।—বিষয়ের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা কোচ্চি, এ কথা শুনলে কর্ত্তা কখনই অসন্তুষ্ট হবেন না। ভাল, দেখা যাক্, কিসে কি হয়ে ওঠে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিজয়লালকে একবার জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে। কিন্তু সে কেমন এক প্রকারের লোক, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, কি কোল্লে কি হয়, বুঝতে পারে না, বিষম নির্ব্বোধ। ভাল, এক-বার জিজ্ঞাসা কোরে দেখা যাক্, রাজি হয়, ভালই, আর না হয়, আমি নিজেই তার বন্দোবস্ত কোরবো।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোত্তে কোত্তে পন্নলাল বিছানা থেকে উঠে বাইরে এলেন।

সেই দিন থেকেই বন্দোবস্ত সুরু হলো। অবশিষ্ট রাজস্ব ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ হোতে লাগলো। পন্নলাল প্রথমাবধিই প্রজাদের উপর জাতক্রোধ; সুতরাং অতি সামান্য সামান্য কারণেও লোকের উপর অত্যা-চার আরম্ভ কোল্লেন। খাজনা দিতে যাদের দু একদিন বিলম্ব হয়, তাদের সমস্ত জমী এককালে ক্রোক করেন, হাল বলদ বেচে কিনে লন, কোনো দোষ না থাকলেও দোষ সাজিয়ে দরিদ্র প্রজা লোকের চাল কেটে উঠিয়ে দেন। প্রজারা নিতান্ত কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসে বিস্তর কাকুতি মিনতি করে, তিনি তাতে কর্ণপাতও করেন না।

প্রজারা অবশেষে নিরুপায় হয়ে এই সকল অত্যাচারের বিষয় বিজয়-

লালকে জানালে। বিজয়লাল স্বভাবতই দয়ালু, প্রজাদের কাতর বাক্যে তাঁর হৃদয় আর্দ্র হলো। তাদের নির্দ্দোষিতার বিষয় জ্যেষ্ঠের নিকট সপ্রমাণ কোরে অনুনয় বিনয়ে তাদের অব্যাহতি দেওয়ালেন। অন্তরে যাই থাকুক, প্রকাশ্যে পদ্মলাল কনিষ্ঠকে বিশেষ স্নেহ কোত্তেন, পাছে সেই কপট স্নেহ কোনরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই শঙ্কায় অগত্যা তাঁর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে হলো; কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। প্রজারা কনিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়েছিল বোলে তাদের উপর পূর্ব্বে যে ক্রোধ ছিল, সেই ক্রোধ দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে উঠ্‌লো। কিরূপে তাদের নষ্টামী নষ্ট কোর্‌বেন, সেই চিন্তাই অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বলবতী। কনিষ্ঠ সহোদরকে আপনার মতে আন্‌বার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পেলেন, "কড়াকড় না কোল্লে জমীদারীর কাজকর্ম্ম চলে না, বিষয় রক্ষা হয় না" এই রকম অনেক কথা বোলে অনেক বুঝালেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে স্বমতে আনয়ন কোত্তে পাল্লেন না।

কনিষ্ঠকে স্বমতে আনয়ন করা দুষ্কর দেখে পদ্মলাল অন্য অন্য উপায় অন্বেষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।

একদিন মধ্যাহ্নকালে কাছারী বাড়ীর সকলেই বিশ্রাম কোত্তে গেছেন, চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে চারিদিক যেন অগ্নিক্ষেত্র হয়ে উঠেচে, তপনতাপে যেন দিগ্‌দাহ হোচ্চে, চতুর্দ্দিক নির্জ্জন—নিস্তব্ধ। বিজয়লাল একটী গৃহে শয্যার উপর উপাধান অবলম্বনে একখানি পুস্তক পাঠ কোচ্চেন, সহসা একজন অপরিচিত লোক সেই গৃহে প্রবিষ্ট হলেন। বিজয়লাল মুখ ফিরিয়ে সেই আগন্তুককে দেখে শশব্যস্তে উঠে বোস্‌লেন। আগন্তুক সসম্ভ্রমে নমস্কার কোরে বোল্লেন, "আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত করা উচিত নয়, ক্ষমা কোর্‌বেন, একটী বিশেষ কারণেই অসময়ে আস্‌তে হয়েছে।"

বিজয়লাল আগন্তুককে প্রতিনমস্কার কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। বিশেষ আবশ্যক কি, নম্রভাবে সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। ভদ্রলোকটী শয্যার এক ধারে উপবেশন কোরে, প্রথমে বিজয়লালের সৎস্বভাবের প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন।

আত্ম-প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে বিজয়লাল পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনার বিশেষ প্রয়োজন কি মহাশয়?"

আগন্তুক উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা আমার নাম অনাথবন্ধুসিংহ, আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর অন্যায় বল প্রকাশ কোরে আমার জমী থেকে হাল লাঙ্গল উঠিয়ে দিয়েছেন, লোকের উপর নানা অত্যাচার কোরেছেন, আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। সেই জন্যই আজ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি।"

বিজয়লাল ক্ষণকাল চিন্তা কোরে বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, আমি এ কথা শুনেছি বটে, কিন্তু সেটা ত অন্যায় বোধ হয় না। আমি স্বচক্ষে তহসিলের থোকা দেখেছি, আপনার নামে প্রথমাবধি এপর্য্যন্তও এক পয়সাও খাজনা জমা নাই।"

"আজ্ঞা, আমার জমী আপনাদের জমীদারীর সামিল বটে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নাখেরাজ। আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি তিন চারি পুরুষ সেই ভূমিসম্পত্তি নিষ্কর ভোগ কোরে গিয়েছেন। আপনার পিতৃব্য যখন এই জমীদারী খরিদ করেন, তখন তিনি এই সমস্ত কথা জ্ঞাত হয়েছিলেন। আপনি যদি দেখ্তে চান, সমস্ত দলিলদস্তাবেজগুলি আমি আপনাকে দেখাতে পারি; সঙ্গেই আছে, এই দেখুন।" অনাথ সিংহ এই কথা বোলে এক তাড়া জীর্ণ কাগজ বার কৈারে বিজয়লালের সম্মুখে রাখ্লেন। বিজয়লাল অনেকক্ষণ সেই দলিলগুলি একে একে দেখ্লেন।—দেখে কিছু চিন্তাযুক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, অনাথবাবু! এই জমী কি সমস্তই ক্রোক করা হয়েছে?"

অনাথ বিষন্নভাবে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, সমস্তই ক্রোক হয়েছে; আমার লোকেরা জমীতে কাজ কচ্ছিলো, বড়বাবু লোকজন সঙ্গে কোরে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"আমাদের জমীর সীমানার সঙ্গে আপনার জমীর সীমার কি কিছু গোলযোগ আছে?" বিজয়লাল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

"আজ্ঞা, আপ্নারা হলেন জমীদার,—সজাতি,—দলপতি,—আমরা কি আপনাদের সঙ্গে এরূপ অসদ্ব্যবহার কোত্তে পারি? কাগজপত্রে যে

রকম মাপ দেখ্লেন, সেই মতই জমী আমরা ভোগ দখল করি। পরন্তু দিলে এক কাঠাও অধিক হবে না।" অনাথবন্ধু নির্ভয়ে এই উত্তর দিলেন।

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখ্বেন; অনাথবন্ধু সিংহও ক্ষত্রিয়;—জমীদারের সজাতি।

"তবে কোনরূপ ভ্রম হয়ে থাক্বে। নতুবা আপনার সম্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ কর্বার কি প্রয়োজন?" বিজয়লাল এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, এই সকল দলিল আপনি দাদামহাশয়কে দেখান নি কেন?"

"আজ্ঞা, এই সব গুলিই আমি তাঁর হাতে দিয়েছিলেম, তিনি দেখ্লেন না, বরং আরো রাগ কোরে উঠ্লেন। তখনি আমি আপনার কাছে আস্ছিলেম, তাও তিনি আস্তে দিলেন না। দুর্ব্বাক্য বোলে বিদায় কোরে দিলেন। দুই তিন দিন আমি সাক্ষাৎ কর্বার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু বড়বাবু সাক্ষাৎ কোত্তে দেন নাই। সেই জন্যই আজ এই নির্জ্জন অবসরে অসময়ে আসা।" এই সব কথা বোলে অনাথবন্ধু নিস্তব্ধ হলেন।

বিজয়লাল সমস্ত শুনে বোল্লেন, "আমার বোধ হোচ্চে, এ কার্য্য ভ্রমক্রমেই হয়ে থাক্বে, তার আর সন্দেহ নাই। এর জন্য আর আপনি চিন্তিত হবেন না, দাদামহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, কল্য প্রত্যূষেই আপনার জমীগুলি খালাস দেওয়া যাবে। যদি কিছু বিশেষ তদারক আবশ্যক হয়, তাও কল্য সমাধা হবে। কোনো লোকের প্রতি অহিত আচরণ করা আমাদের ইচ্ছা নয়।"

আশ্বাস পেয়ে অনাথবন্ধু সে দিন বিদায় হলেন। তিনি প্রস্থান কোল্লে পর, বিজয়লাল বাহিরে এসে দেখ্লেন, বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। সেই সময় তিনি একবার জ্যেষ্ঠের গৃহের দিকে গেলেন। দেখ্লেন, পান্নালাল আর বলদেব কতকগুলি কাগজপত্র দেখ্চেন। তিনি তাঁদের নিকটে গিয়ে বোস্লেন। কথায় কথায় অনাথবন্ধুর কথা উঠ্লো। বিজয়লাল অনাথের জমীসম্বন্ধে দলিলে যে যে বিষয় দেখেচেন, সমস্তই তাঁদের বোল্লেন। পান্নালাল শেষের কথা শ্রবণ কোরে হেসে উঠ্লেন।

বোল্লেন, "হুঁঃ! ও সব লোকের চতুরতার বিষয় ত ভাই জানো না, ওরা অনেক খেল খেলে। অনাথের কয়েক খণ্ড নিষ্কর জমী আছে, বটে, কিন্তু সেই সামিলে অনেক মালের জমী দখল কোরে নিয়ে, বিনা খাজনায় ভোগ কচ্চে। আগে কেউ দেখ্‌তো না, শুন্‌তো না, যার যা মনে আস্‌তো, সে তাই কোত্তো। এখন নাকি রীতিমত দেখা শুনা হোচ্চে, সেই জন্যই ধূর্ত্তেরা নানাপ্রকার কৌশল আঁট্‌তে আরম্ভ কোরেছে। ধূর্ত্তের মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনেই তুমি ভুলে গিয়েছ, অন্তরের ভাব কিছুই জানো না। ধূর্ত্ত লোকের চাতুরী একপ্রকার ইন্দ্রজাল।"

বিজয়লাল বোল্লেন, সত্যই হোক্, আর চাতুরীই হোক্, কল্য প্রত্যুষে তদারক কল্লেই সব প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে। তদারকের কথা তাঁকে আমি বোলেও দিয়েছি। ভিতরে যদি প্রবঞ্চনা থাকে, তা হুলে অবশ্যই উচিত শাস্তি পাবেন।

পান্নালাল কনিষ্ঠের বাক্যে বিরক্তিভাব প্রকাশ কোরে বোল্লেন, "তুমি আবার তদারকের কথা বোলে দিয়েছ? তদারক আবার কি? আমি স্বয়ং তদারক না কোরেই কি সে সব জমী ক্রোক কোরেছি?"

বিজয়লাল কিছু কুণ্ঠিত হয়ে মৃদুভাবে বোল্লেন, "না, তার জন্য নয়, তবে যদি দৈবাৎ কোনরূপ ভ্রম হয়ে থাকে, সেই জন্যই বোলেছি, একবার তদারক কোরে দেখা আবশ্যক। তিনি স্বাভাবিক সরলতার বশেই এই কথাগুলি বোল্লেন, জ্যেষ্ঠ তাতে তুষ্ট হোলেন কি রুষ্ট হোলেন, সেটা ভেবে মনোমধ্যে এক তিলও সন্দেহ কোল্লেন না, কিন্তু পান্নালাল মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট;—কনিষ্ঠ সহোদরকে বিষম শত্রু বোলেই বিবেচনা কোল্লেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, পান্নালাল যদিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিপক্ষ, বিদ্বেষ্টা, তথাপি মুখে বলেন, বিজয়লাল আমার পরম স্নেহপাত্র। সেই কপটভাবে অন্তরের ভাব অন্তরে গোপন কোরে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "যদি তুমি তদারক কোত্তে চাও, ক্ষতি কি? কল্য প্রত্যুষেই তুমি যেও, কিন্তু দেখো, দুষ্টের চতুরতায় যেন ভুলো না।" বিজয়লাল সে কথায়

আর কিছু উত্তর না কোরে, বলদেব আর পন্নলাল যে সকল কাগজপত্র দেখ্‌ছিলেন, অনন্যমনে সেইগুলি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

পঞ্চম কাণ্ড।

প্রথম দর্শন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে একজন ভৃত্য সঙ্গে কোরে অশ্বারোহণে কাছারী-বাড়ী থেকে বিজয়লাল বেরুলেন। খানিক দূর গিয়ে পথিমধ্যেই অনাথ-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বিজয়লালের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিলেন, দূর হোতে দেখ্‌তে পেয়েই অগ্রসর হয়ে তাঁকে নমস্কার কোল্লেন। বিজয়-লাল প্রতিনমস্কার কোরে অশ্বপৃষ্ঠ হোতে অবরোহণ কোল্লেন। তদনন্তর অনাথের সঙ্গে নানা-প্রকার গল্প কোত্তে কোত্তে পদব্রজেই চোল্লেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরোধী জমীতে উপস্থিত। জমীগুলির তদারকে, স্থানের পরিমাপণে, বিশেষ বিশেষ চিহ্ন অন্বেষণে বেলা প্রায় ৮টা বাজ্‌লো।

তদারক সমাপ্ত হোলে পর অনাথবন্ধু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন মহাশয়, যা আমি বোলেছিলাম, সব সত্য কি না?"

বিজয়লাল বোল্লেন, সমস্তই সত্য। যে যে জমী আমি দেখ্‌লেম, সে সকলি আপনার, তার সঙ্গে আমাদের জমী এক বিন্দুও নাই। আপনার, সম্পত্তি অবশ্যই আপনি খালাস পাবেন। যদি একান্তই এখানে নিষ্পত্তি না হয়, তবে কাকাকে লিখে সমস্তই মীমাংসা কোরে দেব, তজ্জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমি স্বচক্ষে দেখে গেলেম, আপনার দখলি জমীগুলি যথার্থই নিষ্কর।"

অনাথবন্ধু পূর্ণ আশ্বাসে বিপুল আনন্দ অনুভব কোরে বিজয়লালকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। বিজয়লাল পুনরায় বোল্লেন, "অনেক বেলা

হয়েছে, কাজও শেষ হলো, আপনি আর বিলম্ব কোর্‌বেন না, আমিও চোল্লেম, আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে।"

এই কথা শুনে অনাথবন্ধু ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আমার একটী নিবেদন আছে। যদি এতদূর কষ্ট স্বীকার কোরে এ পর্য্যন্ত আগমন করা হলো, তবে একবার এই সুযোগে আমার বাড়ীতে পদার্পণ কোল্লে আমি চরিতার্থ হই।"

বিজয়লাল প্রথমে অস্বীকার কোল্লেন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারও অসম্মতি প্রকাশ কোল্লেন, শেষে অতিশয় আগ্রহ দেখে, অগত্যা তাঁকে অনাথের আকিঞ্চনে সম্মত হোতে হলো। অনাথ পুলকিতহৃদয়ে জমীদারের ভ্রাতুষ্পুত্র আর তাঁর ভৃত্যকে আদরপূর্ব্বক আপনার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

বাড়ী সেখান থেকে অধিক দূর নয়। পরস্পর নানারূপ কথাবার্ত্তায় অবিলম্বেই তাঁরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। বাড়ীখানি দোতালা, চক্‌মিলানো। অতি প্রশস্ত নয়, তাদৃশ সমৃদ্ধিশালীও নয়, কিন্তু একজন মধ্যবিধ ভদ্র গৃহস্থের বসবাসের সুবিধামত উপযুক্ত। অনাথের পরিবারও অল্প। সংসারে স্বয়ং, একটী বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আর একটী অবিবাহিতা কন্যা। তাঁর সহধর্ম্মিণী সেই একমাত্র কন্যাটী প্রসব কোরে সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ কোরেছেন। বনিতা-বিয়োগ-বিধুর অনাথ আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কন্যাটীকে লালন পালন কোরে সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন কোরে আস্‌ছেন। সংসারের কাজকর্ম্ম কর্‌বার জন্য দুজন দাসী, আর খাজনাপত্র আদায়ের জন্য একজন মাত্র সরকার। সুতরাং বাড়ীখানি অপ্রশস্ত হলেও, শৃঙ্খলামত সচ্ছন্দে অবস্থান কোত্তে কোন প্রকার অসুবিধা ছিল না।

অনাথসিংহ বিজয়লালকে আপনার বৈঠকখানায় নিয়ে গেল্লেন। ঘরটী যদিও খুব বড় নয়, কিন্তু চলনসই সাজানো। বৈঠকখানার নিকটেই অন্দর মহল। অন্দরের দিকে একটী দ্বার। সেই দ্বারে একখানি রং করা পর্দ্দা ঝুলানো। কিঞ্চিৎ দূরে, একপার্শ্বে একখানি পালঙ্কের উপর একটী সুপরিষ্কৃত শয্যা পাতা। অনাথসিংহ সেই পালঙ্কের উপর

বিজয়লালকে বসালেন। বসিয়ে, "প্রমীলা! প্রমীলা!" বোলে বারম্বার পরিচারিকাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। কোনো উত্তর পেলেন না। অন্তঃপুরের দিকের দ্বার দিয়ে, একটী অল্পবয়স্কা কুমারী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। সুসজ্জিত গৃহাবয়বের এতক্ষণ যে শোভা ছিল, এই নবীনা কামিনীর উদয়ে তদপেক্ষা চতুর্গুণ শোভা বৃদ্ধি হলো। চন্দ্রোদয়ে বিবিধ সুন্দর পুষ্পে পরিশোভিত উপবনের যেরূপ শোভা হয়, নীলাম্বুধির নীলজলে শশিকলা প্রতিবিম্বিত হোলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা।

কুমারীর বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। দেহ-লতায় নবীন যৌবন-কুসুমের সঞ্চার হোচ্চে। সুঠাম, কমনীয় কান্তি। অবয়ব নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। যেরূপ গঠনে স্ত্রীলোকেরা সুলক্ষণা হয়, এ কুমারীর গঠনে অবিকল সেইরূপ লক্ষণ বিরাজমান। বর্ণ দুধে আল্‌তা গোলা। ইদানী সৌখীন বিলাসিনীরা বিদেশী অনুকরণে কৃত্রিম রঞ্জনে অধর ওষ্ঠ আর কপোলদেশ সুরঞ্জিত কোরে, লোকের নিকটে সুন্দরী বোলে পরিচিত হন, এই নবীনা নায়িকার সেরূপ কৃত্রিম রঞ্জনে আবশ্যক ছিল না, স্বয়ং প্রকৃতিই তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থলকে অপূর্ব্ব শোভন রঞ্জনে সুরঞ্জিত কোরে রেখেছেন;—এক কথায়, তাঁর উভয় গণ্ডই আরক্তিম মাধুর্য্য গোলাপী আভায় সুরঞ্জিত; হাত-পা-গুলি সুডৌল, নিটোল, নিখুঁত,—অঙ্গুলী নখর, সুন্দর,—নখগুলি খুদে খুদে, ডোবো ডোবো, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। মুখখানি ঢল্‌ঢলে, হাসি হাসি, চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা, সুদীর্ঘ টানালো, যেন নীলপদ্মের ন্যায় কোমল কান্তিবিশিষ্ট, তারা দুটী সমুজ্জ্বল, চক্ষুর পক্ষ্মগুলি অঞ্জন-রেখার ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূযুগল নাসিকাগ্র থেকে ধনুকাকারে আকর্ণ পরিব্যাপ্ত;—বোধ হোচ্চে যেন, ললাটের অলকাগুচ্ছ পাছে সেই হরিণাক্ষীর সুনীল লোচন-যুগল আবরণ করে, এই ভয়েই ভ্রূলতারা উপরিভাগে গণ্ডীর ন্যায় পরিখাকারে অহর্নিশি প্রহরিতা কোচ্চে। নাসিকা বাঁশীর মত সরল,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর ঢল্‌ঢলে বদনকমলে যেরকম হোলে মানায়, ঠিক সেই রকম মানান সই। ঠোঁট দুখানি বেস পাতলা, ঈষৎ লোহিত বর্ণ। কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ অলকাদাম কাণের দুপাশে অল্প অল্প দুল্‌চে। মস্তকের কেশগুচ্ছ যেমন দীর্ঘ, তেমনি

নিবিড় ঘন;—সেই সুচারু কৃষ্ণ কেশের সুচারু কবরী চারুহাসিনীর বদন কমলের পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন কোচ্চে। মনোরম কণ্ঠদেশে তাঁর চারু তিনটী রেখা, সেই রেখাত্রয় কামিনী-কণ্ঠের অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। উরসে, চরণে, উরুদেশে, কটিদেশে, বাহুপাশে, প্রাচীন কবিগণের সুরচিত রূপরত্নের গৌরব রক্ষা হোচ্চে। রূপসী যদিও যুবতী, তথাচ তাঁর মুখ আর নয়নে অমল বালিকাভাব প্রকাশ পাচ্চে। সেই মুখ আর চক্ষু যেন সরলতা, নম্রতা আর পবিত্রতা মাখা। অঙ্গে অধিক অলঙ্কার নাই, কেবল কণ্ঠে একছড়া সোণার হার আর দুহাতে দুগাছি বালা। এই যৎসামান্য ভূষণেই মনোমোহিনীর অতি মনোমোহিনী শোভা। এই অপরূপ রূপ-গুণশোভিনী রমণী বর্ণিত গৃহস্বামী অনাথবন্ধুর একমাত্র কন্যা।—কন্যার নাম মনোরমা। পূর্ব্বে যে অনাথসিংহের অবিবাহিতা দুহিতার কথা উল্লেখ করা গিয়েছে, সেই অবিবাহিতা দুহিতাই এই মনোরমা।

মনোরমা ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেই পিতাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হ্যাঁ বাবা! কি হলো? ছোটবাবু কি বোল্লেন?" কন্যার কথায় উত্তর না দিয়ে অনাথসিংহ একটু মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন। সহসা বিজয়-লালের দিকে মনোরমার চকিত নেত্র নিপতিত হলো। যেমন নেত্রপাত, তখনি অমনি লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হয়ে লজ্জাশীলা দ্রুতপদে যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ কোল্লেন। অনাথ সিংহ পর্দ্দার নিকটে গিয়ে, "মা মনোরমে! প্রমীলাকে একবার এদিকে পাঠিয়ে দাও ত।" এই কথা বোলেই বিজয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে বোল্লেন, আজ আপনার তদারকে আস্‌বার কথা ছিল, কন্যাটী সে কথা জান্‌তো, সেই জন্য তাড়া-তাড়ি জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছিল। বড়বাবুর কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলে, আমার বিমর্ষভাব দেখে, উনি আমাকে যে কত রকম সান্ত্বনা বাক্য বোলেছিল, তা আর আপনাকে কি বোল্‌বো; বলে, বাবা! তুমি ভেবো না, ছোটবাবুর কাছে যাও, শুনেছি, তিনি অতি ভাল মানুষ, তাঁর দয়ার শরীর, তাঁর কাছে গেলেই তোমার ভাল হবে, তিনি আমা-দের ভাল কোর্‌বেন; ভাবো কেন? এই রকম কত কথাই বোলেছে, এইটুকু মেয়ে, আমারে কত কথাই বুঝিয়েছে। বালিকার সেই সব কথা

শুনে, সেই দারুণ মনস্তাপের সময়েও আমার হাসি পেয়েছিল। আজ আপনার আসা হবে শুনে আহ্লাদে নেচে উঠে, কখন আস্‌বেন, কি বৃত্তান্ত, আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন কি না, এই রকম কত কথাই আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা কোরেছে। এখন আমি বাড়ী এসেছি, সাড়া পেয়ে খবর জান্‌বার জন্য ছুটে এসেছিল। আহা! মেয়েটী আমার অত্যন্ত স্নেহময়ী।"

এই সব কথা শুনে বিজয়লাল প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ঐ মেয়েটী কি আপনার কন্যা?"

"আজ্ঞা হাঁ, ঐটীই আমার সংসারের একমাত্র রত্ন। ঐ মনোরমাই আমার প্রাণসমা কুমারী। ঐটী ভিন্ন আর আমার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই।"

অনাথের উত্তর শুনে বিজয়লাল বোল্লেন, "আহা! দিব্য মেয়েটী;—এমন রূপ আমি কোথাও দেখি নি। যথার্থ ওটী আপনার কন্যারত্নই বটে। কন্যাটীর—"

কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই প্রমীলা এলো।—প্রমীলা এই বাড়ীর দাসী।—অনাথসিংহ দ্বারের নিকটে গিয়ে পরিচারিকাকে চুপি চুপি কি কথা বোলে দিলেন, দাসী চোলে গেল।

অনাথ ফিরে এলে বিজয়লাল আপন অসমাপ্ত কথা পুনরুচ্চারণ কোরে বোল্লেন, "কন্যাটীর যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কি সরল পবিত্র দৃষ্টি!—কি মাধুরীময় লজ্জাশীলতা!—তা আপনি কোন্ ভাগ্যবানের হস্তে এই পবিত্র রত্নটী সমর্পণ কোরেছেন?"

"আজ্ঞা, আমার মনোরমার বিবাহ হয় নাই।"

অনাথের এই কথায় বিজয়লাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"বিবাহ হয় নাই!—কেন?—পরিণয়ের সময় ত পরিপূর্ণ হয়েছে, তবে এ পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় রেখেছেন কেন?"

"উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্চে না। সংসারে সবে আমার ঐ একটী মাত্র কন্যা, তাতে পরম স্নেহের পাত্রী, সুতরাং সুপাত্রে সম্প্রদান করাই আমার একান্ত অভিলাষ।" এই ইঙ্গিতে অনাথবন্ধু আপন মনের অভি-লাষ প্রকাশ কোল্লেন।

এই প্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার কথাবার্ত্তা হোচ্চে, এমন সময় প্রমীলা দ্বিতীয়-বার সেই ঘরের ভিতর এসে একখানি আসন পেতে কিছু জল খাবার সামগ্রী রেখে গেল। অনাথসিংহের আগ্রহাতিশয় দেখে, বিজয়লাল তাঁর অনুরোধ উপরোধ এড়াতে পাল্লেন না, কিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লেন। তার পর নানারূপ বাক্যালাপে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হলো, বিজয়-লাল বিদায় হোলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

প্রণয়-উপহার।

জগতে প্রণয় একটী দুর্লভ পদার্থ। কোনো বস্তুর সঙ্গেই প্রায় প্রণ-য়ের তুলনা হয় না। এই জন্যই প্রায় অনেকের মতে প্রণয় উপমারহিত। দয়া, মায়া, স্নেহ, ক্রোধ, লোভ যতপ্রকার মানসিক বৃত্তি বলুন, সকল বৃত্তিরই সময় নিরূপণ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রণয় পদার্থ কোন্ সময়ে কি প্রকারে যে মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, সেটী নিরূপণ করা এককালেই অসাধ্য। সকল প্রকার বৃত্তিই প্রায় মনুষ্যের ইচ্ছাধীন, কিন্তু প্রণয় তার বিপরীত। প্রণয়ে অভিলাষ আছে কি নাই, প্রতিজ্ঞা কোরে কোন ব্যক্তিই সে কথা বোল্‌তে পারেন না। উপরোধ অনুরোধেরও কার্য্য নয়। প্রণয় কোল্লেম বোল্লেই যেমন প্রণয় করা যায় না, কাকেও ভাল বাস্‌বো না বোলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলেও তেমনি প্রণয়ের বেগ রোধ করা সাধ্যের আয়ত্ত নয়। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী সংসারের মায়া ত্যাগ কোত্তে পারেন, চেষ্টা কোল্লে অপরাপর মনোবৃত্তিকেও সঙ্কোচ কোত্তে পারেন, কিন্তু হৃদয়ে একবার প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হোলে সহজে তার উন্মূ-লন করা বড় কঠিন। সেই অঙ্কুর ক্রমশঃ পল্লবদলে পরিবর্দ্ধিত হতে থাকে, ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট তরুরূপে পরিণত হয়।

বিরাগী সন্ন্যাসী সেই প্রণয়তরু ছেদন কোত্তে কোনরূপেই সমর্থ হন না। বরং প্রণয়ের জন্য সন্ন্যাসী হওয়ায় অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে, প্রণয় ত্যাগের জন্য যথার্থ সন্ন্যাসী অতি বিরল। কৈলাসনাথ সদাশিব ভগবতী গিরিজার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন, ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার প্রণয়ে মধু কুঞ্জে যোগিবেশ ধারণ কোরেছিলেন, ইদানী ভারতচন্দ্রের সুন্দর সুরূপসী বিদ্যার প্রণয়লাভাভিলাষে বর্দ্ধমানের রাজ-সভায় সন্ন্যাসী সেজেছিলেন, কিন্তু বিচ্ছেদের কামনায় প্রায় কেহই সন্ন্যাসী হোতে পারেন নাই।—সুতরাং প্রণয় একটী পরম দুর্লভ পদার্থ। সেই অনুপম পবিত্র প্রণয় আজ অলক্ষিতে এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় নায়ক বিজয়লালের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হৃদয় অধিকার কোল্লে। তিনি অনাথসিংহের বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে তুরঙ্গারোহণে কাছারীবাড়ীতে যাচ্চেন। যখন কাছারী থেকে আসেন, তখন হৃদয় স্বভাবমত স্বচ্ছই ছিল, যাবার সময় সেই স্বচ্ছদর্পণে একটী বিমল শোভাময় প্রতিবিম্ব পতিত হয়েছে। সেই প্রতিবিম্ব তিনি স্বয়ং স্পষ্টরূপে দেখ্‌তে পাচ্চেন।—সে প্রতিবিম্ব কিসের?—অধিকারীর অজ্ঞাতে কি প্রকারে হৃদয়মধ্যে বিম্বিত হলো?—তিনিই জানেন। কেবল হৃদয়ে নয়,—চারিদিকেই যেন সেই প্রেম প্রতীমা নিরীক্ষণ কোচ্চেন। প্রতিমাখানি কার?—মধ্যাহ্নকালে অনাথের বিরামকক্ষমধ্যে যে অনুপম রূপরাশি নেত্রগোচর কোরেছেন, যার সরল সলজ্জ নেত্রযুগল তাঁর নয়ন পুতলীতে একটীবারমাত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যার বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বর তাঁর কর্ণকুহরে একটীবারমাত্র প্রবিষ্ট হয়েছে, হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রতিমা সেই মনোমোহিনী বন্ধু-কুমারী—সুকুমারী মনোরমার।

মনোরমার প্রতি বিজয়লালের অকস্মাৎ প্রণয়রাগ-সঞ্চারের কারণ কি?—মুহূর্ত্তমাত্র দর্শনে অজ্ঞাতপ্রণয় পুরুষের অন্তরে অনুরাগ-সঞ্চার কেন হলো?—মুগ্ধস্বভাবা কুমারীর অনাঘ্রাত প্রেম অপরিচিত যুবার মানস-মন্দিরে সহসা কিরূপে প্রবেশ কোল্লে? নিজে প্রণয়ী আর স্বয়ং প্রণয় ভিন্ন এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? অপরের নিকট ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির আশা করাও যায় না। পাঠক মহাশয়! আপনার যদি কোনো

প্রকৃত প্রণয়ের পাত্র থাকে, তবে মনে মনে মনকে জিজ্ঞাসা করুন, এখনি সদুত্তর পাবেন,—"ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়, তাই ভালবাসি।"

বিজয়লাল অনন্যমনা হয়ে রূপসীর রূপরাশি চিন্তা কোত্তে কোত্তে কাছারীবাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেন। প্রাতঃকালের পরিভ্রমণে অতিশয় ক্লান্তি বোধ হয়েছিল, শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি কোরে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন। সে দিনের বিশ্রাম অন্য প্রকার;—রূপান্তরে অভিনব প্রণয়-চিন্তা।

দিন গেল,—রাত গেল,—চিন্তা গেল না। চিন্তায় চিন্তায় দিবা যামিনী অতিবাহিত হলো। দিবা আর নিশা, এই দুটীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ নাই, কিন্তু বিজয়লালের প্রণয়মুগ্ধ অন্তরে সেই দুটী যেন সখী হয়ে এসে তৃতীয় সহচরী চিন্তারে আলিঙ্গন কোল্লে। ফলকথা, বিজয়লালের সে দিন রাত দিন জ্ঞান ছিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে অনাথসিংহের ক্রোকী জমী উদ্ধার কোরে দেবার মানসে বিজয়লাল কাছারীতে গেলেন।—জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সেখানে দেখ্‌তে পেলেন না। বলদেবকে জিজ্ঞাসা কোরে উত্তর পেলেন, "তিনি আজ আর একটী তদারকে গেছেন, ফিরে আস্‌তে কিছু বিলম্ব হবে।"

জ্যেষ্ঠের প্রতীক্ষায় বিজয়লাল অনেকক্ষণ কাছারীতে বোসে রইলেন, কাছারী বরখাস্ত হবার সময় হলো, তখন পর্য্যন্তও পদ্মলাল প্রত্যাগত হোলেন না দেখে, সে দিনের মত হতাশাস হয়ে তিনি উঠে গেলেন।

আহারান্তে বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন কোরে সহসা তাঁর মনে হলো, "অনাথসিংহ আমারে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা কোল্লেন,—জল খাওয়ালেন,—তার উপযুক্ত কিছু প্রতিদান না করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না।" এইরূপ ভেবে বিছানা থেকে উঠে, সিন্দুকের চাবি খুলে একখানি চীনাপোতের বুটাদার বারাণসী শাড়ী বার কোল্লেন।—স্বকীয় পরিচারক রঘুরামকে ডেকে বোল্লেন, "দেখ্‌ রঘু! রূপার থালে কোরে এক থাল মিঠাই নিয়ে এই বস্ত্রখানি অনাথসিংহের বাড়ীতে দিয়ে আয়।"—"যে আজ্ঞা" বোলে রঘুরাম ভেট নিয়ে চোলে গেল;—বিজয়লাল একখানি পুস্তক পাঠ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সে দিনের পুস্তক

পাঠ,—নাম মাত্রই সার ;—মনঃসংযোগ হলো না ।—মন অন্য দিকে ।—কোন্ দিকে ?—সে কথা স্পষ্ট কোরে বল্‌বার অপেক্ষা নাই,—মন অন্য দিকে ।

বেলা অপরাহ্ন ।—পদ্মলাল যথাসময়ে তদন্তকার্য্য সমাধা কোরে বাসায় এলেন, বিশ্রামান্তে অনাথসিংহের জমীর তদারকে কি ফল হলো, জান্‌বার জন্য উত্তেজিতচিত্তে কনিষ্ঠের ঘরের দিকে গেলেন । যাচ্চেন, এমন সময় অর্দ্ধপথে অনাথ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো । অনাথ সিংহ নম্র-ভাবে তাঁরে নমস্কার কোল্লেন । প্রতিনমস্কার না কোরেই পদ্মলাল কঠোর স্বরে অত্যন্ত বিরক্তভাবে বোল্লেন, "কেন তুমি প্রত্যহ বিরক্ত কোত্তে এসো ? তদন্ত কোরে, বিবেচনা কোরে আমি যা স্থির কোরেছি, বিজয়-লাল কি তার অন্যথা কোত্তে পার্‌বে ?"

পদ্মলালের অপমান-বাক্যে অবমানিত হয়ে অনাথের মনে কিঞ্চিৎ ক্রোধের উদয় হলো । কিন্তু তিনি বিজয়লালের সৌজন্য আর শিষ্টাচার স্মরণ কোরে সেই আকস্মিক ক্রোধের বেগ আশু সম্বরণ কোল্লেন । স্বাভা-বিক নম্রস্বরে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আমি সে জন্য আসিনি । অদ্য কোন কারণে ছোটবাবুর সঙ্গে একবার দেখা কোত্তে এসেছি ।"

"আচ্ছা, চেষ্টা কোরে দেখ, ছোটবাবুকে যদি ভোলাতে পারো ।" তীব্র ত্রস্ত স্বরে এই কটী কথা বোলেই পদ্মলাল দ্রুতপদে নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলেন । কনিষ্ঠের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেন না । অনাথ সিংহ ভগ্নচিত্তে বিজয়লালের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন ।

বিজয়লাল পুস্তক পাঠ কোচ্ছিলেন, পদশব্দে দ্বারের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন । অনাথকে দেখেই ব্যস্তভাবে শয্যা থেকে উঠে সাদর-সম্ভাষণে তাঁরে আপন শয্যার উপর বসালেন । নমস্কার প্রতিনমস্কার বিনিময় হলো । অনাথসিংহ উপবেশন কোরেই বোল্লেন, "মহাশয়, আমি সামান্য লোক, উপঢৌকন পাঠিয়ে আমারে অপ্রস্তুত করা আপনার কি উচিত হয় ?"

কথার আভাসেই বিজয়লাল তাৎপর্য্য গ্রহণ কোত্তে পাল্লেন । একটু অপ্রতিভ হয়ে বোল্লেন, "দেখুন, আদান প্রদান বন্ধুতার কার্য্য । আপনি

আমারে সমাদর কোরে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা কোল্লেন, তার বিনিময়ে আমি কি আপনার কন্যার জন্য একটী সামান্য বস্তুও পাঠাতে পারি না? লৌকিক আচারে এই রকম ব্যবহার করাই সংসারী লোক-দের রীতি।"

বিজয়লালের অকপট সরলতায় অসীম প্রীতি অনুভব কোরে, অনাথ একটু হেসে বোল্লেন, "এই রকমেই কি প্রতিদান কোত্তে হয়? আপ-নার অনুগ্রহই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিদান।"

ঈষৎ হাস্য কোরে বিজয়লাল সকৌতুক মধুরস্বরে উত্তর কোল্লেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? যে রকমে লোকে প্রতিদান করে, আমার যদি সে রকমের কিছু অতিক্রম করা হয়ে থাকে, ভাব্বেন, সেটী মিত্রতার অনুরোধ।"

"তা হলেই ত অপ্রস্তুত করা হলো।"

"কি রকম?"

"কেন? আমরা হলেম ক্ষুদ্রপ্রাণী, আপনি হোলেন রাজ্যেশ্বর রাজা, একদিন আমি আপনারে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সামান্য অভ্যর্থনা কোরেছি বোলে, তখনি তখনি উপহার প্রেরণ করা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

অনাথের এই কথা শুনে, ঈষৎ-হাস্য মুখে বিজয়লাল উত্তর কোল্লেন, "মিত্রতার বিনিময় মিত্রতা। সচরাচর গৃহস্থ আশ্রমের নিয়মই এই। সকলেই এইরূপ কোরে থাকে;—সে জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। আপনার কন্যাকে যা যৎকিঞ্চিৎ আমি দিয়েছি, সেটী আপনি অকপট বন্ধুত্বের প্রতিপুরস্কার বিবেচনা কোর্‌বেন।"

"বার বার আপনি বন্ধু বোলে সম্বোধন কোচ্চেন, কিন্তু আমি সে সম্বোধনের যোগ্য ব্যক্তি নই, বরং আপনার কথায় বারম্বারই আমি লজ্জিত হোচ্চি।" অনাথসিংহ এই কটী কথা বোলে সলজ্জভাবে মস্তক অবনত কোল্লেন।

নয়নে, বাক্যে আর আকার ইঙ্গিতেই লোকের মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। বিজয়লাল বুঝ্‌লেন, অনাথসিংহ যথার্থই লজ্জা পেয়েছেন। মৃদুমধুর বচনে বোল্লেন, "যোগ্য অযোগ্য আপনি যা বোল্‌চেন, সেটী

সঙ্গত হোচ্চে না। আপনি আমার যোগ্য ব্যক্তি নন, এও কি একটা কথা! আপনি হোলেন আমাদের জাতির শিরোমণি, শ্রেণী-শ্রেষ্ঠ, কুলীন-রত্ন, আপনার—"

কথার উপর কথা দিয়ে বিজয়লালকে নিরুত্তর কোরে অনাথসিংহ সবিনয়ে বোল্লেন, "সত্যই যদি আপনি আমারে বন্ধু বোলে বিবেচনা কোরে থাকেন, আমি কৃতার্থ হলেম, এখন আমার উচিত, যথোপযুক্ত মিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করা। সে মর্য্যাদা নিরবচ্ছিন্ন আপনার অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর কোচ্চে। বন্ধু কখনই বন্ধুর উপরোধ লঙ্ঘন কোত্তে পারেন না। আমার অনুরোধ, আগামী কল্য প্রাতঃকালে আপনি আমার আলয়ে পদার্পণ করেন; একান্ত অভিলাষ, সেইখানেই আপনার আহারাদি হয়।"

দ্বিরুক্তির, অনভিমতির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা বিরল। চিত্তপটে চিত্রিত পুতলীটী যেখানে বিরাজমান, সেই গৃহেই আমন্ত্রণ। সাক্ষাৎ লাভের এমন অবসর ইচ্ছামত সংঘটন হয় না। পাকেপ্রকারে সেই যোজনা উপস্থিত। সুতরাং অসম্মতির অগ্রে উৎসাহ আর অনুরাগ উত্তেজক হয়ে অসম্মতি প্রকাশ কোত্তে দিলে না। বিজয়-লাল সম্মত হোলেন। যে বস্তু দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত ব্যাকুল, সেই বস্তু দেখাবার জন্য যদি কেউ আকিঞ্চন কোরে অগ্রবর্ত্তী হয়,—সেই বস্তু দেখাবার জন্য যদি কেউ আদর কোরে লক্ষ্য স্থলে নিয়ে যায়, তা হলে অনুরাগীর মনে যেমন সুবিমল আনন্দ জন্মে, মনোরমা-দর্শন-লালসা বল-বতী হওয়াতে বিজয়লালের মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হলো, বলা বাহুল্য। মৌন দ্বারাই সম্মতি সূচিত হলো। তাঁর সম্মতি দেখে প্রহৃষ্ট-চিত্তে অনাথসিংহ সে দিন বিদায় গ্রহণ কোল্লেন; স্বয়ং অগ্রণী হয়ে লয়ে যাবেন, সে কথাও বোলে গেলেন। বিজয়লালের মনে অতুল আনন্দ।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী অশ্বে আরোহণ কোরে বিজয়লাল পাটনার বাজারের দিকে একাকী বহির্গত হলেন। সন্ধ্যার পরে কতক-গুলি সুবর্ণ অলঙ্কার ক্রয় কোরে বাসায় ফিরে এলেন। রাত্রিকাল পূর্ব্ব-মত প্রণয়ানুরাগে—প্রণয়চিন্তায় অতিবাহিত হলো। রজনীপ্রভাতে

সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাত্রোত্থান কোল্লেন। দুই দণ্ড, চারি দণ্ড, ছয় দণ্ড বেলা অতিক্রান্ত হলো। যে সকল কাজ না কোল্লে নয়, বিমনস্ক ভাবে সেইগুলি সম্পাদন কোল্লেন। এক প্রহরের পর অনাথসিংহ উপস্থিত। অন্য অন্য কথোপকথনে অধিকক্ষণ তাঁরে ব্যাপৃত না রেখে, উভয়ে একত্রে বাসা থেকে বেরুলেন।

যথাসময়ে উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। বিজয়লালকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়ে অনাথসিংহ একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেন। বিজয়লাল তাঁর কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে, বাতায়নের নিকটে গিয়ে মধ্যাহ্নকালীন প্রকৃতির শোভা অবলোকন কোত্তে লাগ্‌লেন।

ক্ষণকাল পরেই মনোরমাকে ভুস্বামিদত্ত বারাণসী শাড়ীখানি পোরিয়ে সঙ্গে কোরে নিয়ে, অনাথসিংহ বৈঠকখানায় এলেন। মুহূর্ত্তকাল অবলোকন কোরে বিজয়লাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমি ভেবেছিলেম, কাপড়খানি হয় ত ছোট হবে, তা হয় নি, বেশ মানিয়েছে। কিন্তু সুধু কাপড়খানিতে এই রকম সুন্দর অবয়বের উপযুক্ত শোভা হোচ্চে না। দেখি দেখি—" এই পর্য্যন্ত বোলে আপনার গাত্রবসনাবৃত একটী ক্ষুদ্র পেটিকা থেকে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার বার কোরে অনাথকে বোল্লেন, "এই অলঙ্কার কখানি মনোরমার অঙ্গে পোরিয়ে দিয়ে দেখুন দেখি, সুবর্ণপ্রতিভায় সুবর্ণ প্রতিমার কেমন শোভা হয়।"

অনাথসিংহ চমৎকৃত হয়ে বিজয়লালের মুখের দিকে কুতূহল দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন;—বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোল্লেন না। মনোগত ভাব বুঝে বিজয়লাল পুনরায় বোল্লেন, "আর কিছু নয়, সেদিন আমি আপনার কন্যার অঙ্গে অধিক অলঙ্কার দেখি নাই, কন্যাটী পরম সুন্দরী, না জানি অলঙ্কার পরালে কেমন শোভাই হবে, সেই শোভা দেখ্‌বার জন্যই এগুলি আনা হয়েছে, আপনি পোরিয়ে দিন,—একবার সাজিয়ে দিন,—দেখি কেমন সুন্দর দেখায়।"

অনাথসিংহ অতি চতুর লোক। বিজয়লালের সুকৌশল বাক্যে, সানুরাগ নয়নভঙ্গীতে আর অযাচিত বহুমূল্য আভরণ বিতরণে তাঁর মনোভাব অক্লেশেই অনুভব কোত্তে পাল্লেন; সেই অনুভবে তাঁর হৃদয়ে একটী

নূতন আশা অঙ্কুরিত হলো। ভাব্লেন, বিজয়লালসিংহ রূপে, গুণে, ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বংশমর্য্যাদায়, সকল বিষয়েই মনোরমার উপযুক্ত পাত্র। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুপাত্র যদি কেবল আমার কন্যার রূপ-মাধুরীতেই আকৃষ্টচিত্ত হয়, তা হলে এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কি? প্রজাপতি যদি এমন সুমিলন করে দেন, এর চেয়ে আর শুভাদৃষ্ট কি হতে পারে? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোরে, সহাস্যবদনে বিজয়-লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহাশয়! আপনি এনেছেন, আপনিই পোরিয়ে দিন। মা মনোরমে! হাত দুখানি বাড়িয়ে দাও ত মা!"

মনোরমা লজ্জায় অধোমুখী। সর্ব্বাঙ্গ বসনে আবৃত কোরে, পিতার মুখপানে একবার চেয়ে শ্লথপদে অন্দরের দ্বারাভিমুখে গতিশীলা হোলেন। অনাথসিংহ তাঁর গমনে বাধা দিয়ে কোমল করপল্লব ধারণ কোরে,বোল্লেন "লজ্জা কি মা! ইনি জমীদার, ভূস্বামী, আদর কোরে গহনাগুলি এনেছেন, তোমার গায়ে পোরিয়ে দেবেন, তাতে আর লজ্জা কি? এই কথা বোলে কন্যার হাত ধোরে বিজয়লালকে বোল্লেন, "আসুন, আপ-নিই পোরিয়ে দিন।"

মনোরমা অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে লজ্জাবিনম্রমুখে মস্তক নত কোরে জড়-সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্লেন, বিজয়লাল পুলকিত অন্তরে এক একখানি কোরে সমস্ত অলঙ্কার মনোরমার সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভূষিত কোরে দিলেন। মোহিনীর মনোমোহিনী কান্তি অলঙ্কার-দীপ্তি-প্রভাবে চতু-র্গুণ সমুজ্জল হলো। উপবন-লতায় নবকুসুমের সঞ্চার হোলে যেমন রমণীয় শোভা হয়, কাঞ্চনপ্রতিম মনোরমার কমনীয় অঙ্গে সেই সকল কাঞ্চনাভরণ সেই প্রকার অনুপম শোভা সুবিকাস কোত্তে লাগ্লো।

সুবর্ণ-অলঙ্কারে মনোরমার মোহিনী মূর্ত্তি পরম সুশোভিত দেখে, অনাথসিংহকে সম্বোধন কোরে বিজয়লাল ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "দেখুন দেখি, কেমন অপূর্ব্ব শোভা হলো! ঠিক যেন স্বর্গের বিদ্যাধরীর মতন দেখাচ্চে। আপনার কন্যাটী পরম রূপবতী! সচরাচর স্ত্রীলোকেরা রূপ-লাবণ্যের গৌরব বৃদ্ধি কর্বার জন্য অলঙ্কার ব্যবহার করে, কিন্তু আপনার কন্যার গায়ে উঠে অলঙ্কারগুলিরই গৌরব বৃদ্ধি হলো!"

অনাথসিংহ একটু হাস্‌লেন। মনোরমা ঘরে প্রবেশ কোরে অবধিই সুশীলা-সুলভ লজ্জায় নম্রমুখী হয়ে ছিলেন, এখন বিজয়লালের মুখে আপনার রূপমাধুরীর প্রশংসা শুনে আরো লজ্জিতা হোলেন। লজ্জাবনত বদনেই ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে যবনিকার অন্তরালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মনোরমা সোরে গেলে পর অনাথসিংহ বিজয়লালকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলেই আপনি যদি মহামূল্য দ্রব্য প্রদান করেন, তা হলে আপনারে নিমন্ত্রণ করাই আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট।"

বিজয়লাল কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বোল্লেন, "না, বার বার এরূপ হবে না, তবে কি না, যথার্থ সুন্দরী কামিনীকে অলঙ্কার পরালে কেমন দেখায়, সেইটী দেখ্‌বার জন্য মনে বড় ইচ্ছা ছিল, তাই আজ দেখ্‌লেম।"

অনাথ আর কিছু বোল্লেন না। আহারাদির পর অন্য অন্য কথাবার্ত্তায় বেলা প্রায় অবসান হয়ে এলো, দিনকরের প্রখর কর ক্রমশই প্রশান্ত। বিজয়লাল বাসায় গমনের জন্য অনাথসিংহের নিকট বিদায় চাইলেন। মধ্য অবসরে দুই তিন দণ্ড অতীত। নবীন-প্রণয়বিমুগ্ধ মনোরমা-বিরহ-ব্যাকুল বিজয়লাল অশ্বারোহণে, আর কমলিনীবিরহ-ব্যাকুল দিনমণি বিমানারোহণে স্বস্বস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। উভয়েরই অন্তরে রজনী প্রভাতে প্রিয়াসমাগমের প্রত্যাশা।

সপ্তম কাণ্ড।

মানাভাব-প্রকাশ।

প্রণয়-অঙ্কুর দিন দিন পরিবর্দ্ধিত। স্বদেশের পূর্ব্ব বন্ধুবান্ধবগণকে একপ্রকার বিস্মিত হয়ে নব প্রণয়ের অনুধ্যানেই বিজয়লাল দিনযামিনী

নিমগ্ন। মিত্রভাব অপ্রশস্ত কোরে নবীন প্রণয়ভাব প্রণয়ীর হৃদয় অধিকার কোল্লে। প্রথম প্রথম তিনি অবকাশ পেলেই অনাথের বাড়ী যেতেন, ক্রমে ঘন ঘন গতিবিধি আরম্ভ হলো। তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করা অনাথসিংহের অভিপ্রেত। তিনি বিজয়লালকেই মনে মনে আপন তনয়ার উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন কোরেছিলেন, সুতরাং ঘন ঘন ঘনিষ্ঠতায় তাঁর সঙ্গে আরো অধিক আত্মীয়তা বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। ঘনিষ্ঠতায় আত্মীয়তা, আর আত্মীয়তায় স্নেহমমতা ও বাৎসল্যের সমুদ্ভব। বিজয়লাল ক্রমে অনাথসিংহের স্নেহমমতার পাত্র হোলেন। এক পরিবারের স্থায় অবাধে অন্তঃপুরেও গতিবিধি কোত্তে লাগ্‌লেন।

একদিন অপরাহ্নে অনাথসিংহ আপনার বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন, মনোরমা পদতলে বোসে পিতার পদসেবা কোচ্চেন। অনাথসিংহ বিজয়লালের কথা উত্থাপন কোরে দুহিতাকে দুটী একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, লজ্জাশীলা মনোরমা একটী কথারও উত্তর দিচ্চেন না। লজ্জায় এক একবার হস্ত সঙ্কোচ কোরে নম্রমুখী হোচ্চেন, আবার পিতার মৌনাবসরে পূর্ব্বমত পদসেবায় নিযুক্ত হোচ্চেন; পিতা যখন আবার বিজয়লালের কথা উত্থাপন করেন, সুশীলা বালিকা তখনি আবার লজ্জায় হস্ত সঙ্কোচ কোরে নতমুখী হন; একটী কথারও উত্তর দেন না। হঠাৎ বিজয়লাল সেইখানে এসে উপস্থিত।

এই যে! নাম কোত্তে কোত্তেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন, এইখানে এসে বসুন।" অনাথসিংহ এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বিছানা থেকে উঠে বিজয়লালকে সাদর অভ্যর্থনা কোরে সেই বিছানার উপর বসালেন।

বিজয়লাল উপবেশন কোরেই প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমার নাম হোচ্ছিল কেন মহাশয়?"

"না, এমন কিছু নয়, তবে কি না, আপনার সরলতা আর সৎস্বভাবের কথা মনোরমার কাছে গল্প কোচ্ছিলেম।" অনাথসিংহ এই কটী কথা বোলে মনোরমার দিকে একবার চাইলেন।—মনোরমা যে রকমে যে কথাগুলি শুনে হাত গুটিয়ে বোস্‌ছিলেন, হাস্‌তে হাস্‌তে বিজয়লালকে

সেইগুলি একে একে বোল্‌তে লাগ্‌লেন।—মনোরমা লজ্জা পেয়ে উঠে যাবার উপক্রম কোল্লেন, বাধা দিয়ে অনাথ তাঁরে বোল্লেন, "কেন মা! উঠ্‌চো কেন?—এই খানে বোসো।—আমি একটীবার বাড়ীর ভিতর থেকে আসি, তুমি এইখানে বোসো।—ছোটবাবু একাকী থাক্‌বেন,—সেটী ভাল হয় না, তুমি এঁর সঙ্গে ততক্ষণ ছুটী একটী গল্প করো, আমি এলেম বোলে।" কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে, বিজয়লালকে সাদর বাক্যে ক্ষণকাল প্রতীক্ষার উপরোধ জানিয়ে, অনাথসিংহ কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে সে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

গৃহ কিছুক্ষণ নিঃশব্দ। বিজয়লাল আর মনোরমা নিঃশব্দে বোসে আছেন; দৃষ্টি কখন চঞ্চল,—কখন অচঞ্চল;—কে আগে কথা কবেন, কে আগে কি বোল্‌বেন, স্থির কোত্তে পাচ্ছেন না। কিঞ্চিৎ পরে বিজয়লাল মৌন ভঙ্গ কোরে মনোরমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হ্যাঁ মনো-রমা! তোমার পিতা আমার কথা কি বোল্‌ছিলেন?"

মনোরমা সলজ্জভাবে নতমুখে অতি মৃদু কোমলস্বরে একটী একটী কোরে উত্তর দিলেন, "এই—আপনার—সব—গুণের—কথা।"

মনোরমার সঙ্গে বিজয়লালের নির্জ্জন সন্দর্শন এই প্রথম।—আপনার কথার উত্তরে মধুমতীর মধুর ধ্বনি শ্রবণও তাঁর এই প্রথম। এর আগে পরস্পর দেখাশুনা হয়েছে, চোখোচোখীও হয়েছে, বাণীবিনিময় হয় নাই; সুতরাং লজ্জাবতীর লজ্জাবনত মুখে ঐ কটী মধুর বাক্য শুনে প্রণয়ীর প্রণয়লোলুপ হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দলহরী প্রবাহিত হলো; অন্তঃ-করণ যেন প্রেমামোদে নেচে উঠ্‌লো,—মুখে সে ভাব ব্যক্ত হলো না; সকৌতূহলে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—সে মধুমাখা স্বর একবার শুন্‌লে পুনঃ পুনঃ শ্রবণপিপাসা বৃদ্ধি পায়,—সুতরাং সকৌতূহলে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তিনি আর কি বোল্‌ছিলেন মনোরমা?"

পূর্ব্ববৎ কোমল মধুর স্বরে, উত্তর হলো, "আর এই কথা বোল্‌ছিলেন যে,—কাল আপনি আস্‌বেন বোলেছিলেন, আসেন্ নি।"

বিজয়লাল একটু নিস্তব্ধ। সুস্নিগ্ধ দর্শনে মনোরমার লজ্জাবিনম্র বদনকমল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে যেন কি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন।—

কি সে চিন্তা ?—কে বোল্‌বে ?—পরক্ষণে চকিত হয়ে বোল্লেন,—"হ্যাঁ, আস্‌বার কথা ছিল বটে, কিন্তু নানা রকম কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝটে ব্যস্ত ছিলেম, নইলে—"

বিজয়লালের কথা সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই মধুরভাষিণী মধুর স্বরে বোল্লেন, "কাজকর্ম্ম সেরে অবকাশ পেলে, অনুগ্রহ কোরে এক এক বার আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে পারেন না ! সকলেই আপনারে দেখ্‌তে ভালবাসে। রোজ রোজ আপনার কথা পড়ে।—রোজ রোজ আপনাকে দেখ্‌তে পেলে সকলেই সুখী হয়।"

বিজয়লাল একটু হেসে বোল্লেন, "রোজ রোজ যদি অবসর না পাই, তা হলে কি হবে মনোরমা ? তোমাদের বাড়ীর সকলে কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন ?"

মনোরমা জিব কেটে উত্তর কোল্লেন, "না,—না,—অসন্তুষ্ট হবে না,—দেখ্‌তে পেলেই সুখী হবে। বাবা আপনারে বড় ভালবাসেন।"

"আর তুমি ?"

"আমারো আহ্লাদ হয় বৈ কি !"

বিজয়লাল একটু হাস্‌লেন। সে কথায় তখন আর কিছু উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, মনে কর যেন আমি প্রত্যহই এলেম, তাতেই বা তোমার আমোদ হবার সম্ভাবনা কি ? তুমি কুমারী,—বিবাহ হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে ত আর আমার সাক্ষাৎ হবে না।"

স্বভাবসুলভ লজ্জায় মনোরমার নয়নযুগল আকুঞ্চিত হলো।—অবনত বদনে তড়িতের ন্যায় চকিত ভাবে বিজয়লালের মুখের দিকে একবার চেয়ে, মৃদুস্বরে—মৃদু অথচ ত্রস্তস্বরে বোল্লেন,—"আমার বিবাহ হবে না।"

"বেশ !—এ স্বংকল্প মন্দ নয় !"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটু হেসে বিজয়লাল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর যদি তোমার পিতা ইচ্ছা কোরে তোমারে পাত্রস্থ করেন, তা হোলে কি হবে ?"

"বাবা তা কখনই দিবেন না।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সরলা বালিকা কাপড়ের ছিলেগুলি একে একে গুণ্‌তে লাগ্‌লেন ;—সে

সময় সরলার সরল নয়নে এক প্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রতিভাত হলো।

সেই ঈষৎ লজ্জিত, আলোহিত বদনে একটীবার মাত্র কটাক্ষপাত কোরে বিজয়লাল যেন একটু রহস্য স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মনোরমা! তুমি পরম রূপবতী,—তোমার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ কোত্তে অভিলাষী হয়, তা হলে তুমি কি করো?"

লজ্জানম্রমুখী মনোরমা লহমামাত্র নিরুত্তর।—তখনি তখনি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "বাবা তাতে কখনই সম্মত হবেন না।"

"আর যদি আমিই তোমারে বিবাহ কোত্তে চাই?"

বিজয়লালের এই আকস্মিক প্রশ্নে লজ্জাবতীর লজ্জাবিনম্র বদন আরো অবনত, সেই অবনত কপোলদ্বয়ে রক্তিম আভা,—এককালে মৌন, মুখে আর বাক্য নাই।

বিজয়লাল সেই মুগ্ধস্বভাবার বিমুগ্ধ বদনে একদৃষ্টে নেত্রপাত কোরে সানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তা হলে কি হবে?"

উত্তর নাই। বিজয়লাল বার বার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন; বার বার নিস্তব্ধ, নিরুত্তর, ক্রমশঃ অধিক লজ্জার আবির্ভাব। অবশেষে অতি-কষ্টে অস্পষ্টভাবে নম্রমুখীর নতমুখে "তা আমি কি জানি,—বাবা জানেন।" এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এই উত্তরে বিজয়লাল একটু হেসে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি? এই যে তুমি বোল্‌ছিলে, তোমার বিবাহ হবে না, তোমার পিতা বিবাহ দিবেন না, আমার 'বাবা জানেন' এ কথাটী কেমন হলো?"

মনোরমার সলজ্জ মুখমণ্ডল আরো অবনত হয়ে মাটীর দিকে একটু ঝুঁকলো।—লহমামাত্র এই ভাবে থেকে—"পিসীমা বুঝি ঐ ডাক্‌ছেন।" অতি ধীরে ধীরে এই কটী কথা বোলে মনোরমা সেখান থেকে উঠে অন্তঃ-পুরের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য।

মনোরমা বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন। বিজয়লাল একাকী সেই ঘরে বোসে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। এই চিন্তা,—আমি যেমন

মনোরমারে মনে মনে ভালভাসি, মনোরমা কি যথার্থই আমারে সেইরূপ ভালভাসে? কথাগুলি যেরূপ শুন্‌লেম, তাতে সেই মুগ্ধভাবই জাগ্রত স্বপ্নের ন্যায় সহসা অন্তঃকরণে উদয় হয়। আরো মনোরমা বোলেছে 'আমার বিবাহ হবে না'—আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে আবার বোলেছে, 'পিতা কখনই বিবাহ দিবেন না।' এতে কোরে আমার উপরেই যেন তার সপ্রণয় অনুরাগ অনুভব হোচ্চে। এইরূপ ভাব্‌চেন, এমন সময় অনাথ-সিংহ প্রবেশ কোল্লেন।—মনোরমা আর বিজয়লালের মনোগত ভাব পরীক্ষা কর্‌বার জন্য এতক্ষণ তিনি একটু অন্তরালে থেকেই উভয়ের বাক্যালাপ শ্রবণ কোচ্ছিলেন, আশালতা ফলবতী হবার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখে অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরেই সবিস্ময়ে বিজয়লালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি?—আপনি যে একাকী?

বিজয়লাল অন্যমনস্ক ছিলেন, অকস্মাৎ অনাথসিংহের স্বর শুনে তাঁর চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হলো,—হৃদয়ের ভাব গোপন কোরে, ত্রস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে বোল্লেন,—"আজ্ঞা না,—একাকী ছিলেম না, আপনার কন্যা এতক্ষণ আমার কাছে বোসে ছিলেন, এই মাত্র তিনি বাড়ীর ভিতর যাচ্চেন। আহা! আপনার কন্যাটী যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। এতক্ষণ আমার সঙ্গে কত রকম মিষ্টি মিষ্টি গল্প কোচ্ছিলেন।"

অনাথসিংহ একটু হাস্‌লেন। তার পর সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অপ-রাপর কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগ্‌লো।—কথার কৌশলে বিজয়লাল একটু পরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মহাশয়! আপনার দুহিতার পরিণয়পাত্র কোথাও কি স্থির করা হয়েছে?"

"আজ্ঞা, কথাবার্ত্তা কোথায় স্থির হয় নি, কিন্তু মনে মনে স্থির করা হয়েছে।"

অনাথের এই সকৌশল উত্তর শুনে বিজয়লাল সাগ্রহে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথাও স্থির করা হয়েছে মহাশয়?"

অনাথসিংহ চিন্তার অবসব ত্যাগ কোরেই উত্তর দিলেন, "এই নিকটেই।"

"নিকটে,—এই পাটনাতেই কি?"—প্রশ্ন কোরেই বিজয়বাবু সোৎসুক নয়নে অনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লেন।

"পাটনাতেই বটে,—কিন্তু আরো নিকটে। এই ঘরের মধ্যেই।"

অনাথসিংহের চুম্বক উত্তর শুনেই তাঁর বচনচাতুরীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিজয়লাল হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পাল্লেন।—সমুজ্জ্বল নেত্রপুটে তাঁর স্বাভাবিক লজ্জার সমুজ্জ্বল আভা বিকসিত হলো।

"কেমন?—সেই পাত্রটীকে আপনি কেমন বিবেচনা করেন?" অনাথসিংহের এই প্রশ্নে কি উত্তর দিবেন, নির্ণয় কোত্তে না পেরে বিজয়লাল নিরুত্তর হয়ে থাক্‌লেন;—অন্তঃকরণে প্রমোদ-লহরী ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। মুহূর্ত্ত পরে সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন, "আপনার কন্যা, আপনার মতেই মত।"

"আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ,—উপযুক্ত সৎপাত্রেই কন্যাটী সমর্পণ করি। মনে মনে আপনাকেই আমি উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেছি। কিন্তু আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে? আপনি হোলেন মহদ্‌বংশোদ্ভব, আমরা হোলেম অতি সামান্য লোক,—আপনি কি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কোত্তে সম্মত হবেন? এ সম্বন্ধে আপনার পিতৃব্যমহাশয়ের কি অভিমত হবে? ফলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এইটী যদি সংঘটন হয়, তা হলে আমি চরিতার্থ হই।"

অনাথসিংহের মনোগত পরিষ্কার ভাব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম কোরে বিজয়লাল সহর্ষে সলজ্জভাবে সম্মত হয়ে তৎকালোচিত প্রস্তাবের সমুচিত সদুত্তর দিলেন। ক্ষণকাল সেই সম্বন্ধে যথাসম্ভব কথাবার্ত্তার পর তিনি সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। মনোরমার মনোরম চিত্রপট তাঁর সপ্রণয়-স্বচ্ছ চিত্তপটে পূর্ব্বহতেই সমুজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছিল, এখন অনাথসিংহের এই অনুকূল অভিমতিতে সেইখানির প্রভা যেন আরো দ্বিগুণ প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌লো। মনোরমাপ্রাপ্তির আশা বলবতী হলো।—এখন আর আশা নয়,—নিশ্চয় লাভ!!

বিজয়লাল বাসায় ফিরে এসেই কাশীর একটী বন্ধুকে উপস্থিত বিষয় সমস্ত জ্ঞাপন কোরে একখানি পত্র লিখ্‌লেন। মনোমত ললিত কোমল

শব্দে বার বার মনোরমার গুণ ব্যাখ্যা কোত্তেই পত্রখানি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তথাপি মনোগত সমস্ত কথা শেষ হলো না। এমন কি, অসীম আনন্দে বিহ্বল হয়ে, মনোরমা যে কে, সে বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লিখ্‌তেও ভুলে গেলেন।

অষ্টম কাণ্ড।

বাগ্‌দান।

প্রণয়ীর মন সর্ব্বদাই প্রণয়চিন্তায় ব্যস্ত। বিজয়লাল এখন প্রণয়ী; তাঁর সমস্ত হৃদয়ই প্রণয়ের মনোহর স্বপ্নে অধিকৃত; সুতরাং অনাথ-সিংহের জমীঘটিত গোলযোগের বিষয় এতদিন একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলেন। অনাথও তাঁকেই জামাতা বোলে বরণ কোরেছিলেন, ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তিই তাঁর হবে, যদি সমস্ত গোলযোগ চুকে যায়, তা হলেও জমীগুলি বিজয়লালের, না চুক্‌লেও বিজয়লালের, এই বিবেচনা কোরে তাঁকে আর সে বিষয়ে কিছুই বলেন নি। কাজেকাজেই জমী-ঘটিত কথা একপ্রকার চাপা পোড়ে ছিল। যখন বিজয়লালের সহিত পদ্মলালের সাক্ষাৎ হয়, হয় ত তখন কিছুই মনে থাকে না, যখন মনে থাকে, হয় ত তখন সাক্ষাৎ হয় না, এইরূপে কিছুদিন নিষ্ফলে অতিবাহিত।

বিজয়লাল যেদিন কাশীতে পত্র লেখেন, তার প্রায় এক সপ্তাহ পরে একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারাদি কোরে সকলেই নিজের নিজের স্থানে বিশ্রাম কোচ্চেন, এমন সময় সহসা অনাথের বিষয়টী তাঁর মনে পোড়ে গেল, তাড়াতাড়ি জ্যেষ্ঠের ঘরে গেলেন। পদ্মলাল বিশ্রামার্থ নিজের শয্যায় শয়ন কোরে ছিলেন, নিদ্রিত হন নি, কনিষ্ঠকে দেখেই উঠে বোসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বিজয়! খবর কি?"

বিজয়লাল ধীরে ধীরে শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন কোরে নম্রভাবে বোল্লেন, "নূতন বিষয় কিছুই নয়, তবে অনাথসিংহের গোলযোগটা বহু-দিন হোতে পোড়ে আছে, যদি সেটা মিটিয়ে দেন।"

কনিষ্ঠের কথায় পদ্মলাল একটু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "তার আর মিট্‌মাট কি?—যে সব দেনাপত্র আছে, চুকিয়ে দিলেই জমী ছেড়ে দেওয়া যায়।"

বিজয়লাল ধীর নেত্রে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোরে মৃদুস্বরে বোল্লেন "দেনাপত্র! সে আবার কি? তাঁর সমস্ত জমীই ত নিষ্কর।"

পদ্মলাল এই কথায় ঈষৎ হেসে বোল্লেন,—"তাই বলি, তুমি অতি ছেলেমানুষ, যে যা বলে, তাই শোন। খাজনা ভিন্ন আর কি কোন রকম দেনা হয় না? কাকা যখন জমীদারী কেনেন, তার পূর্ব্ব হোতেই অনাথসিংহের জমী ক্রোক ছিল। পূর্ব্ব জমীদারের কাছে অনাথের বাপ অনেক টাকা কর্জ্জ করে, সেই কর্জ্জ শোধ দিতে না পারাতেই জমী ক্রোক হয়।"

"তা হলেই বা সে ক্রোকে আমাদের অধিকার কি?"

"অধিকার নাই! জমীদারীর লাভালাভের অধিকারী যদি আমরা নয়, তবে কে?—তোমার মতে কাজ কোত্তে হলেই ত দেখ্‌ছি প্রতুল!—সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চোলে যেতে হয়।" বিজয়ের প্রশ্নে পদ্মলাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এই কটী কথা বোলে গুম্ হয়ে বোসে রইলেন।

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠের এইরূপ প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন; ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে নম্র স্বরে বোল্লেন "দাদা মহাশয়, বিরক্ত হবেন না, একটু বিবেচনা কোরে দেখুন। এই কয়েকখানি জমীই অনাথসিংহের উপ-জীবিকা, তাঁর কিছু জমী গেলেই অনেক গেল, কিন্তু কাকার তার কিছুই লাভ নাই। আর ছেড়ে দেওয়া ন্যায্য, পরের সম্পত্তি নিয়ে অধর্ম্ম সঞ্চয় কর্‌বার প্রয়োজন কি?"

বিজয়লালের কথা শেষ হোতে না হোতেই পদ্মলাল একটু কপট হাসি হেসে বোল্লেন, "বটে বটে! বেশ! তুমি এখানে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা

কোত্তে এসেচ, না ধর্ম্মকর্ম্ম কোত্তে এসেচ? কাকা আমাদের বিষয় আশয় রক্ষা কর্‌বার জন্য এখানে পাঠিয়েচেন, তাঁর বিষয়ের যদি এক তিল যায়, তাও আমাদের দেখ্‌তে হবে।”

“অবশ্য তা দেখ্‌তে হবে; কিন্তু এ ত আর আমাদের জমীদারীর সামিল নয়। পূর্ব্বে অনাথের জমী ক্রোক হয়েছিল, হয়েইছিল; সে ত আর আমাদের পাওনার জন্য হয় নি; সে যার পাওনার জন্য হয়েছিল, সে সমস্ত বুঝে পেয়ে ছেড়ে দিলে, কি না পেয়েই দিলে, কি দিলে না, সে বিষয়ে আমাদের এলাকা কি? আর আমি দেখ্‌লেম, সে দেনা শোধের দলিল অনাথের নিকট রয়েছে।”

কনিষ্ঠের বাক্যে পদ্মলাল অত্যন্ত অসন্তুষ্ঠ হয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বোল্লেন, “হাঁ আছে, তা আমিও জানি, কিন্তু সেখানি কি, তা দেখেচ? না তার মুখে শুনে যা খুসি তাই বোল্‌চ? সেখানি যথার্থ দলিল নয়,—জাল।”

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠকে ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ হোতে দেখে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নম্রভাবে বোল্লেন, “যাক্, সে সব কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই, সে কর্জ্জের সঙ্গে যখন আমাদের কোন সংস্রব নাই, তখন সে দলিলের কথাতেও আমাদের প্রয়োজন নাই। যার পাওনা, সে বুঝ্‌বে, আমাদের ও জমীগুলির সঙ্গে সংস্রব কি?”

পদ্মলাল আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেন না; একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লেন; রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় উন্নত কোরে কনিষ্ঠের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে অপেক্ষাকৃত উদ্ধত কর্কশস্বরে বোল্লেন, “যাও যাও! মিছি মিছি বকিও না, ও পাওনা কার? যার জমীদারী, তার। তখন জমী-দারী যার ছিল, পাওনাও তার ছিল, এখন জমীদারী আমাদের, পাওনাও আমাদের।”

বিজয়লাল এতক্ষণ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে শান্তভাবে অবিকৃতহৃদয়ে বোঝা-বার চেষ্টা কোচ্ছেলেন, এখন পদ্মলালের অযৌক্তিক কথায় আর অন্যায় আচরণে মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোলেন, অন্তরে একটু উষ্মারও উদয় হলো; কিন্তু স্বাভাবিক সরলতাগুণে সে ভাব মনোমধ্যে অধিকক্ষণ থাক্‌তে পেলে না। তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ভালরূপে

বুঝিয়ে দেবার জন্ত পুনরায় বোল্লেন, "আমাদের পাওনা কিসে? কাকা ত আর পূর্ব্বের দেনা পাওনা সমেত জমীদারী কেনেন নাই; তবে আমাদের পাওনা কিসে?"

পদ্মলাল পূর্ব্বের ন্যায় কর্কশস্বরে উত্তর দিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারি নে। তুমি ছেলে মানুষ, তুমিই ছেলেমানষী কর, আমি ও সব কথা শুনতে চাই না।"

বিজয়লাল জ্যেষ্ঠকে বোঝাবার জন্ত অনেক চেষ্টা কোল্লেন, অনেক প্রকার প্রমাণ দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হোতে পাল্লেন না। অবশেষে এককালেই হতাশ—নিরুপায় হয়ে বোল্লেন, "আপনি যদি নিতান্তই না বোঝেন, তা হোলে আমাকে অগত্যা কাকার কাছে পত্র লিখ্‌তে হয়।" কনিষ্ঠের কথায় পদ্মলালের ক্রোধ আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠ্‌লো; তিনি কনিষ্ঠকে ভালবাসেন বোলে যে একটু মৌখিক স্নেহ দেখাতেন, সে স্নেহময় ভাবটুকু আর রাখ্‌তে পাল্লেন না; দ্বারের দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "যাও, এখুনিই যাও, কাকাকে লেখ গে, আর আমার কাছে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।"

বিজয়লাল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গৃহ হোতে বিরিয়ে গেলেন। রঘুরাম তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে একখানি পত্র এনে দিলে। তিনি ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলে পাঠ কোল্লেন। পাঠ কোরে একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হোলেন। সে দিন বারাণসীর বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, এখানি তারি প্রত্যুত্তর। সেই বন্ধু কথায় কথায় ভূপেন্দ্র সিংহকে বিজয়ের পরিণয়সূচনা জ্ঞাত কোরেছেন, ভূপেন্দ্র তাতে আহ্লাদিত হয়েছেন, বন্ধুর আনন্দের সঙ্গে চিঠিতে এই আনন্দবার্ত্তা লেখা।—বিজয়লালের পরম আনন্দ।—জ্যেষ্ঠের সহিত কথাবার্ত্তায় মনোমধ্যে যে একটু ক্ষোভ জন্মেছিল, সেটুকু তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হলো। মনে মনে কাকাকে আর সেই সঙ্গে বারাণসীর বন্ধুটীকে শত শত ধন্তবাদ দিলেন। স্বপ্নের ন্যায় মনে মনে কতরূপ আশার উদয় হোতে লাগ্‌লো, কতরূপ সুখময় চিন্তাস্রোত হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো,—কতরূপ আনন্দের ছবি সম্মুখে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন।

"প্রণয়"—এই শব্দটী যেমন সুধাময়,—যেমন মনোরম,—যেমন প্রীতিকর, সময়ে সময়ে আবার অদৃষ্টের দোষে তেমনি ভয়াবহ। কালকূট অপেক্ষাও তীব্র বিষময় হয়,—প্রথমে মনোহর ছবি দেখিয়ে পরে আবার কত প্রকার ভীষণ বিভীষিকা দেখায়। ভবিষ্যতে কি হবে, লোকে যদি সেটী জান্‌তো,—কিছু দিন পরে এই অমৃত এইরূপই থাক্‌বে, কি বিষম বিষে পরিণত হবে, পূর্ব্বে যদি জানা যেতো, তা হলে আর সুখের সীমা থাক্‌ত না;—পৃথিবীই স্বর্গ হতো।

বিজয়লাল পত্রখানি পাঠ কোরেই অনাথসিংহের বাড়ীতে গেলেন;—সাক্ষাৎ হলো, কোন কথা না বোলেই পত্রখানি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি পত্রখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ কোরে এককালে আনন্দহ্রদে সন্তরণ দিতে লাগ্‌লেন; এত দিন মনে মনে যে একটু সন্দেহ ছিল, তা এখন দূরীভূত হলো। বোল্লেন, "বিজয়বাবু! তোমার কাকার এ বিষয়ে অমত নাই; যা কিছু বাধা আছে, তাও সামান্য, জগদীশ্বরের কৃপায় সে সকলও শীঘ্রই কেটে যাবে, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আজ হোতেই আমি তোমারে মনোরমা-সমর্পণে বাগ্‌দান কোল্লেম;—অপেক্ষা কেবল সম্প্রদান।"

নবম কাণ্ড।

জটাবতী।

এক মাস অতীত হয়ে গেল। পন্নলাল এক দিন শুন্‌লেন, অনাথ সিংহের কন্যার সহিত বিজয়লালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। এ সংবাদে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ কোত্তে হয়, পন্নলালের সে পক্ষে কিছুমাত্র ত্রুটি হলো না। অবসরক্রমে বিজয়কে একদিন সন্ধ্যার পর আহ্বান কোরে তিনি বোল্লেন, "ভাই! আমি শুনে পরম সন্তুষ্ট হয়েছি, অনাথ

সিংহ তোমারে কন্যা দান কোর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—তুমি ত এক দিনও আমারে এ কথা বল নাই।—কেমন, এ সম্বন্ধ কি সত্য?"

"আজ্ঞা হাঁ, তাঁর এইরূপ অভিলাষ বটে।"—অবনত-বদনে নম্রস্বরে বিজয়লাল এই উত্তর দিলেন।

পন্নলাল এই কথা নিয়ে বিস্তর আমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন;—পিতৃব্যকে পত্র লিখে যাতে এই শুভকর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হবেন, প্রফুল্লমুখে এ কথাও বোল্লেন। অনেকক্ষণ উভয় সহোদরে এই প্রসঙ্গে নানা-রকম গল্প হলো;—বিজয়লাল কোনো প্রশ্নে "আজ্ঞা"—কোনো প্রশ্নে "হুঁ"—কোনো প্রশ্নে "না"—এইরূপ ছোট ছোট, কাটা কাটা উত্তর দিয়ে গেলেন,—কোনো কোনো প্রশ্নে মৌন হয়ে থাক্‌লেন। রাত্রি ১০ টা বাজ্‌লো; অন্যান্য কথোপকথনে আর অল্পক্ষণ অতিবাহিত কোরে উভয় ভ্রাতা আপন আপন গৃহে গমন কোল্লেন। নিয়মিত কার্য্যে যামিনী যাপিত হলো।

যে ব্যক্তি যে স্বভাবের লোক, সে যেখানেই থাকুক, সমধর্ম্মা,—সম-প্রকৃতির কতকগুলি লোকের সহিত তার মিলন হয়ই হয়। পন্নলাল যে প্রকৃতির যুবক, এ পর্য্যন্ত পাঠক মহাশয় তার কতক কতক পরিচয় পেয়ে এসেছেন। পাটলিপুত্র নগরে সেই প্রকৃতির কতকগুলি ইয়ারবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা,—বিশেষ প্রণয় জন্মেছিল, বলা বাহুল্য। তাদের মধ্যে এক জনের নাম দেল্‌সুখ রায়; তারই সঙ্গে পন্নলালের নানা-প্রকার গোপনীয় সলা পরামর্শ চোল্‌তো, স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণিত অভিলাষ চরিতার্থের ষড়্‌যন্ত্রও সুসিদ্ধ হতো। যে রাত্রে বিজয়লালের সহিত পন্নলালের প্রীতি-কর কথোপকথন হয়, তার দুই দিন পরে পন্নলাল একাকী একটী নির্জ্জন গৃহে উপবেশন কোরে আপনা আপনি চিন্তা কোচ্চেন।—কি সে চিন্তা?—বিজয়লালের বিবাহ।—মনে মনে কি তর্ক কোরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আপনা আপনি বোল্লেন,—"ওঃ!—এই জন্যই বিজয়লাল এত দিন অনাথ সিংহের জমী খালাস দিতে বার বার আমারে অনুরোধ কোচ্চে!—ওঃ! ভিতরে ভিতরে এতদূর ঘটনা হয়েছে!" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "এমন সময় যদি দেল্‌সুখ এখানে;—আচ্ছা,

এই উপায়েই আমি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ কোর্‌বো,—এক ঢিলেই দুটী সর্পের পতন হবে!—হাঁ, এই কৌশলেই—"

পদ্মলাল মনে মনে এইরূপ মতলব আঁট্‌ছেন, এমন সময় এক জন পরিচারক এসে খবর দিলে, "দেল্‌সুখজী এসেছেন।"

নাম শুনেই আহ্লাদে দাঁড়িয়ে উঠে ত্রস্তস্বরে পদ্মলাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"কৈ?—কোথায়?—শীঘ্র আস্‌তে বল।"

পরিচারক চোলে গেল।—একটু পরেই দেল্‌সুখ রায় সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।—পদ্মলাল তাঁরে সমাদরে হাত ধোরে বোসিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন,—"মেঘ চাইতেই জল!—এই মাত্র আমি তোমার নাম কোচ্ছিলেম! যদি আর দুই মুহূর্ত্ত তুমি না আস্‌তে, এখনি আমি তোমার কাছে লোক পাঠাতেম।"

"নাম কোচ্ছিলে?—কেন?—আমার কি আবার নাম কোত্তে হয়?—ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলে?—কেন?—আমাকে কি আবার ডাক্‌তে পাঠাতে হয়?—আমি কি তোমাকে এক দণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারি?—তুমি হলে আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী!—অন্ধের নড়ী!—যক্ষের কড়ী!—হাঃ হাঃ হা!—আমাকে কি আবার ডাক্‌তে পাঠাতে হয়?"—চঞ্চল ভাবে হাত মুখ নেড়ে দেল্‌সুখ রায় উচ্চ কণ্ঠে এই কথাগুলি বোল্লেন।

পদ্মলাল হাস্‌লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন,—"তা আমি জানি, তা যাক্, একটু স্থির হও, অত চেঁচিয়ে কথা কইয়ো না, ভারি একটা পরামর্শ আছে;—তুমি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাস, তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা, তুমি কাছে না থাক্‌লে আমি চারি দিক অন্ধকার দেখি; এখন একটা ভারি পরামর্শ আছে;—ভারি গোপনীয়।"

দেল্‌সুখের মুখ গম্ভীর হলো।—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কত ভারি?—চাপা পোড়্‌বো না ত?"

প।—রহস্য রাখো;—কাজের কথা শোনো।

এই পর্য্যন্ত বোলে পদ্মলাল দেল্‌সুখের কাণে কাণে কি বোল্লেন।

খিল্ খিল্ কোরে হেসে দেল্‌সুখ উত্তর কোল্লে, "এত ভারি?—হাঃ হাঃ হা!—ওঃ!—আমি বলি—"

প।—আরে, হেসেই গোল কোল্লে!—যা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার উত্তর দাও।

দে।—এক হাত না ফিরুলে বোল্‌বো না।

প।—আরে, তা হবে এখন। আগে কাজের কথা কও।

দে।—না, না,—তা হবে না; আগে মুড়ি, তার পর কোপ্‌।

গতিক বুঝে পন্নলাল উঠে আল্‌মারির কাছ থেকে একবার ঘুরে এলেন, এক হাত ফিরে গেল। দেলসুখ সহর্ষে চেঁচিয়ে বোল্লে, "এই, এখন প্রাণ ঠাণ্ডা হলো! এখন এসো,—যা বোল্‌বে, তাই। সে—"

পন্নলাল আবার তার কাণে কি বোল্লেন, বিদূষক চেঁচিয়ে হেসে উত্তর দিলে,—"আরে, সে বড় তুখড় লোক!

প।—চুপ্‌!—কে শুন্‌তে পাবে।

আবার কাণে কাণে কথা হলো,—দেল্‌সুখের আগ্রহে দ্বিতীয় হাত ফিরে গেল। সে প্রমোদে মত্ত হয়ে হাত মুখ ঘুরিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"তুচ্ছ কথা!—আমাদের জটাবতী—"

প।—আরে, চুপি চুপি।

তৃতীয় হাত ফিরিয়ে দেল্‌সুখ চুপি চুপি বোল্লে, "আমাদের জটাবতী মনে কোল্লে চক্ষের নিমিষে এ কাজ কর্ম্ম কোরে দিতে পারেন।"

পন্নলাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জটাবতী কে?"

পাঠক মহাশয়ও বোধ হয় পন্নলালের স্থায় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, জটাবতী কে?—জটাবতী একটী স্ত্রীলোক;—ক্ষত্রিয়-তনয়া;—অবীরা,—অগ্নিদগ্ধা। মগধে নিবাস ছিল, মাতাপিতার মৃত্যুর পর নানা তীর্থ পর্য্যটন কোরে পাটনায় এসে বাস কোরেছেন। বয়স একণে প্রায় ৭০।৭২ বৎসর। কিন্তু সচরাচর ৭২ বৎসরে যেরূপ চিত্তবৃত্তি ঘোটে থাকে, জটাবতীর বুদ্ধিতে সে লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় না। তিনি এত বয়স পর্য্যন্ত বিলক্ষণ চতুরা, প্রত্যুৎপন্নমতিতে বিলক্ষণ তেজস্বিনী। আকার দীর্ঘ,—অস্বাভাবিক দীর্ঘ।—এখন বয়োধর্ম্মে কিঞ্চিৎ কুব্জাকার ধারণ কোরেছেন, তথাচ পদাঙ্গুষ্ঠ থেকে চিবুক পর্য্যন্ত মাপে অন্যূন তিন হাত।—যখন সোজা ছিলেন, তখন তনুখানি পরিমাণে ৪ হাতের ন্যূন ছিল না।

বর্ণ বেশ সুন্দর গৌর;—এত বয়সেও মুখখানি টুক্ টুক্ কোচ্চে। জ্রূর চুলগুলি সমস্তই শুভ্রবর্ণ; মস্তকের কেশগুচ্ছ সমস্তই সুপক্ক; ঠিক যেন একটী শ্বেত চামর।—কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহে দাঁত একটীও পড়ে নাই। স্বর বেশ সুমিষ্ট। অষ্টাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ছাবা, গলায় এক ছড়া সোণার গোট-হারে একটী ক্ষুদ্র মৃদঙ্গাকার ইষ্টকবচ ঝুলানো।

জটাবতীর কপাল ভাল নয়।—বিবাহের অষ্টাহমধ্যে তিনি বিধবা হন।—প্রজাপতি তাঁরে শৈশবে স্বামিহারা কোরেছিলেন বটে, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ কোরে অবধি এক দিনের জন্যও তাঁরে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য কোত্তে হয় নাই! নানা-গোষ্ঠবিহারিণী গাভীর ন্যায় অনুদিন নব নব তৃণ ভক্ষণ কোরে বিলক্ষণ পুষ্টি বর্দ্ধন কোরেছিলেন; এখন তিনি তপস্বিনী।—প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন, হরিনামের মালা জপেন, নামাবলী গায়ে দেন, গেরুয়া বসন পরিধান করেন, বারব্রতে, পুণ্যাহ তিথিতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা লন, অপরাহ্নে যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন আহার করেন, এখন তিনি তপস্বিনী।—তপস্বিনী বটেন, কিন্তু শূন্যভাণ্ড নয়;—৫।৭টী ভাণ্ড রজতকাঞ্চনে পরিপূর্ণ।—তাঁর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, লোকের আপদ বিপদ পোড়্লে বুক দিয়ে উপকার করা আছে। যার যে রকম দায় পড়ুক, জটাবতী তারে সেই রকমেই উদ্ধার কোরে দেন! এই গুণে পাড়ার সমস্ত লোক তাঁর অনুগত;—হাত ধরা বোল্লেও হয়। বিশেষতঃ অনেকগুলি যুবাপুরুষ ও সুন্দরী যুবতী তাঁর কাছে বিশেষ উপকার-ঋণে চিরঋণী।—উচাটন ও বশীকরণ গুণজ্ঞানেও জটাবতী সুশিক্ষিতা, এইরূপ তাঁর একটী সুখ্যাতি ও মহিমা আছে। পাঠক মহাশয়ের সহিত একটীবার মাত্র তাঁর সাক্ষাৎ হবে, তাতেই যত দূর পারেন, গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের আর এ ক্ষেত্রে অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

পন্নালালের প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে দেল্সুখ একটু মৃদু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কেমন, এই ত তোমার অভিপ্রায়?—এ হলেই ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়?" পন্নালাল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষ না হলে বিশ্বাস নাই। হাজার হোক, স্ত্রীলোক।

এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চিন্তা কোরে পদ্মলাল আবার বোল্লেন "হাঁ, ভাল কথা,—তুমি যে সে দিন বোল্‌ছিলে—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্; দেখা যাক্, কিসে কি দাঁড়ায়;—যদি এক কৌশলে দুই কাজ হাসিল হয়, বহুৎ আচ্ছা! না হয়, পরে দেখা যাবে। এখন যাতে তোমার জটা-বতী আমার আশা ফলবতী কোত্তে পারেন, সেই উপায় আগে,—সেই উপায়ই মূল। আমিও—"

পদ্মলাল এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে দেল্‌সুখ তাঁরে বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে বোল্লে, "আশা ফলবতী কোত্তে জটাবতী যেমন, এ সহরে তেমন আর একটীও নাই, একটীও হবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?—এখনও পর্য্যন্ত তোমার কিন্তু?—হরিবোল হরি! তবেই হয়েছে!—কিন্তু কি?"—অতি বিষণ্ণভাবে পদ্মলালের এইমাত্র প্রশ্ন।

"কিন্তু আর কিছুই নয়, তবে কি না—তবে কি না—জটাবতীর কিছু লোভ অধিক।"

দেল্‌সুখের এই কথা শুনে পদ্মলাল জল্দ ভাবে উত্তর কোল্লেন, "সে জন্য কোন চিন্তা নাই; তুমি ত জানই, এ সকল কাজে কিছুতেই আমি পেছ্‌পা নই, কল্পতরু বোল্লেও হয়; সে জন্য তুমি কিছু কুণ্ঠিত হয়ো না। যা তিনি বোল্‌বেন, তাতেই রাজী হইয়ো। তবে আমারও একটী কিন্তু আছে,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ শেষ না হয়, কারও হাতে যাবো না।"

"সেইটীই কিছু শক্ত কথা! তিনি হোলেন আমাদের অসময়ের কাণ্ডারী, স্বর্গনরকের দেবতা, তাঁরে আমি ও কথাটী বোল্‌তে পার্‌বো না।—তোমার অনুরোধে কেবল এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি, এখন অর্দ্ধেক, শেষে অর্দ্ধেক।" এই কটী কথা বোলে উত্তর প্রতীক্ষায় দেল্‌সুখ রায় ধূর্ত্ত দৃষ্টিতে পদ্মলালের মুখপানে চেয়ে রইল।

একটু বিবেচনা কোরে পদ্মলাল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি বোল্‌তে পারো, কত তাঁরে দিতে হবে?—কত তিনি চান?—কত তিনি চাবেন?"

দে।—ঠিক বোল্‌তে পারি না;—অনুমান করি, হাজার টাকা।

প।—হাঁ—জা—র—এত?—না, এত হবে না! তুমি ভুল্ছো! এত কেন হবে?—কম হবে।

দে।—তবে আমি এতে নাই!—কি তিনি চাবেন, তা আমি ঠিক না জেনেও আন্দাজে তোমারে একটা কথা বোলেছি,—তিনি অবশ্যই বেশী চাবেন,—আমি কেবল তোমার ভয়ে আর তোমার অনুরোধে কম কোরে বোলেছি;—তাতেও যদি তুমি নারাজ হও,—নাচার,—আমার দায়দোষ নাই। তোমার জন্যে আমারে সমস্ত পাপে জলাঞ্জলি দিতে হয় দেখ্‌চি!—কর্ম্মের পায়ে গড়!

প।—না—না, তা বোল্‌ছি না,—রাগ কোরো না; বোল্‌ছিলেম, কিছু কম হোলে ভাল হয় না?

দে।—হয় যদি, নিজেই চেষ্টা পাও, আমি কেন এত অধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিই! বোল্‌ছিলেম এক কথা, সে কেবল তোমারি জন্যে;—কেন না, তুমি হোলে আমাদের যা বল তাই;—তাতে যদি কথা জন্মায়, তফাৎ থাকাই ভাল।—কেন না কথায় বলে, "দূরতঃ শোভতে মূর্খঃ!"

মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে পান্নালাল তাঁর হাত ধোরে বোল্লেন, "তা নয় হে, তা নয়;—কিছু কম হোলে হতো ভাল; একান্ত যদি নাই হয়, তবে তাই-ই স্বীকার।"

দেলসুখ আহ্লাদে ফুলে উঠে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "তাই ত বলিই-ই, বড় বাবু আমাদের কামধেনু, তিনি কি দুই একটা তুচ্ছ টাকার জন্যে এত বড় কাজটা ছেড়ে দেবেন! এখন এসো ত চাঁদ,—আর এক হাত ফিরিয়ে দাও! আজ দুশো হাত!"

এক হাত ফিরে গেল।—ফের এক হাত।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ সাত হাত হয়ে উঠ্‌লো;—উভয়েই চুর্ চুরে-ভোঁ! অনেকক্ষণ আসুরচক্রের আমোদে উন্মত্ত হয়ে কৌশলচক্র স্থির কোরে দুজনে সে ঘর থেকে বেরুলেন।

দশম কাণ্ড।

কুচক্রে কুমারী।

মহাজনটুলীর পশ্চিমে একটী গৃহ। বাড়ীখানি এক তালা, চকবন্দী! চারি দিকে ছোট ছোট দশ বারটী কামরা; প্রত্যেক চকের ঘরগুলি পরস্পর এরূপ মিলান যে, এক গৃহথেকে গৃহান্তরে প্রবেশের দ্বার গৃহমধ্যেই নিবিষ্ট। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী তুলসীমঞ্চ, ধারে ধারে তুলসীকুঞ্জ। বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক মাত্র কর্ত্রী, একজন পরিচারিকা, আর একজন দরোয়ান।

সেই গৃহের এক প্রকোষ্ঠে একখানি কৌচের উপর একটী বৃদ্ধা ও একটী তরুণী উপবিষ্ট। বৃদ্ধা হাতমুখ নাড়্ছেন, অঙ্গভঙ্গি কোচ্চেন, এক এক বার এ দিক ও দিক অপাঙ্গে দর্শন কোচ্চেন, কখনো হাস্‌চেন, কখনো বা সমীপবর্ত্তিনী কামিনীর গা টিপচেন, আর থেমে থেমে নানারকম গল্প কোচ্চেন। রসের তরঙ্গ উঠ্‌ছে! এত বয়স হয়েছে, তথাচ ঘরের বাহির থেকে যদি কেউ শোনে, তা হলে গল্পকারিণীকে স্থবিরা মনে করা দূরে থাক্, ষোড়শী পূর্ণযুবতী জ্ঞান কোত্তে পারে। সমীপবর্ত্তিনী কামিনী নতশিরে নীরব। বৃদ্ধা তাঁরে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমারে দেখে এত লজ্জা কেন?—আমি তোমার জননীরে হাতে গোড়ে মানুষ কোরেছিলেম। আহা! মা আমার কি সতীলক্ষ্মীই ছিলেন! স্বর্গে গিয়েছেন, আমিই কেবল ঘুঁটে কুড়ুতে বেঁচে রয়েছি!" এই পর্য্যন্ত বোলে সহসা নিস্তব্ধ হোলেন, দুটী চক্ষু দিয়ে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন কোরে তরুণীর গা ঘেঁসে একটু সোরে বোস্‌লেন, গায়ে হাত বুলিয়ে স্তম্ভিত স্বরে দুটী চারটী আদরের কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেন।"

পাঠক মহাশয়! এই দুটী স্ত্রীলোককে কি চিন্‌তে পাচ্চেন? দুটীই

আপনার পরিচিতা। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে পক্ককেশা বুদ্ধিমতী নারীমূর্ত্তি আপনার গোচর করা গিয়েছে, এই বৃদ্ধাই সেই জটাবতী। আর আমাদের যে নবীনা নায়িকা কয়েকবার আপনার দর্শনপথে উপস্থিত হয়েছেন, এই মুগ্ধস্বভাবা লজ্জাবতী কুমারীই সেই মনোরমা ;—অনাথসিংহের কন্যা। জটাবতীর যত দূর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এই অবসরে তদপেক্ষা আর কিছু অধিক পরিচয় আবশ্যক। তিনি ক্ষত্রিয়কন্যা, এ কথা পাঠক মহাশয় অগ্রেই অবগত হয়েছেন, যেখানে তাঁর নিবাস ছিল, তার অতি নিকটেই মনোরমার মাতামহের নিকেতন। অধিক কি, জটাবতী তাঁর তৃতীয়দ্বার প্রতিবেশিনী। বিশেষ সম্পর্ক কিছুই ছিল না, কিন্তু সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, নিকট প্রতিবাসী হলেই একটা না একটা সম্বন্ধ পাতান হয়, সেই নিয়মানুসারে মনোরমার জননী জটাবতীকে মাসী সম্বোধন কোত্তেন ; তাঁর উপর জটাবতীরও সবিশেষ স্নেহমমতা ছিল, বাল্যকাল হতেই তিনি জটাবতীর ভবনে সর্ব্বদা গতিবিধি কোত্তেন। জটাবতী যখন তীর্থযাত্রা করেন, সে সময় তিনি পাটনায়। প্রত্যাগমন কোরে জটাবতী যখন দেখ্‌লেন, পৈতৃক নিবাসে জনপ্রাণীও নাই, সুতরাং সেখানে বাস করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, সেই সময় পাটনাতে এসেই বাস করেন। তখনও মনোরমার জননী মধ্যে মধ্যে এই বাটীতে এসে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তেন, জটাবতীও তাঁদের বাড়ীতে যেতেন, পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা আবার নূতন হয়ে উঠেছিল। বালিকা মনোরমাও জটাবতীকে সমধিক ভক্তিশ্রদ্ধা কোত্তেন, এখনও করেন, মাঝে মাঝে যাওয়া আসাও আছে, জননীর মাসী, সুতরাং সম্পর্কে ঠান্‌দিদী।

পূর্ব্ব প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে জটাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আমারে দেখে এত লজ্জা কেন ?” মনোরমা ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, “লজ্জা নয়, তুমি যে রকম গল্প কোচ্চো, তা শুনে আমি অবাক হয়ে রয়েছি। বলি, বুড়ো বয়সেও এত রস তোমার ?”

মুখের কাছে মুখ এনে চিবুকটী ধোরে জটাবতী ঈষৎ হেসে সস্নেহ বচনে বোল্লেন, “ ও আমার সোণার চাঁদ ! তোমারে দেখ্‌লে আপনা হইতেই রস উথ্‌লে উঠে !”

ম।—কেন?—তুমি কি সোহাগা যে, একটু তাত্ লাগলেই গোলে যাও?

জ।—তা যাই বৈ কি! কিন্তু একটুতে নয়, অনন্ত আগুনের তাতে।

ম।—(সহাস্যে) আমি কি তবে আগুন?

জ।—নয় কেন? তরুণ যৌবন, রূপের ডালি, আঁধারের মাণিক আগুন আর নয় কেন? অবিশ্যি আগুন,—অনন্ত আগুন!

ম।—আচ্ছা ঠান্‌দিদি! এ আগুনে তবে তোমার ভয় করে?

জ।—বালাই! শত্রুর ভয় হোক্। আমি যেন জন্ম জন্ম এই আগুন পোয়াতে পাই। তা হ্যাঁ দিদি! সে কথা যাক্,—তা হ্যাঁ দিদি! বরটী কেমন হয়েছে? মনে ধরেছে ত?

মনোরমা লজ্জায় নম্রমুখী হলেন, একটীও উত্তর দিতে পাল্লেন না।—আরো একটু ঘেঁসে বোসে লজ্জাবিনম্র মুখখানি এক হাতে উঁচু কোরে তুলে সরস বচনে জটাবতী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেমন, মনে ধোরেছে ত?"—অনেকক্ষণ পরে মনোরমা একটু আধ আধ হেসে উত্তর দিলেন, "তা আমি কি জানি!"—এই মাত্র উত্তর দিয়েই আবার নতমুখী।

"সে কি লো! তোর বিয়ে,—তোর বর, তুই জানিস্ নি—তবে কি আমি জানি?—বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়্‌সীর ঘুম নেই!'—এ যে তোর তাই হলো দেখ্‌চি!"

জটাবতীর এই কথায় মনে মনে প্রফুল্ল হয়ে মনোরমা মৃদু মধুর বচনে একটী একটী কোরে বোল্লেন,—"কোথায়—কি—তার—ঠিক—নেই,—এখুনি—"

জ—ও মা!—বলিস্ কি মনু! "আজ্ দুগ্‌গোর অধিবাস, কাল দুগ্‌গোর বিয়ে!"—এখনো বোল্‌চো, ঠিক নেই?

ম।—তা বই কি?—আমি অমন তোমার মতন কথায় কথায় শ্লোক পোড়্‌তে জানি নি,—ভট্‌চার্য্যি হোতে পারি নি!

জ।—ও রে আমার আদুরি রে!—কিছুই জানেন না!—রাতদিন পুথিপাজী নিয়েই আছেন,—এই ওল্টাচ্ছেন,—এই ওল্টাচ্ছেন,—আবার

বলেন আমি ভসচার্য্যি হোতে পারি নি!—আ মরি! ন্যাকা আর কি!—দিন কতক যাক্ যাদু,—না মরিত দেখ্‌বো,—কত ভসচার্য্যির কাণ কাট্‌বে!

ম।—(সহাস্যে) তা কি তুমি কাট্‌তে বাকী রেখেছ?

জ।—হাঃ হাঃ!—তা যাক্, বলনা ভাই, দেখ্‌তে কেমন?—খুব সুন্দর?—ভয় নেই, কেড়ে নেবো না!

ম।—(সহাস্যে) যদি ন্যাও!

জ।—(সকৌতুকে) আ পাগল!—আমি যে বুড়ী!—বুড়ী বায় গুড়ি গুড়ি!

ম।—কে বলে?—রসের ছড়াছড়ি!

জটাবতী হেসে ঢোলে পোড়্‌লেন।—ভঙ্গী কোরে ভাব দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠে দুচার পা চোলে গেলেন,—পাকা চুলগুলি দেখালেন, কুব্জা-সুন্দরী সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোল্লেন, এই ছলে মাথায় হাত দিয়ে এক পাক নেচে নিলেন!

মনোরমা হাস্‌তে লাগ্‌লেন;—এখন আর মৃদু হাস্য নয়,—উচ্চ রবে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে জটাবতীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ঠান্‌দিদি! এই বার বলি;—তোমার হাব ভাব দেখে আমার চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে! যার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলে, সে বেশ সুন্দর,—খুব সুন্দর!—যদি পছন্দ হয়, তুমিই নিও, আমার কাজ নেই।"

"কাজ নেই?—বলিস্ কি লো!—প্রাণটী কোথায় রেখে এ কথাটী বোল্‌চো মনু?"

জটাবতী মনোরমার সঙ্গে এই সকল কথা কোচ্চেন,—আর আড়ে আড়ে বাঁ দিকের ঘরের পানে এক এক বার কটাক্ষপাত কোচ্চেন। মনোরমা সেটী দেখ্‌তে পাচ্চেন না;—অথবা লক্ষ্য কোরেও বুঝ্‌তে পাচ্চেন না। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সহসা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা ঠান্‌দিদি! যে যারে ভাল বাসে, সে কি তার হয়?

জ।—বিধাতা যদি দেন, তা হয় বই কি!—আচ্ছা মনো! আমি যদি একটী ভালবাসা জিনিস্ দেখাই?

ম।—কার?—তোমার?

জ।—হরিঃ!—তোমার!

ম।—আমার?—কি রকম?

জ।—আচ্ছা, যদি দেখাই?

ম।—দেখাও।

জ।—কি খাওয়াবে?

ম।—যা চাও।

জ।—তবে আমার সঙ্গে এসো।

মনোরমা ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। জটাবতী উঠে দাঁড়ালেন। কতক সন্দেহে, কতক কৌতূহলে সোহাগিনী নাম্নী প্রমোদিনী ঠান্‌দিদীর অনুগামিনী হোলেন।

বাঁ দিকের কামরার একটি দরজা খুলে জটাবতী আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন, এই ঘরে। মনোরমা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।—প্রবেশ কোরেই দেখেন, সম্মুখে এক মূর্ত্তি,—অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

মনোরমা আড়ষ্ট! এগুতেও পারেন না, পেছুতেও পারেন না! অচলা প্রতিমার ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন; দৃষ্টি ধরাতলে। দ্বারের দিকে এক বার চাইলেন, জটাবতীকে দেখ্‌তে পেলেন না; সমস্ত শরীর কাঁপ্‌লো;—চক্ষে জল নাই, মুখে বাক্য নাই! গৃহস্থিত মূর্ত্তি আহ্লাদে আসন ত্যাগ কোরে দুই চারি পা অগ্রসর হয়ে প্রিয় সম্ভাষণে বোল্লেন, "এই যে! এসো আমার মনোহারিনী এসো!"

মনোরমার চট্‌কা ভাঙ্‌লো, অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠ্‌লেন। যদি বেরিয়ে যান, রক্ষার উপায় নাই, যদি অনুকূল উত্তর দেন, বিষম বিপত্তি!

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। যিনি লক্ষ্য ভেদ কোত্তে পার্‌বেন, পাঞ্চালী তাঁরেই বরমালা প্রদান কোর্‌বেন, এই পণ,—প্রতিজ্ঞা। কর্ণ যখন ধনুর্ব্বাণ নিয়ে মৎস্য ভেদ কোত্তে উঠেন, সে সময় যেমন উভয় সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল, এটীও প্রায় সেই রকম। মহাবীর কর্ণ কোন অংশেই অর্জ্জুন অপেক্ষা হীনবীর্য্য নন, তিনি লক্ষ্যভেদে অবশ্যই সমর্থ। যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, দ্রৌপদী অর্জ্জুনের হয় না। তেমন সঙ্কটে যদি কোন অদূরদর্শী সামান্য কবি সেই ক্ষেত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হতেন, তা হলে হয় ত অর্জ্জুনকে বঞ্চিত

কোরে কর্ণকেই দ্রৌপদী দান কোত্তেন, নতুবা কর্ণকে নির্বীর্য্য কোরে অর্জ্জুনের প্রাধান্য রক্ষা কোত্তেন; দুইয়ের এক হোলেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রস রসাতলে যেতো!—কিন্তু মহাভারতের মহাকবি অসামান্য কৌশলে ক্ষত্রিয় বীর্য্য, ক্ষত্রিয়-তেজ সমভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তেজস্বিনী যাজ্ঞসেনী অম্লানমুখে সভামধ্যে বোল্লেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কৌশলে বীরাঙ্গনার সগর্ব্ব তেজস্বিনী ও অসম্ভাবী ঘটনার সামঞ্জস্য কেমন চমৎকাররূপে সুরক্ষিত হয়েছিল, সেটী চিন্তা কোল্লেও হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে। আমাদের সেরূপ ক্ষমতা কোথায়? সুতরাং মনোরমা নিরুত্তর, নিশ্চেষ্ট, আড়ষ্ঠ। অপরিচিত মূর্ত্তি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয়ে উত্তরোত্তর আরো অধিকতর রসিকতা আরম্ভ কোল্লেন। মনোরমা আর তখন মৌন পালন কোত্তে পাল্লেন না। একটু পশ্চাদ্গামিনী হয়ে মৃদুস্বরে;—মৃদু অথচ সম্ভ্রমের স্বরে বোল্লেন, " আমি অবলা;—কুমারী;—ক্ষমা করুন, আপনিই আমারে রক্ষা করুন! আমি অবলা—"

প্রমোদভরে হাস্তে হাস্তে আগন্তুক সকৌতুকে বোল্লেন, "সুন্দরি! তুমি অবলা;—হাঃ! হাঃ! হাঃ!—তুমি অবলা;—জানি, তাতে হানি কি? তুমি কুমারী, তাও জানি, তাতেই বা বাধা কি?—সংসারে সকল কুমারীরই বিবাহ হয়, তোমারও তাই হবে। আমারে চেন না, এই লজ্জা? ক্রমে চিন্তে পারবে!" এই পর্য্যন্ত বোলে সানুরাগে হাত ধরবার উপক্রম কোল্লেন। মনোরমা আরও পশ্চাদ্গামিনী হয়ে দরজার দিকে আর একবার চাইলেন, জটাবতী নিকটে নাই, দেখ্তে পেলেন না। উদ্দেশে সম্বোধন কোরে বাল্লেন "ঠান্দিদি! তোমার এই ধর্ম্ম! তুমি আমার এই কোল্লে! জান্লেম, সংসারে ধর্ম্মকর্ম্ম আর কিছুই নাই! তোমার হরিনামের মালা, হরিনামজপ, সকলিই বৃথা! আমার উপর তত স্নেহ, তত মমতা, তত ভালবাসা সকলিই কি কেবল ছলনা? তোমারে তত ভক্তি কোরে, আমার কপালে শেষে কি এই ফল হলো? কুরঙ্গিণীকে বাঘের মুখে সমর্পণ কোরে সোরে দাঁড়ালে! ধিক্ তোমার তপস্যায়! ধিক্ তোমার জপমালায়! ধিক্ তোমার ব্রতনিয়মে! ধিক্ তোমার গঙ্গাস্নানে! ধিক্ তোমার বৈষ্ণবসেবায়! এখন বুঝ্লেম, সকলি বুজ্রুকি!! এটী তুমি নিশ্চয়

জেনো,—নিশ্চয় মনে রেখো, এই ঘরের মধ্যে এখনি যদি প্রাণ যায়, এখনিই যদি গলায় ছুরি দিয়ে এ পাপ-প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা হোলেও মনোরমা কখনই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে না! বালিকা বোলে তুমি আমারে এই প্রতারণা কোল্লে, কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী, এ বালিকা জীবন অপেক্ষা ধর্ম্মের গৌরব অধিক জানে,—বেশ জানে!"

উদ্দেশে জটাবতীকে এইরূপ তিরস্কার কোত্তে কোত্তে তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়-নন্দিনীর তেজস্বিতা আরও প্রতিভাত হলো, সেই সঙ্গে সতী-স্বভাবসুলভ গর্ব্বেরও উদয় হলো, নয়নযুগলে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগ্‌লো, সেই প্রজ্বলিতনয়নে আগন্তুকের পানে একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। ভ্রমান্ধ, আততায়ী, প্রণয়কামুক সেই কটাক্ষে প্রণয়কটাক্ষ মনে কোরে সাহসে, উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে আরও অগ্রসর হলো,—বাগুরাবদ্ধা কুরঙ্গিণীর আর পালাবার পথ নাই, এটী নিশ্চয় জেনে, সানুরাগে হাস্‌তে হাস্‌তে তেজোগর্ব্বিতা প্রদীপ্ত নয়নার একখানি হাত ধোল্লে!

"ছুঁইয়ো না! ছেড়ে দাও! এখনিই ছাড় বোল্‌চি! ভাল হবে না! স্ত্রীহত্যার পাতকী হবে! এখনিই ছাড়!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মনোরমা সদর্পে হাত ছাড়াবার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন;—পাল্লেন না। আক্রমণকারী ব্যঙ্গহাসি হেসে একটু উচ্চকণ্ঠে বোল্লে, "সে সাধ্য তোমার নাই! তুমি ছাড়াতে চাচ্চো বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় আমাকে ছাড়্‌তে চায় না!"

"পাষণ্ড! পাপিষ্ঠ! কলঙ্কের ভয় নাই? নরকের ভয় নাই? ধর্ম্মের ভয় নাই? সতীর সতীত্ব নাশ! এখনও বোল্‌ছি, ছাড়! ক্ষত্রিয়কুমারী কেমন কোরে সতীত্বের গৌরব রাখে, দ্যাখো! কেমন কোরে জীবন বিসর্জন দিয়ে শরীর পবিত্র করে, দ্যাখো! পরমেশ্বর অবশ্যই তোমাকে এর প্রতিফল দেবেন!—দেবেন! দেবেন!! দেবেন!!! দেখো! দেখো!! দেখো!!!"

"দেবেন! দেবেন!! দেবেন!!! দিয়েছেন! দিয়েছেন!! দিয়েছেন!!! এর চেয়ে অধিক ফল লোকে আর কি চায়? আমি বলি, চতুর্ব্বর্গও এর কাছে তুচ্ছ! তোমারে হাতে পেয়েছি, এই আমার পরম ভাগ্যের চরম

কল! বিধুমুখি! ক্ষান্ত হও, রাগ করো না, প্রসন্ন হও, আমারে ভুবিও না, প্রসন্ন হও! তোমার ঐ কুটিল কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দগ্ধ কোচ্চে, আর একবার সেই কটাক্ষে চাও, মধুর কটাক্ষ বোলে মনে করি, মধুর বচনে একবার কথা কও, চরিতার্থ হই!"

"এখনি আমি তোমার কাছে রক্তগঙ্গা হবো!—তুমি যে-ই হও, এখুনি আমি তোমারে ঘোর নরকে নিক্ষেপ কোর্‌বো!—উঃ—জটাবতি!—ভুজঙ্গিনি!—কোথায় তুমি?—এসো,—শীঘ্র এসে আমারে দংশন করো!—তুমিই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘোটিয়েছ,—শীঘ্র এসে দংশন করো,—তোমারি বিষে আমি এ প্রাণের অবসান করি!—জগদীশ! আমার মনে এক বিন্দুও পাপ নাই;—রমানাথ! লজ্জা নিবারণ করো!—জননি!—তোমার হতভাগিনী মনোরমা এত দিনে তোমার কাছে চোল্লো,—চরণে স্থান দিও!—বিজয়! এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না!" এইরূপ সকরুণ বিলাপ কোত্তে কোত্তে আক্রমণকারীর হাত ছাড়িয়ে পবিত্রা কুমারী ভূতলে আছাড় খেয়ে পোড়্‌লেন।

জটাবতী বিদ্যুৎ বেগে সেই গৃহে প্রবেশ কেল্লেন।—"এ কি! মনোরমা এমন কোরে পোড়ে কেন?—তুমি কি তবে বিজয় নও?—কে তুমি?—সত্য বল, বালিকা কুমারীকে এরূপে অপমান করা সামান্য স্পর্দ্ধা নয়! সত্য বল, কে তুমি?"—আগন্তুককে এইরূপ তিরস্কার কোত্তে কোত্তে জটাবতী মনোরমার পাশে বোসে নানা-রকমে সান্ত্বনা কোত্তে লাগলেন। "ভয় নাই, উঠে বোসো, বল, কি হয়েছে; বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ধূর্ত্ত লোকে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা খেলেছে, তুমি কেঁদো না, স্থির হয়ে বল, এ কি বিজয়লাল নয়? এর সঙ্গে কি তোমার সম্বন্ধ হয় নাই? তা যদি না হয়, এখুনি আমি তার প্রতীকার কোচ্চি; মেয়েমানুষ বোলে অল্পে পার পাবেন না!"

লোকে যত সাহসী হোক্, দুষ্কর্ম্ম কোত্তে গেলে পদে পদেই তার মনে আশঙ্কা আর সন্দেহ। যে লোক এই গৃহে বিদ্যমান, সে এখন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত,—দুঃসাহসিক দুষ্কর্ম্ম। কাজেই জটাবতীর ঐ সকল কথা শুনে সে ভয় পেলে; স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক বলবান্ হলেও এ ক্ষেত্রে তার হৃদয়ে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হলো। "আচ্ছা, দেখ্‌বো!" বহু ক্ষণ মৌনের পর

এই সংক্ষিপ্ত উক্তি কোরে সেই লোক ব্যস্ত ভাবে ঘরথেকে বেরিয়ে গেল, —দ্রুতপদে একেবারে রাস্তায়। নানা-প্রকার প্রবোধ দিয়ে জটাবতী অশ্রুমুখী মনোরমাকে কতক শান্ত কোল্লেন। লোকটা কে, তখন স্থির হলো। আক্রমণকারী নিজের লোকের দ্বারা আপনাকে বিজয়লাল বোলে পরিচয় দিয়ে জটাবতীকে প্রতারিত কোরেছিল, নির্জ্জনে মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার অভিপ্রায়, এইটী জানিয়ে কিছু টাকা দিতেও স্বীকার পেয়েছিল। যার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ, তারে দেখ্বার জন্য অপরকে উৎকোচ দিবার অঙ্গীকার কেন, অতি চতুরা হলেও জটাবতীর নারীবুদ্ধিতে এ সংশয়টী স্থান পায় নাই; সুতরাং তিনি সরল অন্তরে মনোরমাকে আপনার বাড়ীতে আনিয়েছিলেন। তাতে যে, এরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হবে, সেটী তিনি আগে জান্তে পারেন নাই,—চিন্তাও করেন নাই। এখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ কোরে আগা গোড়া সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র তাঁর মনে উদয় হলো, সমস্তই বুঝ্‌তে পাল্লেন। সভয়ে ইষ্টদেবের নাম কোত্তে লাগ্‌লেন। হরিই এ বিপদে রক্ষা কোরেছেন, এই কথা বোলে বারম্বার মনোরমাকে সাহস দিতে লাগ্‌লেন। যৌবনে জটাবতী দুশ্চরিত্রা ছিলেন বটে, এখনও মধ্যে মধ্যে নষ্ট লোকের সহায়তা করা আছে বটে, কিন্তু সে মতলবে মনোরমাকে বাড়ীতে আনেন নাই, মনোরমার সঙ্গে তাঁর সে সম্বন্ধ,—সে ব্যবহারও নয়, যথার্থ ই তিনি দুষ্ট লোকের কুচক্রে প্রতারিত হয়েছিলেন!

যদি মনোরমার সঙ্গে সে সম্বন্ধ,—সে ব্যবহার নয়,—যদি যথার্থই তিনি দুষ্ট লোকের কুচক্রে প্রতারিত হয়েছিলেন, তবে মনোরমা এতক্ষণ ব্যাঘ্রকবলে পতিত হয়ে একাকিনী এত রোদন কোল্লেন, এতক্ষণ তিনি এ গৃহে প্রবেশ করেন নাই কেন?—এতক্ষণ তিনি অনাথিনী কুমারীকে রক্ষা কোত্তে যত্নবতী হন নাই কেন?। কারণ আছে।—জটাবতী স্ত্রীলোক।—এতক্ষণ তিনি একটু অন্তরালে দাঁড়িয়ে উভয়ের বাক্যালাপ শ্রবণ কোচ্ছিলেন।—তাঁর জানা ছিল, প্রথম প্রণয়-সূত্রে লজ্জা, অভিমান আর গর্ব্ব একটু ঘন ঘন কাছাকাছি যায়,—অনুরাগে নানা-রকম রহস্যও চলে;—প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্যমে সকৌতুকে তিনি সেইটাই ভেবেছিলেন, সেই জন্য এতক্ষণ মধ্যবর্ত্তিনী হন নাই। যখন শুন্‌লেন মনোরমা মর্ম্মান্তিক বেদনায়

উচ্চকণ্ঠে বিলাপ কোচ্চেন, যখন শুনলেন,—“বিজয়! এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না!”—তখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকৃতে পাল্লেন না;—বিদ্যুৎবেগে সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা একটী একটী কোরে বুঝিয়ে অনেক সান্ত্বনা কোরে জটাবতী মনোরমারে কতক প্রকৃতিস্থ কোল্লেন; কিন্তু অপমান-তাপিতা লজ্জাকুণ্ঠিতা অশ্রুমুখী বালা একটীও উত্তর দিলেন না;—কেবল কুরঙ্গনয়নে সতৃষ্ণদর্শনে জটাবতীর মুখপানে চেয়ে রইলেন,—বর্ষাধারার ন্যায় অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ হোতে লাগ্‌লো;—ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস। এইরূপ অনেক্ষণ শোকাবহ নির্ব্বাক অভিনয়ের পর মৃদুস্বরে দুটী একটী কথা কোরে শিবিকারোহণে মনোরমা আপন আলয়ে প্রস্থান কোল্লেন।

পাঠক মহাশয় অবশ্যই এখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, সেই আগন্তুক আক্রমণকারী কে? যে দুরাত্মা ঘৃণিত কৌশলে অবলা গৃহস্থ-কুমারীর সতীত্ব-নাশে সমুদ্যত, কে সে পাপিষ্ঠ?—সে কে আর কেউ নয়, দুরাচার, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃবিদ্বেষী পদ্মলাল সিংহ—বিজয়লালের ভাক্ত-হিতৈষী কপট-স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মলাল সিংহ!!!

একাদশ কাণ্ড।

ভূস্বামী।—কে কোথায়?

প্রথম চক্রে অপূর্ণ মনোরথ হয়ে দুর্দ্দান্ত পদ্মলাল নূতন কৌশল সৃষ্টি কোত্তে লাগ্‌লেন। আরো এক মাস অতীত হয়ে গেল। বাবু ভূপেন্দ্র-লাল সিংহ দিল্লীর রাজদরবার থেকে সম্প্রতি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই উপলক্ষে বারাণসীধামে কয়েক দিন মহা সমারোহ হয়ে গেছে, এখন পাটনার জমিদারিটী স্বচক্ষে দেখবার জন্য লোকজন সঙ্গে কোরে কর্ত্তা স্বয়ং পাটনায় উপস্থিত হলেন। জমিদারের আগমনে সচরাচর যেরূপ ধূমধাম হয়ে থাকে, কাছারীবাড়ীতে তার কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলো।

না। বিজয়লাল খুল্লতাতের শুভাগমনে পরম সন্তুষ্ট, পদ্মলাল বিষণ্ণ। পাঁচ সাত দিন পরে ভূপেন্দ্র একদা সন্ধ্যার পর অনাথ সিংহকে আহ্বান কোরে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা কোল্লেন। বিজয়লালকে তিনি কন্যাদানে অঙ্গীকার কোরেছেন, অতি সুখের বিষয় হয়েছে, বারম্বার সেই কথার উল্লেখ কোরে আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন।—অধিক আড়ম্বরে কার্য্য-হানি হয়, ঈষৎ হাস্য কোরে এই ভাবটী জানিয়ে এককালে বৈবাহিক সম্বোধনে আলিঙ্গন কোল্লেন; উভয়েরই পরম আনন্দ, অনাথ সিংহ আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়ে গদ্‌গদ স্বরে বোল্লেন, "মহারাজ! আপনি হোলেন রাজ্যেশ্বর, আমার প্রতি আপনার এরূপ অনুগ্রহ পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ নম্রস্বরে—নম্র অথচ সম্ভ্রমের স্বরে উত্তর দিলেন, "যখন বৈবাহিক সম্বন্ধ, তখন আমরা উভয়েই সমান ভাগ্যবান। আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুহিতা সম্প্রদান কোর্‌বেন, এটীও আমার পরম সৌভাগ্য। এখন যাতে শীঘ্র শীঘ্র এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তারিই আয়োজন করা কর্ত্তব্য। আমি বারাণসীধামে গমন কোরেই সমস্ত উদ্‌যোগ কর্‌বো। অথবা যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এইখানে থেকেই এ কার্য্য সমাধা কোত্তে পারি।"

সানন্দচিত্তে অনাথ সিংহ শেষের প্রস্তাবেই অনুমোদন কোল্লেন। রাজা ভূপেন্দ্র তাতে আর দ্বিরুক্তিমাত্র কোল্লেন না।—পাটনাতে থেকেই বিবাহ দিয়ে যাবেন, এইটীই বিনা বিতর্কে অবধারিত হলো। সেই ক্ষেত্রেই ভট্টাচার্য্য ডাকিয়ে শুভদিন অবধারণ কোল্লেন। দুই সপ্তাহ পরেই বিবাহ উভয় বৈবাহিকে এতৎসম্বন্ধে নানা-প্রকার হর্ষবর্দ্ধন কথোপকথন কোরে আত্মীয়তা বৃদ্ধি কোল্লেন। "এ বিবাহে রাজযোটক হবে! রামসীতার বিবাহ!" এই কথা বোলে ভট্টাচার্য্যও একবার টিকী নাড়া দিলেন। কথায় কথায় রাত্রি অধিক হলো, বাবু অনাথ সিংহ সে দিনের মত বিদায় হোলেন।

এক সপ্তাহ অতীত। উভয় আলয়েই সমস্ত আত্মীয়বর্গ উদ্বাহের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত। ভূপেন্দ্র সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে সমারোহ কোর্‌বেন, স্থানে স্থানে নিমন্ত্রণ পাঠালেন, বারাণসীতে ঘোষণা দিলেন, জিনিসপত্র

আমদানী হোতে লাগ্‌লো, একজন নামজাদা অধ্যাপককে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণের ভার দিলেন। তিনি অভ্যাস অনুসারে দো চকো টীকী, দোজা, দরোয়ান, মহাজন, শিষ্য, ছাত্র, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, মোহন্ত, খান্‌সামা, সকলের নামেই পত্র লিখে আত্মম্ভরিতার পথ পরিকার কোরে রাখ্‌লেন! আসল মতলব অগাধ সলিলে বিহার কোত্তে লাগ্‌লো! কর্ত্তা তার কিছুমাত্র জান্‌তে পাল্লেন না।

দুদিন পরে ভুপেন্দ্রলাল একজন বিশ্বাসী আত্মীয় লোকের মুখে কি একটা কথা শুনে কিছু বিমর্ষ হোলেন,—অনন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা কোল্লেন,—শেষে অবকাশ ক্রমে পদ্মলালকে নিকটে ডেকে কিছু উগ্রস্বরে বোল্লেন, "দেখ, আমি শুনেছি, আর এখানে এসে এখনও শুন্‌তে পাচ্ছি, যে উদ্দেশে আমি তোমাদের এখানে পাঠিয়েছিলেম, আগা গোড়া তুমি তাতে ঔদাস্য কোরে আস্‌চো, প্রজালোকের উপর দৌরাত্ম্য কোচ্চো, তা ছাড়া নিরীহ ভদ্রলোকের নিষ্কর জমীর উপরেও স্বেচ্ছাচারে হস্তক্ষেপ কোচ্চো, এ সকল বড় অন্যায়! এতে আমার বিলক্ষণ দুর্নাম রটনা হয়েছে। জমীদারীতে এসে এ রকম উৎপাত কোল্লে ধর্ম্মকর্ম্মত থাকেই না, তার উপর লাভালাভেরও বিলক্ষণ ক্ষতি আছে।" এই পর্য্যন্ত বোলে গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল কি চিন্তা কোরে আরও উগ্রস্বরে বোল্লেন, "আরও আমি শুন্‌ছি, তুমি ভদ্রলোকের মেয়েছেলের উপর বলপ্রকাশ কোত্তে আরম্ভ কোরেচো! এ পাপে আমার সংসার জোলে যাবে! আমার পুত্র-সন্তান নাই, অনেক আশায় পুত্রবৎ স্নেহে তোমাদের লালনপালন কোরেছি, পরিণামে তার কি এই ফল? তোমরাই আমার বিষয় আশয়ের উত্তরাধি-কারী হবে, পৈতৃক কীর্ত্তি, পৈতৃক নাম, পৈতৃক মানসম্ভ্রম বজায় রাখ্‌বে, এতদিন আমার মনে এই আশাই বলবতী ছিল, এখন তোমার আচরণ শুনে আমার এতদূর মনঃপীড়া জন্মেছে যে, তোমার মুখদর্শন কোত্তেও ইচ্ছা নাই!"—আরও কিছু বোল্‌তেন, কিন্তু ক্রোধে অধীর হয়ে উঠ্‌লেন, আর ধৈর্য্য ধারণ কোত্তে পাল্লেন না, বিরক্ত হয়ে সেখানথেকে উঠে গেলেন।

মর্দ্দিতলাঙ্গুল ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জন কোরে পদ্মলাল মনেমনে গুম্‌রে গুম্‌রে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন। "এ কর্ম্ম কার?—কে এ সকল কথা—ওঁর

কাণে তুলে?—বিজয়লালেরি এ কর্ম্ম!—আচ্ছা, দেখ্‌বো!—আমার উপর জমবাজী!—আচ্ছা, দেখা যাবে, কার কত দূর দৌড়!—কেন?—আমার উপর এত দৌরাত্ম্য কেন—আমি স্বাধীন,—যা আমার ইচ্ছা, তাতেই আমার অধিকার আছে;—কেন আমি লোকের এত কথা শুন্‌বো?—কেন্ এত লাঞ্ছনা সইব?—উঃ! মুখদর্শন কোত্তে চান্ না!—কেন?—কি এমন মর্ম্মান্তিক সর্ব্বনাশ কোরেছি যে, এত দূর আস্ফালন!—তাঁরিই বিষয়বুদ্ধির চেষ্টা কোচ্ছিলেম, আমার কিছুই নয়,—তাতে যদি এমন বিপরীত ফল ফল্লো,—ফলুক,—চাই না!—এমন পাপসংসারে থাকৃতেই চাই না!"—এইরূপ গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে পন্নালাল তির্‌ বির্‌ কোরে সে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

কাছারীবাড়ীতে—যখন এই ঘটনা হয়, বিজয়লাল তখন অনাথ সিংহের বাড়ীতে।—অনাথ সিংহ বাড়ীতে নাই, কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে গিয়েছেন,—অন্তঃপুরের একটী গৃহে বিজয়লাল বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে মনোরমা।—উভয়েই বিষণ্ণ। সম্বন্ধের পর,—বাগ্‌দানের পর মাঝে মাঝে চারি পাঁচ বার পরস্পর নির্জ্জন-সন্দর্শন হয়েছে, তখন তখন যেমন প্রফুল্ল দর্শন, বিশ্রব্ধ আলাপ, মৃদু মৃদু হাস্য-পরিহাস দেখা গিয়েছে, আজ আর সে মধুর ভাব নয়;—উভয়েই ম্লান, বিমর্ষ, অপ্রফুল্ল।—বিজয় অপেক্ষা মনোরমা আরো অধিক বিশুষ্ক।—আতপ-তাপিতা কমলিনীর ন্যায় বিশুষ্ক,—যদি এ কথা বলি, পাঠক মহাশয় এখনি টিট্‌কারী দিয়ে হাস্য কোর্‌বেন,—সুন্দরী পাঠিকারা এখনি ভ্রূকুটিভঙ্গীতে ছুটী ক্ষুদ্র রদনে বিম্বোষ্ঠ দংশন কোরে উদ্দেশে ক্ষুদ্র অঙ্গুলির কিল উঁচাবেন;—রবি-তাপে কি কখনো নলিনী মলিনী হয়?—আনাড়ী মালাকারের হাতে পোড়ে পতিপ্রেমামোদিনী প্রফুল্ল প্রেমময়ী সরোজিনীর কি দুরবস্থাই ঘোটেছে!—এ উপহাস সহ্য কোরেও—এ ভৎর্সনা শিরোধার্য্য কোরেও আমরা এখনো অকুণ্ঠিতভাবে বোল্‌ছি, মধুমতী মনোরমা আজ অপ্রতিহত আতপ-তাপিতা পদ্মিনী!!—যার প্রতি এত অনুরাগ, এত ভালবাসা, এত আকিঞ্চন, সেই প্রাণপ্রতিম প্রিয়তমের পার্শ্ববর্ত্তিনী হয়েও যখন এত বিষাদিনী, তখন আর ও কথা না বোলে এ ক্ষেত্রে কি বোল্‌তে পারি?—মধুমতী মনোরমা এখন আতপ-তাপিতা পদ্মিনী!!!

অনেকক্ষণ তাঁরা এই ভাবে বোসে আছেন। একটু আগে পরস্পরে কি কথা হয়ে গেছে, হয়েছে কি না হয়েছে, বোল্‌তে পারি না, এখন বিজয়লাল একটু রুক্ষস্বরে বোল্লেন,—"তবে আমি চোল্লেম !—বোলেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

মনোরমা এতক্ষণ অধোবদনেই বোসে ছিলেন,—'চোল্লেম ! কথাটী শুনেই চোম্‌কে উঠে বিশুষ্ক-পঙ্কজতুল্য মুখখানি তুলে সতৃষ্ণ নয়নে বিজয়-লালের মুখপানে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে চেয়ে রইলেন। নয়নবাষ্পে কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এলো,—একটু পরে অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ কোরে স্তম্ভিতস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেন,—"যেও না !—একটু বোসো !—আর একটী কথা !—আমি অপরাধিনী নই,—যেখানেই থাকি, আমি তোমা-রিই !—যেখানেই থাকো, মনে রেখো, একান্তই দাসী তোমারিই !"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে আবার নয়নকমল ভেদ কোরে অশ্রুধারা বদন-কমলে প্রবাহিত হলো! আর কিছু বোল্‌তে পাল্লেন না, নৈরাশ্যে মৌনাবলম্বন কোল্লেন। দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ প্রিয়তমের মুখের দিকেই আকৃষ্ট থাক্‌লো।

বিজয়লাল আবার বোস্‌লেন।—নেত্র সজল।—অবনতবদনে একটু চিন্তা কোরে সেইরূপ ছল ছল চক্ষে অতি মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমিও তাই ভাবি !—এত মৃদুস্বরে এই তিনটী কথা উচ্চারিত হলো যে, মনোরমা তা শুন্‌তে পেলেন কি না, সন্দেহ।

বোধ হয় আরো কিছু কথোপকথন হতো, কিন্তু সহসা বাধা পোড়লো। অনাথ সিংহ বাড়ীতে ফিরে এলেন। বিজয়লাল ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরথেকে বেরিয়ে তাঁরে যথাযথ সম্ভাষণ কোল্লেন। তৎকালোচিত আলাপে প্রায় এক দণ্ড অতীত হলো, বিজয়লাল বিদায় হলেন। মনোরমার সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা চোল্‌ছিল, মুখের ভাব,—মনের ভাব তখন যেরূপ ছিল, অনাথ সিংহের নিকটে তার কোন লক্ষণই লক্ষিত হলো না, সুতরাং আকার ইঙ্গিতে তিনি ভিন্নভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না, বিজয়লাল বিদায় হলেন।—রাত্রি তখন প্রায় ১১ টা।

কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হয়েই বিজয়লাল নিজ কক্ষে প্রবেশ কোত্তে

যাচ্ছেন, দেখেন, সম্মুখে পদ্মলাল। তিনি গম্ভীরভাবে একটু রুক্ষস্বরে কনিষ্ঠকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "এই যে! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি অনেকক্ষণ তোমারে অন্বেষণ কোরে অবশেষে তোমার ঘরেই বোসে ছিলেম, এত রাত্রি হলো, এলে না দেখে উঠে আস্‌ছি; চলো, ঘরেই যাওয়া যাক্, বিশেষ কথা আছে।" প্রথমে পদ্মলাল যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তার উত্তর শোন্‌বার অবসর হলো না, বিজয়ও উত্তর দিবার অবকাশ পেলেন না, সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। যা হোক, জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে আপন গৃহে প্রবেশ কোল্লেন। উপবিষ্ট হয়েই পদ্মলাল পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "ভাই বিজয়! শৈশবাবধি একত্রে লালিতপালিত হয়েছি, একত্রে ক্রীড়া কোরেছি, একত্রে বিদ্যাভ্যাস কোরেছি, একত্রে বেড়িয়েছি, এখন একত্রেই এই পাটনাতে এসেছি, তোমারে আমি প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসি; কিন্তু ভাই! বিধাতা আমাদের আর একত্রে থাক্‌তে দিলেন না! স্নেহ কোথাও যায় না, যত দিন জীবন, তত দিন স্নেহ, যেখানেই থাকি, তোমার প্রতি আমার এই অবিচলিত স্নেহ সমভাবেই থাক্‌বে, এখন আমি—"

"কেন, আপনি এমন কথা বোল্‌ছেন কেন? যেখানেই থাকেন স্নেহ সমান থাক্‌বে, এ কথার ভাব কি? আপনি কি তবে এখানে থাক্‌ছেন না?" জ্যেষ্ঠ সহোদরের অপ্রত্যাশিত উক্তিতে সচকিতভাবে বিজয়লালের এই তিনটী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

"না, আমি এখানে থাক্‌ছি না,—এ দেশেই থাক্‌ছি না। কুড়ী বৎসরের মত দেশত্যাগী হবো। তুমি বাড়ীতেই থাক্‌বে, সময়ে সময়ে চিঠিপত্র লিখ্‌বো, যদি বেঁচে থাকি, বিশ বৎসর পরে সাক্ষাৎ হবে; নচেৎ এই পর্য্যন্ত!" একদৃষ্টে কনিষ্ঠের মুখপানে চেয়ে ত্রস্তভাবে পদ্মলাল এই উত্তর দিলেন।

বিস্মিতের উপর আরো বিস্মিত হয়ে বিজয়লাল সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি! আপনি এ সব কি কথা বোল্‌ছেন? কোথায় যাবেন? হয়েছে কি? আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, কি একটা বিভ্রাট ঘোটেছে। কি সেই দুর্ঘটনা, আমারে স্পষ্ট কোরে বোলুন, যদি

সাধ্য থাকে, প্রতীকারের চেষ্টা পাই, দেশত্যাগী হবেন কেন ?"

"তা বৈ কি ! এত অপমান ! এত লাঞ্ছনা সহ্য কোরেও আবার এখানে থাক্‌তে হবে ! আমার শরীরে কি রক্তমাংস নাই ? এত অপমান ! আমি সব প্রজালোকের নিষ্কর জমী বাজেয়াপ্ত কোচ্ছি, লোকের উপর দৌরাত্ম্য কোচ্ছি, যাতে মানসম্ভ্রম যায়, যাতে সংসার জোলে যায়, তারিই জোগাড় কোচ্ছি; আমি বিষম শত্রু, বিষম কণ্টক, আমার কি আর এখানে থাকা সাজে ! আর শুধু তাও নয়, আরো অপবাদ ! ভয়ঙ্কর অপবাদ ! ভদ্রলোকের মেয়েছেলের উপর উৎপাত ! উঃ ! এতেতেও এখানে থাক্‌তে আছে ! ভদ্রলোকের মেয়েছেলে ! হুঁঃ !"—উত্তরোত্তর উগ্রস্বরে, গর্ব্বে, হাতমুখ নেড়ে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পদ্মলাল এই কথাগুলি বোল্লেন।

"কার মুখে আপনি শুন্‌লেন ? কে আপনাকে এ সকল কথা বোল্লে ?"

"কর্ত্তা স্বয়ং ! স্বয়ং !! স্বয়ং !!! আর কে !" বিজয়লালের প্রশ্নে পদ্মলালের এই সদর্প উত্তর।"

"হুঁ।, এতে অভিমান হোতে পারে বটে, কিন্তু বিবেচনা করুন, পিতৃব্য পিতৃতুল্য, আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যদি রাগের মাথায় দুটো কথা বোলেই থাকেন, সহ্য কোত্তে হয়, রাগ কোত্তে নাই। যখন দেখা যাচ্ছে, আমরা সম্পূর্ণরূপেই তাঁর অধীন, তাঁর আজ্ঞাকারী, যা তিনি বলেন, সকলিই আমাদের মঙ্গলের জন্য, তখন তাঁর কথায় রাগ কোরে দেশত্যাগী হওয়া কি আমাদের উচিত ?"

"কি বলো তুমি !—মঙ্গলের জন্য ?—যা মুখে আসে, তাই বোলে গালাগালি দেওয়াও কি মঙ্গলের জন্য ?—তিনি আমার মুখদর্শন কোত্তে চান্ না !—এটাও কি মঙ্গলের জন্য ?—হুঁঃ !—এ সব আমার সহ্য হয় না। তিনি আমার মুখ দেখ্‌তে চান না, আমিও তাঁর মুখ দেখ্‌তে চাই না !—তবে হুঁ।, পিতৃব্য, ভক্তির পাত্র, তাঁর প্রতি আমি এই পর্য্যন্ত ভক্তি দেখাতে পারি, রামচন্দ্র যেমন পিতৃসত্যপালনে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসী হয়েছিলেন, আমিও তেমনি পিতৃব্যের সন্তোষের জন্য বিংশতি বৎসর দেশত্যাগী হবো,—অজ্ঞাতবাসে যাবো !" কনিষ্ঠের উপদেশে পদ্মলালের এইরূপ উদাস প্রত্যুত্তর;—অনিবার্য্য সুদৃঢ় পণ, সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।

বিজয়লাল অনেকবার নিবারণ কোল্লেন, বিস্তর বুঝালেন, কৃতকার্য্য হোতে পাল্লেন না। "যদি বাঁচি, ২০ বৎসর পরে দেখাসাক্ষাৎ হবে!" কেবল এই কথাটী পুনরুক্তি কোরে পদ্মলাল দ্রুতপদে ঘরথেকে বেরিয়ে চোল্লেন। বিজয়লাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর একটীমাত্র কথা।—কুলকন্যার সঙ্গে কলঙ্ক রটনা কোরে লোকে যে কাণাঘুষো কোচ্চে, সেটা——সেটা——"

"সেটা—সেটা—কি?—সেটা সত্য কি না, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চো?—তা আমি বোল্‌তে চাই না। যেমন অবস্থা ঘোটেছে, তাই দেখে, আর তাই ভেবে বিবেচনা কোরে লও।—কিন্তু যার নামে এটা ঘোটেছে, তারে কুলকন্যা বলে না, সে অতি ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!—অতিশয় মায়াবিনী!" বিজয়লালের অর্দ্ধসমাপ্ত প্রশ্নে এইরূপ দুরবগাহ জটিল উত্তর দিয়ে পদ্মলাল শার্দ্দূলবিক্রীড়ন-গতিতে তোরণান্তরে প্রবেশ কোল্লেন। পশ্চাদ্ভাগে একবার ফিরেও চাইলেন না।

নানা-চিন্তায় আকুল হয়ে বিজয়লাল আপন প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন কোল্লেন। চিন্তার বিরাম নাই। "ইনি দেশত্যাগী হবেন!—বিশ বৎসরের জন্য দেশত্যাগী!—উঃ! কি নিদারুণ অভিমান!—কি নিদারুণ প্রতিজ্ঞা!—একেবারে অজ্ঞাতবাস!—মনোরমা—" এই অর্দ্ধোক্তি কোরেই অমনি শিউরে উঠ্‌লেন।—বোসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন;—ধীরে ধীরে বাইরে গিয়ে একবার এ দিক ও দিক দেখে এলেন;—উদাসভাবে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে আবার শয্যার উপর এসে বোস্‌লেন। অন্তঃকরণে চিন্তার তরঙ্গ ক্রীড়া কোচ্চে।—'অতি ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!—অতিশয় মায়াবিনী!'—কারে লক্ষ্য কোরে এ কথা বোল্লেন?—কার উদ্দেশে এ নিদারুণ নির্ঘাত বজ্রধ্বনি?—না, তা নয়,—সে নয়,—আর কেউ হবে!—না, তাই বা কেমন কোরে?—যদিও স্বভাবদোষ অনেক অবলাকে অপবিত্র কোরেছে, কিন্তু আজকাল যা নিয়ে এত হুলুস্থূল, তাতে ত অপর কেউ বোধ হয় না।—উঃ!—মনোরমা স্বৈরিণী!—উঃ!—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—মনোরমা মায়াবিনী!—প্রতারণা!—উঃ! এত ভ্রমেও আমি অন্ধ হয়ে ছিলেম!—না, সে নয়!—আর কেউ!—তাই হবে!—মনোরমা স্বৈরিণী নয়;—মনোরমা মায়াবিনী

নয় !—মনোরমা আমারে ভালবাসে, যথার্থই ভালবাসে,—আমার প্রতী তার অকপট অনুরাগ তার অন্তরে কপটতা নাই, তবে—অ্যাঁ !—মনোরমা অসতী ?—মনোরমা অবিশ্বাসিনী ?—না,—কথনই না।—এমন কথনই হবে না।—আচ্ছা, যদিই হয়,—মনোরমা যদি—না, তা হবে কেন ?—তা হবে না !—আচ্ছা, যদিই—না—না,—তা কেন ? আচ্ছা, যদিই হয়, তাতেই বা কি হলো ?—তাতেই বা আমার কি ?—তার সঙ্গে ত আমার বিবাহ হয় নাই !—তবে কেন ?—তবে আমার মন এমন হয় কেন ?—হৃদয় কাঁপে কেন ?—ওঃ !—যন্ত্রণা !—নিদারুণ যন্ত্রণা !—মনোরমা !"—বোল্‌তে বোল্‌তে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে একবার চেয়ে সহসা উঠে দাঁড়ালেন।—"জগদীশ,—ওঃ !—অসহ্য !—মনোরমা !—আঃ !—আবার বোসে পোড়্‌লেন। একবার সন্দেহ, একবার অবিরোধ ;—একবার অবিশ্বাস, একবার স্থির প্রত্যয় ;—একবার বিষাদ, একবার হর্ষ ;—একবার বিস্ময়, একবার চৈতন্য ;—একবার ক্রোধ, একবার শান্তি ; একবার চঞ্চল, একবার স্থির ;—একবার মৌন, একবার বাচাল ;—একবার চিন্তা, একবার নিরুদ্বেগ !—এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ অসম্বদ্ধ বিপরীতভাব বিজয়লালের মনোমধ্যে অনবরত ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। বিরামদায়িনী নিদ্রা সে রজনীতে একটীবারও তাঁর নয়নপথবর্ত্তিনী হোতে পাল্লেন না। চিন্তায় চিন্তায় রজনী প্রভাত।

প্রাতকালে রাজা ভূপেন্দ্রলাল সিংহ কাছারীতে বোসে আছেন, নিকটে বলদেব, একটু দূরে দূরে ৭। ৭ জন মুহুরী।—বিজয়লাল বিমর্ষ বদনে সেই খানে উপস্থিত হোলেন।—রাজা কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, সে ভাবটী তত অনুধাবন কোল্লেন না। বিজয় একপার্শ্বে উপবেশন কোল্লেন। একটু পরে ভূপেন্দ্রলাল বলদেবকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন,—"দেখ, পদ্মলাল অন্যায় কোরে যে যে প্রজার নিষ্কর জমী ক্রোক কোরেছে, তাদের সকলকে ডেকে এক একখানি খালাসী ছাড় লিখে দাও ;—অবিচারে কোনো লোকের বৃত্তিহরণ কোরে মনঃপীড়া দেওয়া বড় অধর্ম্ম।"

"আজ্ঞা মহারাজ ! পূর্ব্বেই আপনি এ হুকুম দিয়েছেন, ছাড়চিঠি লেখা হয়েছে।" প্রভুর আদেশে ক্ষিপ্রকারী কারকুণ এই উত্তর দিলেন।

"হয়েছে ?—আচ্ছা, বাহির করো।"—রাজাজ্ঞায় বলদেব আপনার বাক্স খুলে সেই ছাড়গুলি বার্ কোরে গদীর সম্মুখে ধোল্লেন। রাজা ভূপেন্দ্রলাল একে একে সেগুলি পোড়ে দেখে স্বাক্ষর কোরে দিলেন।—অপেক্ষা কেবল মোহর করা।—হাতবাক্স আন্‌বার হুকুম হলো। এক জন চাকর একটু পরে মুখ কাঁচুমাচু কোরে একধারে এসে দাঁড়ালো, কিছু বোল্‌তে পাল্লে না—ছোট বাবু তার ভাব দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি রে !—বাক্স কৈ ?—নিয়ে আয় না !"

"আজ্ঞা, পাওয়া যাচ্চেনা, বাক্স সেখানে নেই !" এই উত্তর দিয়ে পরিচারক স্তব্ধভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লো।

"নাই কি রে !—কি হলো !—কে নিলে ?—কোথায় রেখেছিলি ?—ভাল কোরে খুঁজে দেখ্‌গে যা।" বিজয়লালের এই কথায় সে জড়সড় হয়ে বোল্লে, "আজ্ঞা, যেখানে রোজ রেখে থাকি, সেইখানেই রেখেছিলুম, বেশ কোরে খুঁজে দেখিছি, সেখানে নেই !"

চাকরের এই দ্বিতীয় উত্তরে সকলেই চমকিত হয়ে পরস্পর মুখচাওয়া চায়ি কোত্তে লাগ্‌লো,—কর্ত্তা রেগে উঠ্‌লেন, বিজয়লাল স্বয়ং গিয়ে একবার অন্বেষণ কোরে এলেন, পেলেন না।—কর্ত্তার সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো,—সন্দেহের সঙ্গে ক্রোধ।—"আশ্চর্য্য !—ঘরের ভিতর থেকে বাক্স গেল, কেউ জান্‌তে পাল্লে না।—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার !" সকলের মুখেই এই প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো;—বিষম হুলুস্থূল।—সমস্ত চাকর-নফরকে ধম্‌কাতে লাগ্‌লেন, সকলেই ভয়ে জড়সড়, কেউ কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পাল্লে না, বাক্স পাওয়া গেল না।

রাজা ভূপেন্দ্রলাল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বোল্লেন,—"বাক্স যাক্, ক্ষতি হোচ্ছে না,—তাতে যে টাকা ছিল, তাও ধরি না, কিন্তু আমার নামাঙ্কিত মোহর আর খানকতক দরকারী দলীল ছিল, সেই জন্যই কিছু ভাবনা হোচ্ছে।—দুষ্টলোকে তা হাতে পেলে ভারি গোলযোগ বাধাতে পারে।"—এমন অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে, পরস্পর সকলেই সেই রকমে কত কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ পরে ভূপেন্দ্রলাল গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "তা আচ্ছা, খালি দস্তখতেই এখন কাজ হবে,—একান্তই যদি

না পাওয়া যায়, নূতন মোহর জারী করা যাবে, এখন এই দস্তখতী ছাড়-গুলিই বিলি কোরে দাও।"—বলদেব "যে আজ্ঞা" বোলে ক্রোকী লাখেরাজের মালিকগণকে ডাক্‌তে লোক পাঠালেন, কাছারীতে আর পাঁচপ্রকার কথাবার্ত্তা, সলাপরামর্শ চোল্‌তে লাগ্‌লো। দুই এক দণ্ড অতীত।—এমন সময়ে এক জন ভৃত্য এসে সম্বাদ দিলে, "বড় বাবু অনেক রাত্রে উঠে কোথায় চোলে গিয়েছেন!"

রাজা ভূপেন্দ্রলাল তার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় গিয়েছে?"

"আজ্ঞে মহারাজ! তা আমি জানি না। যখন যান, বোলে গিয়েছেন, আমি এ দেশথেকে চোল্লেম, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, বলিস্, আমি জানি না।"

ভৃত্যের এই উত্তর শুনে রাজা একবার বিজয়লালের আর একবার বলদেবের মুখের দিকে চাইলেন। অবসর বুঝে বিজয়লাল গত রজনীর আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি পিতৃব্যকে শুনালেন। শুনে অধোদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "বিশ বৎসর!—আচ্ছা, স্ত্রীলোক নয়, যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই যেতে পারে।" এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ হলো, এই ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে মৌনাবলম্বন কোল্লেন। সভাস্থ সকলেরি চক্ষু সেই সময় প্রভুর মুখের দিকে আকৃষ্ট হলো। বলদেব যেন কি বোল্‌বেন, এই ভাবে কিছু ভূমিকা কোচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরে আর বোলতে হলো না; কর্ত্তা স্বয়ংই মৌনভঙ্গ কোরে চকিতভাবে বোল্লেন, "তবে এ তারি কর্ম্ম, বাক্স সেই-ই নিয়ে গিয়েছে! উঃ! ভিতরে ভিতরে এত দূর নষ্টামী! প্রথমে যখন শুন্‌লেম, বাক্স পাওয়া যাচ্চে না, তখন আমার এত সন্দেহ হয় নাই, ভয় ত হয়ই নাই;—এখন বিলক্ষণ সন্দেহ বাড়্‌লো, কিছু ভয়ও হলো।—নামের মোহর আর দরকারী দলীলপত্র আমার সেই হাতবাক্সে রয়েছে; যদি চোরে নিত, কোনো ভয় ছিল না; চোরে কেবল টাকাই চায়, টাকাই ল্যায়, ও সকল জিনিস্ তাদের কোন কাজে লাগ্‌তো না,—ব্যবহারেও আস্‌তো না, ক্ষাস কাগজ আর একটা সামান্য রূপার চাক্‌তি মনে কোরে অগ্রাহ্যই

কোত্তো। যখন পন্নলাল নিয়েছে, তখন অবশ্যই এক খেল্ খেল্‌বে। সে টাকা চায় না, টাকা তার অনেক আছে, কেবল ঐ মোহর আর দলীলের লোভেই বাক্সটা হাত কোরেছে, সন্দেহ নাই। উঃ! এতদূর বজ্জাতী!—বিশ্বাসঘাতক!" মুখ বিষন্ন হলো, সভাশুদ্ধ সকলেই চিন্তাযুক্ত; কারো মুখে বাক্য নাই। ঘর নিস্তব্ধ,—গম্ভীর নিস্তব্ধ। দেয়ালের ঘড়ীতে খুট্ খুট্ কোরে পলকের শব্দ হোচ্চে, স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌লো।

"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার সংসারের একমাত্র রত্ন, হৃদয়ের একমাত্র মণি চুরি গিয়েছে! কে আমার এমন সর্ব্বনাশ কোল্লে! আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে!" পুনঃ পুনঃ শিরে করাঘাত আর এই প্রকার আর্ত্তনাদ কোত্তে কোত্তে উন্মত্তের ন্যায় একজন ভদ্রলোক কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। এসেই বিছানার সম্মুখে মাটীর উপর আছাড় খেয়ে পোড়্‌লেন!—কে তিনি?—অনাথ সিংহ। ক্রোকী নিকরের ছাড় দিবার জন্য যে লোক সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল, তারি মুখে রাজার আহ্বান শুনে তিনি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেনঃ—বোধ হয়, সংবাদ না পেলেও আস্‌তেন। তাঁরে তদবস্থ দেখে রাজা ভূপেন্দ্রলাল শশব্যস্তে সপারিসদ আসনত্যাগ কোরে নিকটে গিয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "আপনার এরূপ অবস্থা কেন? কি দুর্ঘটনা হয়েছে? কেন আপনি এমন কোচ্ছেন?"

"বজ্রপাত হয়েছে! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! মনোরমা নাই! আমার প্রাণতুল্য মনোরমা রাত্রে একাকিনী কোথায় চোলে গিয়েছে! অনেক অন্বেষণ কোল্লেম, কোথাও পাওয়া গেল না! মা!—মা আমার!—মনোরমা! অন্ধের যষ্টি! কোথায় গেলে! এই বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ কোরে কোথায় পালালে!" উন্মত্তের ন্যায় বারম্বার এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কোত্তে কোত্তে ধূলায় গড়াগড়ি খেতে লাগ্‌লেন! সকলেই বিষাদে চমকিত হয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা স্বয়ং অনেক সান্ত্বনা কোরে তাঁরে বিছানার উপর তুলে বসালেন। "অন্বেষণ করা যাক্, অবশ্যই পাওয়া যাবে, আপনি স্থির হোন, বালিকা, একাকিনী, কোথায় যাবে, অবশ্যই পাওয়া যাবে, কাঁদ্‌বেন না, আমিই তাঁরে অন্বেষণ কোরে এনে

দিব, চিন্তা কি, কোন চিন্তা নাই, ধৈর্য্যধারণ করুন, বোধ হয়, তিনি নিকটেই আছেন, নিশ্চয়ই সন্ধান হবে।" এইরূপ অনেক বুঝালেন, কিন্তু অনাথ সিংহ কিছুতেই প্রবোধ মান্‌লেন না; স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন।

কাছারীবাড়ীতে যখন এই আকস্মিক শোকাবহ অভিনয় হয়, সকলেই যখন অনাথ সিংহের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত, আকৃষ্টদৃষ্টি, বিজয়লাল সেই অবসরে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় অতর্কিতভাবে তড়িদ্গতিতে সেখানথেকে বেরিয়ে গেলেন। কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লেন না, অথবা জান্‌তে পেরেও তত লক্ষ্য কোল্লেন না, বিজয়লাল এককালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত। মন উদাস ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, নেত্র বাষ্পপূর্ণ, অথচ মুখ গম্ভীর। নিকটে একটী ভগ্ন মন্দির ছিল, তারি ছায়ায় উপবেশন কোরে দারুণ চিন্তায় নিমগ্ন। "মনোরমা নাই! মনোরমা পালিয়েছে! একাকিনী যুবতী কুমারী গভীর রাত্রে বাড়ীথেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে! কে তারে চুরি কোরে নিয়ে গেছে! উঃ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! দুজনেই এক রাত্রে পালিয়েছে! এই-ই তবে ঠিক কথা! দুজনেই একসঙ্গে পালিয়েছে! অনাথ সিংহ বোল্লেন, 'সংসারের একমাত্র রত্ন, হৃদয়ের একমাত্র মণি চুরি গিয়েছে!'—সত্য কথা!—চুরিই গিয়েছে! এতে আর আমার বিন্দুমাত্র সংশয় থাক্‌ছে না! উঃ! জগদীশ! এত প্রতারণা! অগ্নি! নিদারুণ যন্ত্রণা!—'অতি ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!—অতিশয় মায়াবিনী!' রজনীর এই কথা এখনও আমার কাণে বাজ্‌ছে! রজনীদেবী স্বয়ং যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে এখনও আমার কাণে সেই কথা প্রতিধ্বনি কোচ্ছেন! এ কথা তবে যথার্থ! ওঃ! আমি কি অন্ধ! কালসর্পে এতদূর বিশ্বাস! হুঁঃ! রাত্রে মনোরমা আমারে বোলেছিল, 'যেথানেই থাকি, আমি তোমারি! যেথানেই থাকো, মনে রেখো, একান্তই দাসী তোমারি!' ওঃ! বিশ্বাসঘাতিনী স্বৈরিণীর কি ছলনা! উঃ! মনোরমা অসতী!—মনোরমা!—না,—মনোরমা অসতী নয়!—তা যদি হবে, তবে এই নাম উচ্চারণ কোবে—কেবল এই নামটী উচ্চারণ কোরেই আমার এত আনন্দ হোচ্ছে কেন!—হৃদয়ে একটু আশ্বাস স্থান পাচ্ছে কেন! তবে কি মনোরমা অসতী নয়! না,—মনোরমা অসতী! যদি নয়, পালাবে

কেন? তবে দুজনে একসঙ্গে পালাবে কেন? চোরে তারে চুরি কোরে নিয়ে যাবে কেন? উঃ! মনোরমা স্বৈরিণী—ভয়ঙ্কর স্বৈরিণী!" এইরূপ কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকূল, কতপ্রকার বিতর্ক বিজয়লালের সন্দেহ-দোলায়মান চিত্তে অনবরত ক্রীড়া কোচ্ছে, কখনো আসছে কখনো যাচ্ছে, কখনো স্তম্ভিতভাবে রুদ্ধ থাকছে, কে তার গণনা করে? তিনি একবার ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে জগৎপিতারে নমস্কার কোল্লেন, অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন। জমী তদারক উপলক্ষে অনাথ সিংহের বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ, মনোরমার প্রথম দর্শন, সপ্রণয়, নির্জ্জন-সম্ভাষণ, বিবাহের বাগ্দান, আর পূর্ব্ব রজনীর কথোপকথন অবধি এই বর্ত্তমান নির্ঘাত সংবাদ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা মনে পোড়্লো। এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য, অবধারণ কোত্তে না পেরে ক্রমশই অস্থির হোতে লাগ্লেন। অনেকক্ষণের পর এই সঙ্কল্প কোল্লেন, তারা যেখানেই যাক, অন্বেষণ কোল্লে শীঘ্রই দেখ্তে পাবো। এইটী স্থির কোরে পিতৃব্যের অজ্ঞাতসারে একাকী নৌকারোহণে তদ্দণ্ডেই পাটলি-পুত্র পরিত্যাগ কোল্লেন।

বেলা দুই প্রহর।—এ দিকে ভূপেন্দ্র সিংহ বিবিধপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে অনাথ সিংহকে কতক শান্ত কোল্লেন। বিশেষ যত্ন কোরে তাঁরে কাছারী-বাড়ীতেই রাখ্লেন।—তখন চমক্ হলো বিজয়লাল কোথায়?—বাড়ীতে অন্বেষণ করা হলো, নাই;—চাকরদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেউ কিছু বোল্তে পাল্লে না। কখন বেরিয়ে গিয়েছেন, কেউ দেখেও নাই, জানেও না; সুতরাং নীরব। এ দিক ও দিক খুঁজ্তে লোক পাঠানো হলো, লোকেরা হতাশ হয়ে ফিরে এলো, কিছুই সন্ধান পেলে না। ভূপেন্দ্র সিংহের দারুণ দুশ্চিন্তা, মহা উদ্বেগবৃদ্ধি, স্নেহকাতরমনে নানাসন্দেহ উপস্থিত, ক্রমশই প্রবল। অনাথ সিংহের শোকের উপর দ্বিগুণ শোক একত্র। আমলারা সকলেই মহা উদ্বিগ্ন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, কিছুই ঠিকানা কোত্তে পাল্লে না। সন্ধ্যা হলো, তখনও পর্য্যন্ত বিজয়লাল ফিরে এলেন না। সকলের মুখেই ব্যাকুলতার লক্ষণ লক্ষিত হোতে লাগ্লো। রাজা ভূপেন্দ্রলাল অবশেষে এই স্থির কোল্লেন যে, সহোদরের স্নেহে অথবা মনোরমার অনুরাগে বিজয় দেশত্যাগী হয়েছে। মনে মনে

এইটী স্থির কোরে তিন জনেরই হুলিয়া লিখে স্থানে স্থানে ঘোষণা দিলেন, সন্ধানের পুরস্কার দশ সহস্র টাকা। উদ্বেগে উদ্বেগে, বিবিধ তর্কবিতর্কে, অধৈর্য্যে, অনিদ্রায় রজনী প্রভাত।

আর পাটনাতে বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন ভেবে রাজা ভূপেন্দ্র পরদিনেই বারাণসীযাত্রা অবধারণ কোল্লেন। অনাথ সিংহকেও সেই সঙ্গে কাশী-বাসের অনুরোধ করা হলো, তিনি সম্মত হলেন না। কিছু দিন পরে সহোদরাকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের শেষকাল বিশ্বেশ্বরধামে অতিবাহিত করা তাঁর অভিপ্রায়, এই ভাবটী জানিয়ে তখন বিদায় হোলেন। এ দিকে রাজার প্রস্থানের আয়োজন হোতে লাগ্‌লো। অপরাহ্ণে লোকজন সঙ্গে নিয়ে তিনি কাছারী থেকে বেরুলেন। কেবল বলদেব আর একজন মুহুরী উপস্থিত কার্য্যের জন্য সেইখানেই থাক্‌লেন। রাজা তরণী আরোহণে ভগ্নান্তঃকরণে স্বদেশযাত্রা কোল্লেন। নৌকাস্থ সকলের মুখে সর্ব্বদাই কেবল এক কথা।— "কে কোথায় ?"—ভাগীরথীগর্ভে প্রতিধ্বনি হলো – কে কোথায় ! –

দ্বাদশ কাণ্ড।

চরম ইচ্ছাপত্র।

ভগ্নান্তঃকরণেই রাজা ভূপেন্দ্রলাল আপন ভবনে উপস্থিত হোলেন। পরিবারেরা সকলেই এই নিদারুণ শোক-সমাচার জ্ঞাত হয়ে মহাশোকে নিমগ্ন। অন্তঃপুর আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। প্রতিবাসী ভদ্রলোকেরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে এলেন, তাঁরাও এই শোচনীয় সমাচার শুনে বিষাদে নিমগ্ন।

কিছু দিন অতীত হলো। নানা-চিন্তায় মহাবিষাদে ভূপেন্দ্রসিংহ সঙ্কটাপন্ন পীড়ার শয্যাগত। চিকিৎসকেরা প্রতিদিন উপস্থিত থেকে প্রাণপণযত্নে নিয়মিত ব্যবস্থা কোচ্ছেন, যা যখন আবশ্যক, সমস্তই তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হোচ্চে, কিন্তু কিছুতেই ব্যাধির উপশম হোচ্চে না, বরং ক্রমশঃই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। শারিরীক পীড়া অপেক্ষা মানসিক পীড়া প্রবল;—সে পীড়ার চিকিৎসকও দুর্লভ, ঔষধও দুর্লভ। দিনদিন উপসর্গ-বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিক্ষয় ও বলক্ষয়। এক দিন দুইজন চিকিৎসক নিকটে বোসে আছেন, পাঁচ সাত জন আত্মীয়-স্বজনও শয্যার পার্শ্বে উপবেশন কোরে সেবাশুশ্রূষা কোচ্চেন, ভূপেন্দ্র সিংহ একপাশে শুয়ে আছেন, মানসিক যাতনায় শরীর আইচাই কোচ্চে, এক একবার সতৃষ্ণ-নয়নে পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়দের চিন্তাকুল বিষণ্নবদন নিরীক্ষণ কোচ্চেন, ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হোচ্চে, শয্যাপার্শ্বে সকলেই নীরব, রোগী নিজেও নীরব। অনেকক্ষণ পরে রাজা একজন নিকট আত্মীয়কে সম্বোধন কোরে অতি মৃদু খিন্নস্বরে বোল্লেন, "এই আমার অন্তিম সময়, শেষ দিন আসন্ন, দুটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল"—এই পর্য্যন্ত বোলে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে একটু থেমে আবার বোল্লেন, "কোথায় গেল, এপর্য্যন্ত ফিরে এলো না, কোনো সন্ধানও পাওয়া গেল না,—আঃ!—আমার আর বিলম্ব নাই! অতি শীঘ্রই তোমাদের কাছে—পরিজনবর্গের কাচে—ভদ্রাসনের কাছে—জন্মভূমির কাছে—পৃথিবীর কাছে বিদায় নিতে হবে! বড় আক্ষেপ থাক্‌লো, এত যত্নে যাদের মানুষ কোরে ছিলেম, মৃত্যুকালে একটীবার তাদের দেখ্‌তেও পেলেম না; তাদেরি মায়ায় এত বিষয় আশয় কোল্লেম, এত ঐশ্বর্য্য বাড়ালেম, আহা!—ভোগ করে, এমন একটীও লোক নাই!" আর একটু নিস্তব্ধ হয়ে কি চিন্তা কোরে পাশ ফিরে শুয়ে আবার বোল্লেন, "যা হোক্, এখনো আশা আছে। আমার সঙ্গে দেখা হলো না, অন্তকালে আমি তাদের দেখ্‌তে পেলেম না, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় তারা এক দিন নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌তে পারে; সে আশা ফুরায় নাই, সে আশা আছে। তাই জন্যে বোল্‌ছি, এই আসন্নকালে একটা কিছু লেখাপড়া কোরে গেলে ভাল হয়।

বারজনে লুটেপুটেও খেতে পারে না, তাদেরও পরস্পর বিবাদ করবার পথ থাকে না। আমার ইচ্ছা,—এই সময়, সময় থাক্‌তে একটা লেখাপড়া করি।" নিকটবর্ত্তী সকলেই এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে সায় দিলেন। তখনি লেখাপড়ার উপকরণ এনে উইল লেখা আরম্ভ হলো। সে উইলের মর্ম্ম এইরূপ;—"আমার দুটী ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীপন্নলাল সিংহ, কনিষ্ঠ শ্রীবিজয়লাল সিংহ। আমি অপুত্রক, ঐ দুটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে সযত্নে পালন করিয়াছি. এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পন্নলাল সিংহ আমার অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র হওয়ায় কনিষ্ঠ বিজয়লালকেই সমস্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলাম, সে এক্ষণে দেশে না থাকাতে আমার পরম আত্মীয় বারাণসীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রচাঁদ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু সুখদয়াল সিংহ মহাশয়দ্বয়কে অছী নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁরা আমার অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমার নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিবেন, উক্ত পন্নলাল সিংহের বিবাহিতা বনিতা শ্রীমতী বিরাজকুমারী এই ভদ্রাসনেই বাস করিবেন, তাঁহার সমস্ত খরচপত্র ও ব্রতনিয়মাদি সরকারী বিষয় হইতে চলিবে, পন্নলাল স্বয়ং এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিলে মাসিক একশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেক, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই দাবী করিতে পারিবেক না। অছীমহাশয়েরা যাবতীয় নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক সঞ্চিত অর্থ আপনাদিগের জিম্মায় রাখিবেন, বিজয়লাল উপস্থিত হইলে তাহাকে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিবেন। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে আপনাদিগের বিশ্বাসমতে নূতন অছী মনোনীত করিতে পারিবেন। প্রকৃত উত্তরাধিকারী যতদিন অনুপস্থিত থাকে, আমার পরলোকান্তে ততদিন ইহাঁরা ইহাঁদিগের দ্বারা নিয়োজিত অছীরা আমার সমস্ত স্থাবরাস্থাবর বিষয় ও সঞ্চিত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণসম্বন্ধে যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করিবেন, মামলামোকদ্দমা, বাহাল বরতরফ, যাহা কিছু আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা আমার ও আমার উত্তরাধিকারীর স্বকৃত কর্ম্মের তুল্য কবুল ও মঞ্জুর ও সুসিদ্ধ। অছীমহাশয়েরা আমার সেরেস্তার সাবেক আম্‌লাবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন, নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মার্থে দানধ্যান ইত্যাদির খরচপত্র দিবেন।—বিশেষ

গুরুতর প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি অথবা তাহার কোনো অংশ অছীমহাশয়েরা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। যদি করেন, উপযুক্ত সময়ে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বিষয়ের নাম, পরিমাণ, রাজস্ব, সঞ্চিত অর্থ, অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উইলের বয়ানে লেখা হয়েছিল, এ পরিচয়ের অপেক্ষা নাই। উইলের সাক্ষী শ্রীহরশ্যামল মিশ্র, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীসূর্য্যানন্দ ত্রিবেদী, সাং ৺ প্রয়াগধাম, হাল ৺ বারাণসী। শ্রীশীতলপ্রসাদ মিশ্র, সাং অযোধ্যা, হাল ৺ বারাণসী। শ্রীমধুবন দাস, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীমুলতানচাঁদ দাগা, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীনহবতরাম সিংহ, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীবিষণদয়াল হর্দ্দিয়া, সাং ৺ বারাণসী। শ্রীপান্নালাল প্রসাদ, সাং কাণপুর, হাল ৺ বারাণসী।

এই নব সাক্ষীর স্বাক্ষরিত উইলে রাজা ভূপেন্দ্রলাল সিংহ সর্ব্বসমক্ষে স্বাক্ষর কোল্লেন. প্রধান অছী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রচাঁদ রায়ের হস্তেই মূল দলীলখানি ন্যস্ত থাক্‌লো, তার এক প্রস্থ নকল কোরিয়ে রাজা আপন বাক্সমধ্যেই রাখ্‌লেন। লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে বাহিরের লোকেরা একে একে সে দিন বিদায় হোলেন। বাড়ীর লোকেরা ব্যাধি-শয্যার পার্শ্বে বোসে যথাবিধি সেবাশুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লো।

রাজা দিনদিন ক্ষীণ হয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন, উত্থানশক্তি,—বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হয়ে এলো। কবিরাজেরা—হাকিমেরা নিত্য নূতন নূতন তীব্র ঔষধ,—বলকর ঔষধ ব্যবস্থা কোত্তে লাগ্‌লেন, আহার প্রায় কিছুই নাই,—ক্ষুধা হয় না,—যদিই এক আধদিন হয়, জীর্ণ হয় না;—কেবল বিন্দু বিন্দু দুগ্ধের উপর জীবন আছে।—"কে এলে?—বিজয়?—বোসো!—আমি যাই!—এ সময় আমার কাছ ছাড়া হয়ো না! তোমার বিবাহ দিয়ে আমি বড় সুখী হয়েছি; নিশ্চিন্ত হয়েছি! বৌমা—কৈ?—এসেছ?—মা এসো!—বলদেব!—আমার মাকে যৌতুক দাও!—মা!—আ—মা—কে—একটু ক—অ—অ—ল!—আ—আ—আ—"—রোগী মধ্যে মধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার প্রলাপ বোক্‌ছেন,—কখনো উত্তাননয়নে খনখন সত্রাস দৃষ্টিপাত

কোচ্চেন,—মাঝে মাঝে কাকতন্দ্রা আস্‌চে,—অঘোর আচ্ছন্ন,—একটু চৈতন্য হোলেই পিপাসা!—ক্রমশই গতিক মন্দ;—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা!

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

হস্তিনাপুরী।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ হস্তী যে স্বনামপ্রসিদ্ধ সুরম্য নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, সাক্ষাৎ নররূপি ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠির একসময়ে যেখানে একচ্ছত্রামহীপতি হয়ে জগতে রাজধর্ম্ম ও সাত্ত্বিক কর্ম্মের আদর্শস্থল হয়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ নরপতি যেখানে শির নত কোরে রাজপ্রসাদ লাভে উল্লাসিত হোতেন, সেই নরপ্রিয় নরেন্দ্রনগরীর নাম হস্তিনাপুরী। তখনকার শোভাসমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা কোল্লে এখন এটীকে নিশাকমল বোলে পরিচয় দিতে হয়। এই নগরীর আর একটী নাম পরীক্ষিতগড়।—কালচক্রে আর্য্য গৌরবের সঙ্গেসঙ্গেই এট দুটী নাম এখন পরিপেষিত হয়ে গেছে;—ভাগ্যলক্ষ্মী এখন অপরের অঙ্ক-শায়িনী। উপবনলতা যেন সহকারতরুর অঙ্গচ্যুত হয়ে শাল্মলিবৃক্ষ আশ্রয় কোরেছে! প্রবলপ্রতাপ যবনজাতি এখন এই আর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত বিশাল রাজ্যে আধিপত্য কোচ্চেন!—অধুনা হস্তিনা-পুরী—পরীক্ষিতগড়ের অভিনব অনার্য্য নাম দিল্লী।—মহাবীর্য্য, অক্ষত-বিক্রম, অপক্ষপাতী, প্রকৃতিরঞ্জন সম্রাট্ আক্‌বরসাহ লোকান্তরগত হয়েছেন, ভোগসুখবিলাসী জাঁহাগীরশাহও পূজনীয় পিতার অনুসরণ কোরেছেন, হিমশিলাসন্নিভ শাহজাঁহা আপনার দুরাশয় ঔরসপুত্র ঔরঙ্গজেবের কুচক্রে কারাগারে বন্দী।—দুর্দ্দান্ত মোগলকুলকলঙ্ক ঔরঙ্গজেব এখন দিল্লীর

সিংহাসনে অপ্রতিযোগী সম্রাট্। তিনি নানা-দেশ নানা-রাজ্য জয় কোরে ক্রমে ক্রমে ভারতরাজ্যে প্রায় দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছেন;—এখন কেবল প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাষ্ট্রীয় মহারাজ শিবজী।—তিনি কখনো কখনো সম্মুখসংগ্রামে, কখনো কখনো ইন্দ্রজিতের ন্যায় অলক্ষিত যুদ্ধে মোগল-সম্রাটের বিস্তর সেনা ছিন্নভিন্ন কোরেছেন। তাঁরে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য নানা ছল, নানা কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই সেই বহ্নি-প্রতিম তেজস্বী পুরুষ বিধর্ম্মীর বশীভূত হন নাই। রাজকুমারী রোসি-নারা অপহৃতা হয়ে শিবজীর দুর্গে বন্দিনী হয়েছিলেন, সেখানে শিবজীর প্রতি তাঁর মনে মনে অনুরাগ জন্মেছিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় মোগলসেনারা সহসা সেই দুর্গ আক্রমণ কোরে রোসি-নারাকে উদ্ধার করে। রাজকুমারী দিল্লীতে আনীত হোলে সম্রাট্ মহা-ক্রোধে তাঁরে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করেন। বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহজাহা যে গৃহে বন্দী ছিলেন, রোসিনারাও সেই গৃহে বন্দিনী। এই ঘটনার পর শিবজী দিল্লীর দরবারে আহূত হন; কৌশলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই সাহসী বীরপুরুষ যেরূপ চমৎকার উপায়ে দিল্লী-থেকে পলায়ন করেন, ইতিহাসপাঠকমাত্রেই সেটী অবগত আছেন, এ উপন্যাসে তার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। যে সময়ে এই ঘটনা হয়, সেই সময়ে একজন পঞ্জাবী মহাজন রাজদরবারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হন। পাষাণহৃদয় ঔরঙ্গজেব হিন্দুজাতির প্রতি এত যে জাতবৈর, তথাচ সেই অপরিচিত পঞ্জাবী হিন্দুর উপর অকস্মাৎ তাঁর সমূহ বিশ্বাস জন্মেছিল; কেবল বিশ্বাসমাত্র নয়, তাঁর প্রতি বিশেষ অনুকূল, বিশেষ সদয়, বিশেষ সুপ্রসন্ন। সেই অপরিচিত পঞ্জাবীর নাম দৌলতরাম। তিনি সেনাদলে সন্নিবেশিত হোতেন না বটে কিন্তু সময়ে সময়ে সম্রাটকে সামরিকতত্ত্বের যে সকল মন্ত্রণা দিতেন, তাতে যথেষ্ট উপকার, যথেষ্ট সিদ্ধিলাভ হতো। এই গুণে তাঁর প্রতি সম্রাটের আরো অকপট বিশ্বাস, অচলা ভক্তি। দিল্লি-নার একটী প্রত্যন্তদেশে যমুনাতীরে দৌলতরামের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। তিনি সেইখানে থেকে নানারকম কারকারবার করেন, বিশ্বাসপাত্র দেখে তেজারতীও চালান, বাড়ীতে অনেক লোকজন সর্ব্বদাই যাওয়া আসা

করে, নিজের চাকরনফরও বিস্তর; ভারি জল্‌জলাট্, ভারি প্রতিপত্তি। সহরে চিটি হয়ে গেলো, দৌলত্‌রাম একজন মস্ত লোক! বাস্তবিক অল্প দিনমধ্যেই তিনি একজন নামজাদা মহাজন হয়ে উঠ্‌লেন। মাঝে মাঝে রাজদরবারে যাওয়া আসা আছে, বাদশাহের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করাও আছে, সম্রাটও যথেষ্ট খাতিরযত্ন করেন, তাতেই আরো অধিক সম্ভ্রম।

এক বৎসর অতীত। মহারাষ্ট্রীর যুদ্ধ, বিজয়পুরের যুদ্ধ, দাক্ষিণাত্যের আরো দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবিপ্লব ঔরঙ্গজেবকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলে। তিনি সর্ব্বদা রাজধানীতে উপস্থিত থাকৃতে পারেন না; সুবেদার, সেনাপতি, নায়েব চতুর্দ্দিকে রাধাচক্রের ন্যায় ঘুর্‌ছে, কিন্তু বাদশাহ তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোত্তে পারেন না, সুতরাং নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত থাকৃতেও পারেন না, দেশকাল বিবেচনায় স্বয়ং স্থানে স্থানে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঔরঙ্গজেব নৃশংস, পরধর্ম্মবিদ্বেষী, স্বধর্ম্মে অন্ধ, দয়া-মায়া-পরিশূন্য, পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃহন্তা, পররাষ্ট্রলোলুপ, শোণিতপিপাসু শার্দ্দূল। এ সকল দোষ তাঁর ছিল সত্য, কিন্তু তিনি নির্গুণ ছিলেন না। বিদ্বান্, সাহসী, শৌর্য্যশালী, উদ্‌যোগী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মন্ত্রণাকুশল, বহুশ্রমসহিষ্ণু, আর পুরুষকারসম্পন্ন। সকল বস্তুরই শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পৃষ্ঠ আছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রকৃতির কৃষ্ণপৃষ্ঠ নিরীক্ষণ কোল্লে তাঁরে প্রকৃতই একজন দুরাসদ রাক্ষস বোলেই প্রতীতি জন্মে, কিন্তু শুক্ল পৃষ্ঠ পর্য্যালোচনা কোল্লে সেই নরশার্দ্দূলকে হস্তিনার গৌরবান্বিত রাজসিংহাসনের নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা হয় না। যখন তিনি বিজয়পুরে, সেই সময়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবা এক বিষয়ে অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁর সন্তোষবিধান করেন। কোনো কারণে সেই যুবাও তাঁর শরণাপন্ন হন। মহারাষ্ট্রে তখন ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত। মহাপরাক্রান্ত মহাবীর শিবজী দিল্লীর সিংহাসনের পরম শত্রু, এমন অবস্থায় ঔরঙ্গজেবের তুল্য নিষ্ঠুর নৃপালের অনুগ্রহ লাভ করা মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষে কিরূপে সঙ্গত হয়?—এ সন্দেহ নিষ্কারণ। শিবজীর প্রতি বাদশাহের আক্রোশ ছিল যে সকল লোক শিবজীর দলাক্রান্ত, তারাও রাজ্যের বিপক্ষ, কিন্তু তা বোলে সমস্ত জাতির প্রতি ঘৃণা কি অবিশ্বাস

করা উচিত কি না, রাজনীতিকুশল ঔরঙ্গজেব সেটা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি আরো জান্‌তেন, বিপদসময়ে যে জাতির আত্মীয়বিচ্ছেদ হয়, সে জাতির পতন আসন্ন। তা ছাড়া অনুগতপালনে, আশ্রিতকে আশ্রয়দানে ঔরঙ্গজেবের বিশেষ ঔদার্য্য ছিল। তিনি আরো জান্‌তেন, বিপক্ষের কোনো আত্মীয়-স্বজনকে হস্তগত কোত্তে পাল্লে কৌশলে অনেক কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই সকল ফল চিন্তা কোরেই তিনি ঐ শরণাগত যুবাকে আশ্রয় দান কোল্লেন। সেই যুবাও যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি বীর্য্যবান্। উপস্থিত যুদ্ধে যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়ে বাদশাহের প্রিয়পাত্র হোলেন। বিনয়, নম্রতা আর শিষ্টাচারেও সদ্বংশের পরিচয় হলো। যুদ্ধের অবসানে বাদশাহ তাঁরে সঙ্গে কোরে দিল্লীতে উপস্থিত হোলেন। এই অভিনব অনুচরের নাম চয়নসুখ রাও।

দিল্লীর এক ভদ্রপল্লীতে চয়নসুখের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। সম্রাট্ তাঁর বাসোপযোগী সমস্ত বন্দোবস্তের আদেশ দিয়ে দিলেন। একদিন অপরাহ্ণে এক বিনোদ উদ্যানে বাদশাহ পাদবিহার কোচ্চেন, সঙ্গে জনকতক আমীর ওমরাও আছেন, চয়নসুখও একজন সহচর। নানাবিধ গল্পের মধ্য অবসরে বাদশাহ প্রফুল্লবদনে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চয়নসুখ! রাজ-সরকারে তুমি কি কোনো কাজকর্ম্ম কর্‌বার বাসনা রাখো?"—চয়নসুখ ভূমি চুম্বন কোরে করযোড়ে উত্তর দিলেন, "জাঁহাপনা!—এ অনুগ্রহে চরিতার্থ হোলেম! কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে আমার বড় অনুরাগ;—নিতান্ত অভিলাষ।"

বাদশাহ সন্তুষ্ট হোলেন।—প্রসন্নমুখে গম্ভীরভাবে বোল্লেন,—"খুসি হোলেম;—তাই-ই হবে; তোমার ইচ্ছা শুনে আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কারবারেই প্রবৃত্ত হোতে পারো। তাতে যত মূলধন আবশ্যক, কল্য প্রত্যূষেই খাজাঞ্চীর কাছে পাবে।"—চয়নসুখ দুই হাতে সেলাম কোল্লেন। তার পর অন্যান্য কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। উদ্যান থেকে বেরিয়ে সম্রাট্ সপারিষদ্ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কোল্লেন, চয়নসুখ আপন বাসায় চোলে গেলেন।

———

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

নগর ;—নাগরিক ; সভ্যতা !

বহুপ্রাসাদ শোভিত, বহুজনাকীর্ণ, বহুবাণিজ্য-কোলাহলপূর্ণ জনপদের নাম নগর। যে নগরে রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধির বাস, সেই নগরের নাম রাজধানী।—না,—তা নয় ;—এটা ছেলেভুলানো কথা।—চক্ষুষ্মান্ পাঠক মহাশয় বোধ হয় এ বাহ্যব্যাপারে তুষ্ট হোতে চান না।—যেখানে অসীম ঐশ্বর্য্যের প্রতিবেশিনী অনাথিনী দরিদ্রতা ?—যেখানে মহা আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমকের পার্শ্বসখী নিতান্ত হীন মলিন বিশীর্ণতা ;—যেখানে একখানি ইষ্টকের প্রাচীর ব্যবধানে বিবিধ ভোগবিলাস ও দারুণ দুর্দ্দশার অবস্থান !—যেখানে সুচারু শোভায় সুসজ্জিত সুরম্য হর্ম্মের অনতিদূরে অসমতল, আচ্ছাদিত, জীর্ণ ভগ্ন পর্ণশালা,—যেখানে এক গৃহে চারুহাসিনীর নূপুরশিঞ্জিত মনোহর নৃত্য, এক গৃহে দুগ্ধপোষ্য সুকুমার শিশুর অনাহারে ছট্‌ফটানি ;—যেখানে এক গৃহে সুন্দরী কামিনীর কোকিলকণ্ঠ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, এক গৃহে স্বামি-শোকাতুরা, ক্ষুধাকাতরা কুলবধূর সকরুণ রোদনধ্বনি ;—যেখানে এক গৃহে কুলকামিনীর কোমল করপল্লবে বীণা-যন্ত্রে কোমল বসন্ত আলাপ, এক গৃহে শিশুহারা কাঙ্গালিনী জননীর হৃদয়-ভেদী করুণবিলাপ ;—যেখানে রাজপথবিহারী যুবকদলের নয়নতারা অহরহঃ পার্শ্ববিহারিণী বিলাসিনীকুলের কুটিল কটাক্ষে সমাকৃষ্ট ;—যেখানে প্রতারক প্রফুল্ল, সাধু ম্রিয়মাণ ;—যেখানে রাজভোগের উচ্ছিষ্টপ্রসাদে সহস্র কুক্কুরের উদরপূর্ত্তি হয়, উপবাসী প্রতিবাসীর পারণা হয় না ;—যেখানে বীরা-জীবীর ঐশ্বর্য্য, পরোজীবীর দারিদ্র্য ;—যেখানে শৃগালের জয়, শশকের ক্ষয় ;—যেখানে একের সুখে অপরের ঈর্ষা ;—একের গুণে অপরের

অসূয়া ;—একের কষ্টে অপরের আনন্দ ;—যেখানে কেউ কারো নয় ;—এক কথায় বোল্‌তে গেলে যেখানকার আকাশের এক দিক্ সুস্নিগ্ধ বাসন্তী চন্দ্রালোকে দীপ্তিমান্, অপর দিক্ ঘোর কৃষ্ণ ভৈরব জলদজালে আচ্ছন্ন, সেই স্থানের নাম নগর ;—যেখানে আরো কিছু বেশী, সেই নগরের নাম রাজধানী!

যাঁরা নগরে বাস করেন, তাঁরাই নাগরিক ;—পর্য্যায়ে নাগর। শাখা-নগরবাসীরাও দিন দিন নাগর হবার জন্য ব্যস্ত। যাঁরা প্রত্যন্ত পল্লী পরিত্যাগ কোরে নগরে প্রবাস করেন, তাঁরাও ছোট খাটো নাগর।—বিশ্ব-বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, আর পাঠশালায় প্রতিবৎসর যে সকল সহস্র সহস্র ছাত্রকে বন্ধমুক্ত কোরে ছেড়ে দেন, তাঁরা যুবা নাগর।—সকলেই কিছু এক পথে চলেন না ; যাঁর যে দিকে মতি, তাঁর সেই দিকেই গতি।—একদল সোজা পথেই চোলে যান। পাঠশালায় যে কটী উপাধি লাভ হয়, বেরিয়ে এসে তা ছাড়া আরো কতকগুলি নূতন উপাধি অর্জ্জন করেন। ইন্দ্রিয়বাগীশ, মধুবাচস্পতি, প্রেমালঙ্কার, রসিকরত্ন, বকনাপকানন, অবিদ্যাভূষণ, ধূর্ত্তশিরোমণি, মিথ্যাসাগর, উড়নচণ্ডী! ক্রমেক্রমে তাঁরা উপাধি-উপযোগী সকল বিষয়েই পাকা হয়ে উঠেন। পাঠক মহাশয়! চিনে রাখ্‌বেন, এঁরাই আপনার সহরে যুবা!—যে সময় যে দেশের যেমন অবস্থা থাকে, যুবাদের চাল্‌চলনও ঠিক তারিই মত হয়ে দাঁড়ায়। এটী পৃথিবীর সকল স্থানেই সপ্রমাণ হোতে পারে।—যদিও আমরা ২২০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাবর্ণনায় প্রবৃত্ত, তথাচ এখানকার বর্ত্তমান অবস্থা দেখেই আমরা যৌবনসুলভ তরল স্বভাবের অনেকটা আভাস টেনে নিতে পারি। এই কলিকাতা এখন ভারতবর্ষের রাজধানী ;—ইংরাজ এ দেশের রাজা,—দেশের লোক সর্ব্বতোভাবেই ইংরাজের অধীন। সহরে যুবারা এখন প্রায় সকল বিষয়েই ইংরাজের অনুকরণে ব্যগ্র! কেশবিন্যাস দেখুন, বেশ-বিন্যাস দেখুন, বালকের চিবুকে কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু দেখুন, যৌবনপ্রফুল্ল তেজস্বী নয়নে উজ্জ্বল উজ্জ্বল চস্‌মা দেখুন, চাপ্‌কানের উপর স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ বহুমূল্য সুবর্ণঘড়ী দেখুন, হস্তে বকমারি ছড়ী দেখুন, মোজার উপর চক্‌চোকে যাপানবার্ণিস্ পাদুকা দেখুন, কারো কারো মাথায় সাহেবী টোপ উঠেছে,

তাও দেখুন ;—ছোট ছোট ছেলেরা এখানে ওখানে সভা কোরে ইংরাজী-ভাষায় বাক্যমনের অগোচর অনন্ত নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্মের অস্তিত্ব ঘোষণা কোচ্চে, দেখুন, কত সভায় ইংরাজীভাষায় কত বক্তৃতা হোচ্চে, দেখুন; মাতাপিতাকে ইংরাজীতে পত্র লেখা চোল্‌ছে, দেখুন; অষ্ট প্রহর মুখে চুরোট্ লাগিয়ে বক্রবদনে আশেপাশে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ব্যাঘ্রবিক্রীড়নে পাদবিহার হোচ্চে, তাও দেখুন! বিড়াল-শিশু গাঝাড়া দিয়ে লোম খাড়া কোরে উচ্চরবে অনবরত ম্যাও ম্যাও কোরেও পশুপতি কেশরীর লক্ষ্যও নয়, শিকারও নয়!—এ তত্ত্ব অজ্ঞাত! কারো কারো আবার এতদূর উচ্চ আশা যে, লোকের কাছে সম্ভ্রম পাবার জন্য বাড়ীর পাট্টা বন্ধক রেখেও এক একখানি গাড়ী করেন! সঙ্গে সঙ্গে আর যা যা ঘটে, সকলেই দেখ্‌তে পাচ্চেন, আড়ম্বরে বাহুল্য বর্ণন, বাহুল্য পাঠ।

নগরের সভ্যতার অধিষ্ঠান। সভ্যতা কি, নিঃসংশয়ে আমাদের সেটী জানা নাই। দুস্তর জলধি ভেদ কোরে দ্রুতগামী জলযানের গতিক্রিয়া দুর্ভেদ্য অরণ্য নির্ম্মূল কোরে মহামহা নগরের পত্তন, সুদূরস্থায়ী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের আকৃতি ও গতি নিরূপণ, অপরিজ্ঞাত নদনদীর উৎপত্তি আবিষ্কার, বিবিধ শিল্পযন্ত্রের কৌশল আবিষ্কার, কালচক্রবিলুপ্ত ধরিত্রীখণ্ডের অজ্ঞাত রাজ্যদেশ আবিষ্কার, জনসমাজের কল্যাণকামনায় নানাপ্রকার শিল্পবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া বিস্তার;—কখনো কল্পনায়, কখনো পরীক্ষায় এগুলির মহিমাবৃদ্ধি হোচ্চে!—সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাচারের নিরুদ্ধ স্রোতোবেগ মুক্ত করাও নিতান্ত বাসনা; এগুলি সভ্যতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সভ্যতার অলঙ্কার! কিন্তু সভ্যতা! নিজে তুমি কি, সেটি আমরা জানি না! মুখে যাঁরা তোমার পদানত আশ্রিত বোলে অভিমান করেন, তাঁরা বোধ হয় জান্‌তে পারেন; তথাচ প্রকৃততত্ত্ব জানেন কি না সন্দেহ। আমরা তোমার চিত্র দেখ্‌তে পাই, মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই না। শাস্ত্রে পাঠ করা যায়, প্রবীণের মুখে শ্রবণ করা যায়, ধর্ম্মই জগতের সার।—সেই ধর্ম্ম তোমার কে?—সন্তান?—তুমি তাঁর জননী?—না,—তুমি পাপের জননী!—স্বেচ্ছাচারের জননী!—তোমার কুহকে পার্থিব নরলোকে কপটতা শিক্ষা করে, কুহক অভ্যাস

করে, ইন্দ্রজালের মহিমা বৃদ্ধি করে, অহরহঃ ছদ্মকঞ্চুকে শরীর আবৃত কোরে ছদ্মবেশেই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে! এগুলি তোমারই উপদেশ! তুমি পাপের জননী! ইন্দ্রজালের জননী! কৃত্রিম ছবি দেখে আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করি, কিন্তু যদি তুমি কৃপাবতী হও, মূর্ত্তিমতী হয়ে যদি একবার দেখা দাও, তা হোলেই বুঝি, নিজে তুমি কি!

কুহকিনি! পৃথিবীর কোন্ দেশে তোমার কিরূপ মূর্ত্তি, তা কেবল তুমিই জানো! দয়াময়ি! কোন দেশের প্রতি তোমার কিরূপ দয়া, সেটীও কেবল তুমিই জানো! লোকে তোমারে জান্‌তে পেরেছে বোলে যে গর্ব্ব করে সে কেবল বিড়ম্বনা! দয়া কোরে যাদের মাথায় তুমি পদছায়া দিয়েছ, তারা ধন্য! যারা কিছুদিন পূর্ব্বে বনবাসী ছিল, তোমার প্রসাদে তারা এখন তোমার প্রিয় পুত্র! কিন্তু দয়াময়ি! আমাদের এই দরিদ্রদেশের উপর তোমার কিরূপ দয়া? এদেশে বরের বিবাহযাত্রার সময় চোলতি আলোয়া যখন প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে চোলে যায়, তখন পশ্চাতের বাড়ীগুলি যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, আর সম্মুখের অট্টালিকাগুলি উজ্জল হয়ে যেমন হাস্‌তে থাকে, মায়াবতি! তোমারো চোলতি মায়া ঠিক তেমনি!—একদিক্ হাসাও, একদিক্ কাঁদাও!—একদিকে আলো হয় একদিক্ অন্ধকারময়! প্রথমে তুমি সূর্য্যের ন্যায় পূর্ব্বদিকেই উদিত হয়েছিলে, ক্রমেক্রমে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে সেই দিক্ সমুজ্জল কোচ্ছো, পূর্ব্বদিকের লোকের চক্ষে তুমি অস্তমিত! কখন্ কোথায় তোমার অনুগ্রহ, সেটি মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর! মায়াবিনি! আবার কি তুমি এইদিকে আসছো? লোকে বলেন, এদেশে পুনরায় তোমার শুভাগমন হয়েছে! হোলেও হতে পারে! যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, উষাকালীন উষাপতির ন্যায় উদয়াচলের পশ্চাৎ থেকে উঁকি মারছো! মস্তকের কেশে বাঁটোয়ারা করা তোমারি অনুগ্রহ! অপূর্ব্ব অঙ্গরাগে শরীর সুসজ্জিত করা তোমারি উপদেশ! সভাপ্রতিষ্ঠা কোরে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা তোমারি শিক্ষা! দাড়ী, বাড়ী, ছড়ী, গাড়ী, চুরোট্ আর চস্‌মা তোমারি ইন্দ্রজাল! প্রাচীন ঋষিকুলের চিরগৌরবে অনাস্থা প্রদর্শন তোমারি শিক্ষা! কল্পনাবলে গুরুলোকের উপরে টীকা দেওয়া তোমারি চাতুর্য্য! স্বধর্ম্মে অনাদর করা তোমারি কুহক! মাতৃভাষায়

ঘৃণা করা তোমারি উপদেশ! দেশাচারে অবহেলা কোরে বিজাতির অনুকরণ করা তোমারি শিক্ষা! উপবাসী স্বজাতি-পরিবারের ক্ষুধার্ত্ত রোদনে চিরবধির হয়ে এককড়া কড়িদানে কাতর, বিজাতি বিধর্ম্মীর প্রতিমানির্ম্মাণে সহস্র সহস্র মুদ্রা বতরণে মুক্তহস্ত, অতুল্য বদান্যতার পরাকাষ্ঠা, এটীও তোমার সুশিক্ষা! জগতে স্ত্রীপুরুষের সমান স্বত্ব, এই মহাতত্ত্ব ঘোষণা করাও তোমার উপদেশ! সঙ্গেসঙ্গে আরো কত ইন্দ্রজালের আবিষ্কার!—মোহ, ভ্রান্তি, গর্ব্ব, অভিমান, ইন্দ্রিয়বিলাস, প্রবঞ্চনা, স্বজাতিঘৃণা, নশ্বর সংসারে বাহ্যাড়ম্বরে উচ্চ উচ্চ বিদেশীয় উপাধিলাভে আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে ও লোকালয়ে লুকোচুরি খেলা, উচিত বক্তার অপমান, চাটুকারের সম্মান, অলীক আড়ম্বরে, অলীক আত্মপ্রশংসায় অহঙ্কার, পরকুৎসায় আনন্দ, বীরাচারে, স্বৈরাচারে মত্ততা, এ সকল তোমারি বংশাবলী! কুহকিনি! মায়াবিনি! তুমি পাপের জননী! কপটতার জননী! স্বেচ্ছাচারের জননী! এটী জানি, কিন্তু কে তুমি, তা জানি না!!!

দিল্লী এখন ভারতবর্ষের রাজধানী। এখানে লক্ষ লক্ষ নাগর লক্ষ লক্ষ কার্য্যে ব্যাপৃত, সভ্যতাও পদে পদে সহচরী। দৌলতরাম এ সহরে নূতন এসেছেন, তথাপি তিনিও একজন নাগর। সচরাচর যেসকল লোক আপনাদের সহুরে লোক বোলে পরিচয় দেন, তাঁদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অন্যূন। দৌলতরাম এখনো সে পর্য্যায়ে পদার্পণ করেন নাই। তবে কি তিনি সহুরে যুবা?—তা নয়, সকল নিয়মেরি বর্জ্জিতবিধি আছে, সেই বিধানানুসারে ছাব্বিশ বৎসর বয়সেও দৌলতরাম একজন সহুরে লোক।—সহুরে লোকের প্রকৃতি প্রকারান্তরে বিচিত্র। তাঁরা মনে মনে জানেন, অতি সহজেই সহরে থেকে অর্থ উপার্জন করা যায়। শুধু জানেন, এমন কথাও নয়, দশ জন একত্র হোলে মুখেও সদর্পে সেই কথা বোলে শ্লাঘা করেন। যাঁর কিছু মূলধন থাকে, তিনি বিষয়কার্য্যে সেই ধন বিনিয়োগ কোরে সম্পত্তিশালী হতেও পারেন; কিন্তু যাঁদের সে সৌভাগ্য নাই, তাঁরা আত্মগৌরবে আপনা আপনি বড় হন, লোকের সাহায্য নিয়ে জীবিকা অর্জন করা, লোকের কাছে কোনো বিষয়ে বাধিত হওয়া সেটাতে তাঁরা অপমান বোধ করেন; ঘৃণা হয় কি না, জানি না, লাঘব, অগৌরব,

পদে পদেই ভাবেন। তাঁদের মধ্যে যদি কেউ কমলার কৃপায় কিঞ্চিৎ সম্পত্তিপন্ন হন, সেই সকল লোক তখনি ঈর্ষায়, অসূয়ায় অন্ধ! যাঁরা বলেন; অতি সহজেই সহরে টাকা হয়, তাঁরাই আবার সহচরকে উন্নতিশীল বিত্তশালী দেখে সেই মুখেই বলেন, "অবশ্য কোনো বড় লোক এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছে, তা না হোলে সহসা এরূপ সম্পদ্‌বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভবে!"

পাঠক মহাশয় দৌলতরামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছেন, এখন জানলেন, তিনি একজন নাগর; এক্ষেত্রে এ পরিচয় পর্য্যাপ্ত নয়। তিনি যুবা, দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী, বয়স ছাব্বিশ বৎসর। প্রকৃত প্রাচীনের ন্যায় গম্ভীর, সকলের কাছেই সপ্রতিভ, মুখ সর্ব্বদাই হাসিহাসি, বেশ অমায়িক, ভারি সামাজিক। কর্ত্তব্যকার্য্যে যেমন দক্ষ, তেমনি ক্ষিপ্রকারী। বসন্ত-কালের মেঘ পূর্ণচন্দ্রকে ক্ষণকালমাত্র আচ্ছন্ন কোরে অনতিবিলম্বে অন্তরিত হয়; দৌলতরামের স্বভাবে যে একটু কৃষ্ণ আবরণ আছে, সেটী বাসন্তী মেঘের ন্যায় নয়, প্রাবৃটের দুর্যোগরজনীর জলদজাল। দিবসে সে আবরণটী লক্ষিত হয় না, যখন দশজনের নিকটে থাকেন, তাঁর প্রকৃতি তখন যেন সৌরকরে সুপ্রসন্ন।—তাঁর সঙ্গে প্রণয়, সে কেবল সৌন্দর্য্যের মধুর বাক্য;—তাঁর সঙ্গে মিত্রতা, সে কেবল কার্য্যের অনুরোধ;—অপরের মিত্রতা, তাঁর স্বার্থ! যার কাছে কোনো স্বার্থের আশা নাই, তার সঙ্গে আলাপ করা কেবল বৈদ্যনাথের গরুর ন্যায় মাথা নাড়াই শিষ্টাচার! যেখানে স্বার্থ আছে, যেখানে মনে মনে গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, সেখানে তিনি পশুপতি আশুতোষের ন্যায় অদ্বিতীয় অমায়িক। আমোদপ্রমোদে তাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, কিন্তু সে অনুরাগ বিষয়কর্ম্মে ব্যাঘাত করে না, অভিসন্ধিরও অস্থিরতা জন্মায় না। তিনি নানাদোষের আকর, নিজে সেটী বিলক্ষণ জানেন, কিন্তু গোপন কর্‌বার বড় ইচ্ছা, ইচ্ছাও তাঁর আয়ত্তাধীন, এমন কি, দাসী বোল্লেও চলে। সমাজে গুপ্তক্রীড়ায় তিনি বিলক্ষণ নিপুণ। মনে কি আছে, কখন্ কিরূপ অভিসন্ধি, অপরে সেটী জানা দূরে থাক্, স্বপ্নাক্ষরেও অনুভব কোত্তে পারে না। যে দুই একজন আত্মীয় অন্তরঙ্গ তাঁর স্বভাব-সমুদ্রে ডুবুরি হয়ে হাটহদ্দ জান্‌তে পেরেছেন, তাঁরা বলেন, "দৌলতরাম

একজন পিশাচ সিদ্ধ মহাপুরুষ!" অপরে ভাবে, তিনি একজন মহাপ্রাজ্ঞ, বহুদর্শী, বিষয়ী লোক।

দিল্লীসহরে দৌলতরাম এখন একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাজন। বিষয় বন্ধক রেখে টাকা কর্জ্জ দেন, অল্পমূল্যে জমী ক্রয় কোরে অধিকমূল্যে বিক্রয় করেন, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে—উপনিবেশে রপ্তানী কোরে ন্যায়াতিরিক্ত অধিক লাভ করেন, মিতিতে, চক্রবৃদ্ধিতে, বিনিময়ে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন আছে; দশজনে একত্রে জোতা কার্‌বারে অংশী হওয়াও আছে, তাগ্‌বুঝে লোকের মধ্যস্থ হওয়াও তাঁর অভ্যাস, স্থলবিশেষে সে কার্য্যে দাঁওও যুটে যায়। তা ছাড়া গদিয়ানী, আড়ন্দারী কার্‌বারেও বিলক্ষণ লাভ আছে। তিনি নিজে খোসামোদ ভাল বাসেন, পাত্রবিশেষে অপরের খোসামোদ কোত্তেও চিরদিন সুশিক্ষিত। শৈশবাবধিই এই সব তাঁর অভ্যাস;—শৈশবাধি অভ্যাস না কোল্লে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে এতদূর চৌকস লোক হওয়া অনুমানেও অসম্ভব।

একদিন একটী মজ্‌লিসে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের আসন বেষ্টন কোরে অনেকগুলি লোক উপবিষ্ট; দৌলতরামও তন্মধ্যে একজন। তখন তখন মুসলমান রাজাদের দরবারে নানাচরিত্রের লোক থাক্‌তো, আশ্চর্য্য পদ্ধতিতে তাদের গুণাগুণের পুরস্কার হতো। যে লোক প্রকৃত গুনধান্, বিদ্যাবান্, মিতভাষী সে উপেক্ষণীয়; হয় ত পার্শ্বচরেরা তারে লিখন্‌দার বোলে হেসেই উড়িয়ে দিতো। আর যে লোক নূতন নূতন আজ্‌গুবী আজ্‌গুবী গল্প কোত্তে সুনিপুণ, তার যশঃগৌরবের পরিসীমা থাক্‌তো না। সে একজন এলেমবাজ! ঔরঙ্গজেব বিলাসবর্জ্জিত বীরপুরুষ হোলেও এরূপ লোকের সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন না। সভায় সেই প্রকারের নানাবিধ গল্প চোল্‌ছে, কৌতুক চোল্‌ছে, মাঝে মাঝে হাস্য ও গাম্ভীর্য্যের ব্যবধান। একজন বোল্লে, "আমাদের প্রয়াগসিং একজন জিনসিদ্ধ ক্ষণজন্মা পুরুষ" রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন, তেমনি, বরং কিছু বেশী। এই কটী কথা বোলে বক্তা গম্ভীরভাবে বাদশাহের মুখের দিকে একবার চাইলেন, পার্শ্বচর লোকদের প্রতিও একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন। কে কি সিদ্ধান্ত করে, কে কিরূপ তর্ক করে সেইটী

জানাই ঐ কটাক্ষের উদ্দেশ্য। আর একজন বোল্লে, "তা হোতে পারে, হয় ত তার বাপ কি পিতামহ সেইরূপ সিদ্ধপুরুষ ছিল, তাতেই সে একটু একটু উত্তরাধিকারী হয়েছে, তা নৈলে সে নিজে ততদূর জিনসিদ্ধ নয়; কারণ আমরাও ত প্রয়াগসিংকে দেখেছি, আমরাও যা, সে ব্যক্তিও তাই!" প্রথম বক্তা একটু বিকট হাসি হেসে উত্তর দিলে, "আ-রে, এ লোকটা কেবল লেখা পড়াই জানে, কেবল কেতাব আওড়াতে পারে' বুদ্ধির দৌড় নাই! জ্ঞান্ অতি সঙ্কীর্ণ!" এই মন্তব্য ব্যক্ত কোরে তাচ্ছিল্যভাবে তার পানে একবার চেয়ে উচ্চরবে হেসে উঠলো, সমধর্ম্মা লোকেরাও সেই হাসির প্রতিধ্বনি কোল্লে। বাদশাও একটু হাস্‌লেন, আর একজন গম্ভীরভাবে বোল্লে, " সে কথা যথার্থ! কোথায় কতপ্রকার লোক আছে, কে কেমন লোক, সকলেই কি তা জান্‌তে পারে, না বুঝতে পারে? দেখুন আমি জানি, একটা জাত আছে, তাদের ধূল্ বলে, তাদের এমনি গুন আর এমনি ক্ষমতা যে, বিদেশী মানুষ দেখ্‌লেই তারে তখনি ঘোড়া কোরে ফেলে!" এই পর্য্যন্ত বোলে আপনা আপনি একটু হেসে আবার বোল্লে, "আরও শোনো, কেবল ঘোড়া কোরেই ছেড়ে দেয় না, তার পিঠের উপর চোড়ে বসে! যত দিন সেই ঘোড়া আবার মানুষ না হয়, তত দিন ঘাস খায়, চরা করে, সওয়ার নিয়ে বেড়ায়, চাবুক মাল্লেই পাখীর মত উড়ে যায়!" আর একজন তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "এ অতি অসম্ভব কথা! তাও কি কখনো হোতে পারে? মানুষকে ঘোড়া কোরে চড়ে, চক্ষে দেখ্‌লেও আমার বিশ্বাস হয় না।" পূর্ব্বের বক্তা হাতমুখ ঘুরিয়ে বোল্লে, "তাই জন্যেত বলি, কেবল লেখাপড়া জান্‌লেই কাজ হয় না, অনেক অনেক দেশের খবর রাখতে হয়, সব কথা তলিয়ে বুঝ্‌তে হয়, কেবল ঘরে বোসে তোতা পাখীর মত বুলি অভ্যাস কোল্লে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।" এই কথা নিয়ে সকলেই আমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন, আরও পাঁচ প্রকার আজ্‌গুবী গল্পের জন্ম হতে লাগ্‌লো, এমন সময় সেখানে একজন লোক এলেন। তিনি পাঠক মহাশয়ের বিজয়পুরে পরিচিত চয়নসুখ। তাঁকে দেখেই সভাস্থ একজন ভদ্রলোক হঠাৎ চোম্‌কে উঠ্‌লেন। কেন চম্‌কালেন, কেউ কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। যাঁরে দেখে চম্‌কালেন

তিনিও সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সেই ভদ্রলোক উদাসভাবে গাত্রোত্থান কোরে বাদশাহকে সেলাম করেন; সেলাম কোরেই অন্যদিকে চেয়ে অপরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

চয়নসুখরাও বাদশাহকে যথারীতি অভিবাদন কোরে আদেশক্রমে উপবিষ্ট হোলেন। আবশ্যকমত দুটী চারটী কাজের কথা কয়ে বিদায় হবার পূর্ব্বে নম্রভাবে নিবেদন কোল্লেন, "হুজুরের অনুগ্রহে আজ আমি রাজকীয় ধনাগারথেকে ব্যবসায়ের মূলধন পাঁচ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হয়েছি। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ, আমি জানলেম, দিল্লীশ্বর একজন যথার্থই আশ্রিতপ্রতিপালক।" এই কথা বোলে বারম্বার বাদশাহকে ধন্যবাদ দিলেন, গাম্ভীর্য্যশালী সম্রাট্ও তদুপযুক্ত মধুরবচনে তাঁরে আপ্যায়িত কোল্লেন। বেলা দুই প্রহর অতীত; সভা ভঙ্গ হলো, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থানকোল্লেন।

পঞ্চদশ কাণ্ড

নীলকমারী।

সপ্তাহ অতীত। চয়নসুখ রাও সম্রাট্দত্ত মূলধন লাভ কোরে ব্যবসায়ের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক্‌তে থাক্‌তে সহরে দশজন নামজাদা লোকের সঙ্গে আলাপপরিচয় হলো, পরম্পরায় শুনলেন, এ সহরে দৌলতরাম একজন প্রধান মহাজন, তাঁর সঙ্গে মিলতে পাল্লে, আর বিশ্বাস রেখে চোল্‌তে পাল্লে সুন্দররূপ ব্যবসায় চোল্‌বে, বিলক্ষণ লাভও হবে। চয়নসুখ দেখতেও যেমন সুশ্রী, তাঁর প্রকৃতিও তদনুরূপ সুন্দর। যাঁরে একবার বন্ধু বোলে জানেন, তাঁরই কথায় ভুলে যান, অকপটে বিশ্বাস করেন।

অন্বেষণ কোরে দৌলতরামের কুঠীতে গেলেন, সেখানে যেসকল লোক ছিল, তারা এই নবাগত ভদ্রলোককে যথেষ্ট খাতির যত্ন কোল্লে; কোথা হতে আসা হোচ্চে, কি নিমিত্ত আসা হয়েছে, জিজ্ঞাসা কোরে বিশেষ শিষ্টাচার জানালে; চয়নসুখও নম্রভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনার অভীষ্ট ব্যক্ত কোল্লেন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দৌলতরামের অংশী, কেউ কেউ মোসাহেব, কেউ কেউ দালাল। চতুরতায় সকলেই সুদক্ষ। মিষ্টবাক্যে তৎক্ষণাৎ চয়নসুখের চিত্ত আকর্ষণ কোল্লে, তিনিও তাদের সদ্ব্যবহারে মনে মনে সন্তুষ্ট হোলেন। সে সন্তোষ মুখেও ব্যক্ত হলো। একজন বোল্লে, "আকৃতিতে প্রকৃতিতে আপনাকে মহৎ লোক বোলেই বোধ হোচ্চে, অবশ্যই মহৎকুলে আপনার জন্ম, আপনি যদি কারবারে প্রবৃত্ত হন, আমরা বড় সুখী হবো, আমাদের কর্ত্তাও বিশেষ সমাদরে আপনাকে অংশী কোত্তে সম্মত হবেন; কিন্তু আজ তিনি সহরে বেরিয়েছেন, এখন সাক্ষাৎ হোচ্চে না, সময়ান্তরে,—সময়ান্তরে কেন, কল্য প্রত্যূষেই সাক্ষাৎ হবে। আপনি—"এই পর্য্যন্ত বোলে একটু থেমে গম্ভীরভাবে কি চিন্তা কোরে আবার বোল্লে, "আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলো, না-ই হলো, কারবারে আমাদের উপরেই তাঁর সম্পূর্ণ ভার, সম্পূর্ণ বিশ্বাস; আমরা যা কোর্‌বো, তাতেই তাঁর মঞ্জুর। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আজথেকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন,—মূলধনও কিছু অধিক আবশ্যক হোচ্চে না, হাজার টাকা কোরে এক এক অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, একেবারে যদি না পারেন, দুইবারে দিলেও চোলবে, আজথেকেই আপনি প্রবৃত্ত হোন্।"

চয়নসুখ পরম আহ্লাদিত হোলেন। ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আশায় হৃদয় প্রফুল্ল হলো,—প্রফুল্লমুখেই বোল্লেন, "যথেষ্ট বাধিত হোলেম, কর্ত্তার সহিত আজ সাক্ষাৎ না হওয়াতেও কোন ক্ষতি হোচ্চে না, আপনারাই আমার উপকার করুন। মূলধনের কথা যা বোলছেন, তাতে আমার একটীমাত্র কথা। আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে, আমি এক কালে আপনাদের পাঁচটী অংশ ক্রয় কোত্তে চাই।"

দৌলতরামের পারিষদেরা পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি কোরে পুলকিত-

চিত্তে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হলো। কল্যই লেখাপড়া শেষ হবে, এইরূপ অঙ্গীকার কোরে সেদিনের মত চয়নসুখকে বিদায় দিলে। যে লোক প্রথমে চয়নসুখের সহিত আলাপ কোরে, তার নাম জহরমল, দ্বিতীয়, চিন্তামণ তৃতীয়, হেম্মতরাম, চতুর্থ, গম্ভীরমল, পঞ্চম, গুলরাজ।

পরদিনেই চয়নসুখ কারবারে প্রবৃত্ত হোলেন। অংশীদের সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হোতে লাগলো, সকলেই তাঁরে যথেষ্ট সমাদর, যথেষ্ট সম্মান করেন, বিশ্বাস অকপট! এক মাস কারবার চোল্লো, আশাতিরিক্ত লাভও দাঁড়ালো, নবীন ব্যবসায়ীর অতুল আনন্দ। আরও এক মাস অতীত। উত্তরোত্তর লাভের বৃদ্ধি, কিন্তু একদিনও প্রধান মহাজন দৌলতরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। প্রথম প্রথম চয়নসুখ তাঁর কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তেন, এখন আর জিজ্ঞাসাও করেন না, অথচ চেহারাটী দেখবার জন্যে মনে মনে কৌতূহল আছে। দেখতে দেখতে ছমাস কেটে গেল, তথাচ সে কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হলো না। নাই হোক্, বাণিজ্যে ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি। মহাজনেরা যে বলেন, বাণিজ্যেই কমলার বাস, চয়নসুখের ভাগ্যে দিনদিন সেটী সার্থক হোতে লাগলো।

মাঘী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চিন্তামণ হেম্মতরাম আর গুলরাজ একত্র হয়ে চয়নসুখের বাসায় গেলেন। চয়নসুখ তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা কোরে বসিয়ে সময়োচিত গল্প আরম্ভ কোল্লেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, নক্ষত্রেরা স্তিমিত নিষ্প্রভ, দূরে দূরে কুঞ্জে কুঞ্জে বনবিহারী বিহঙ্গেরা সুমধুরস্বরে গান কোচ্চে, ধরণী কৌমুদীময়। চিন্তামণ একটু অবসর বুঝে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখুন, সময়টা অতি রমণীয়, মাঘমাস, নবীন বসন্ত, সন্ধ্যাকাল. অথচ জ্যোৎস্নারজনী; এ সময়ে নগরভ্রমণে বড় আমোদ আছে। যদি ইচ্ছা হয়, আর কোনো কার্য্যহানির সম্ভাবনা না থাকে, একত্রে একবার নগরের শোভা দর্শন কোত্তে বাসনা করি।" চয়নসুখ সম্মত হোলেন। চারজনেই একসঙ্গে বিবিধ আলাপ কোত্তে কোত্তে বাড়ীথেকে বেরুলেন। উত্তরমুখে একটা সুবিস্তৃত চক, ধারে ধারে অনেকগুলি বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ী; বাড়ীতে নানাপ্রকার লোক নানাপ্রকার কলরব কোচ্চে, কোথাও নৃত্যগীত হোচ্চে, কোথাও মনোরম বাদ্যযন্ত্রে

সমবেত আলাপ চোলেছে, কোথাও বা আমোদের পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর কলহের ভীষণধ্বনি। রাত্রি অধিক হয় নাই, উর্দ্ধসংখ্যা চার দণ্ড, ভ্রমণকারীরা এই সকল দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে; পাদচারে অগ্রসর হোচ্ছেন। চক ছাড়িয়ে পোল্লেন, বাঁদিকে একখানি বাড়ী। সেখানি খুব বড়ও নয়, নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি; সম্মুখে একটী ছোট বারাণ্ডা, দিব্য পরিস্কার বারাণ্ডায়,—কক্ষমধ্যে আলো জ্বোলছে, কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তামণ অগ্রণী হয়ে সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন, অপর তিনজন তাঁর অনুগামী। প্রথমকক্ষে পরিস্কার শয্যা—শয্যার উপর বিচিত্র আস্তরণ, সারি সারি অনেকগুলি উপাধান, নানাপ্রকার আস্‌বাবে ঘরটী বেশ সাজানো। কিন্তু মানুষ নাই। তাঁরা চারজনেই সেই ঘরে বোসলেন। একটু পরে একজন হিন্দুস্থানী চাকর এসে তামাক দিয়ে গেল। চয়নসুখ ব্যতীত তিনজনেই বিশেষ প্রফুল্ল, অসন্দিগ্ধ, সপ্রতিভ। "ব্যাপার কি! এ বাড়ী কার? এটা কি খালি বাড়ী? না তা হোলে দরজা খোলা থাকবে কেন? এমন সাজানই বা থাকবে কেন? আলোই বা জ্বোলবে কেন? কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না, এখানে কে থাকে? এটা কি এদেরি বৈঠকখানা?" চয়নসুখ মনে মনে এইরূপ নানা বিতর্ক কোচ্ছেন, পাছে অপ্রস্তুত হন, এই ভয়ে ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে পাচ্ছেন না। এক ঘণ্টা অতীত। মাঝে মাঝে ঐ চাকর এসে পান দিয়ে যাচ্ছে, তামাক দিয়ে যাচ্ছে, কথা কোচ্ছে না। তাঁরা তিনজনে দুটী একটী সৌখীন গল্প কোরে আমোদ কোচ্ছেন, চয়নসুখ যেন দায়ে পোড়ে মধ্যে মধ্যে এক একটী হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন, হাসির কথা উঠলে একটু একটু নীরস হাস্য কোরে গল্পকারীদের মন রক্ষা কোচ্ছেন। আরো আধ ঘণ্টা।—পশ্চিমের কামরার দরজা থেকে খর্ খর্ শব্দে একটা পর্দ্দা খুলে গেল। একটী অপূর্ব্বমূর্ত্তি সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লে;—অপূর্ব্ব রমণী মৃদুমৃদু হাস্য কোত্তে কোত্তে স্বতন্ত্র একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন কোল্লেন। লজ্জা নাই, অথচ মস্তক অবনত, মাঝে মাঝে কটাক্ষ। জহরমল প্রফুল্লবদনে গাত্রোত্থান কোরে সেই কামিনীর সম্মুখবর্ত্তী হোলেন। "ইনি আমাদের পরমবন্ধু, অতি ভদ্রলোক, এঁর সঙ্গে আলাপ কোল্লে তুমি সন্তুষ্টই হবে, এই ভেবে সঙ্গে কোরে এনেছি,

অকপটে আলাপপরিচয় করো, আমোদপ্রমোদ করো, কোনো দ্বিধা নাই।” এই কথা বোলে চয়নসুখের দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে দৃষ্টিপাত কোল্লেন। কামিনীও গ্রীবাভঙ্গী কোরে একবার সেইরূপ মৃদু হেসে চয়নসুখের পানে চাইলেন। “আপনি বসুন, আপনাদের বন্ধু, অনাদর হবে না, অনুগ্রহ কোরে যখন এখানে এসেছেন, সাধ্যমতে আমি খাতিরযত্ন কত্তে ত্রুটি কোর্‌বো না।” পরিচায়ককে এই কটী কথা বোলে সুন্দরী নম্রভাবে অতিসমাদরে চয়নসুখকে অভিবাদন কোল্লেন।—গৃহমধ্যে সকলেই নিস্তব্ধ।

“এ আবার কি? এ রমণী কে? এ কি ভদ্রলোকের কন্যা? তা হোলে এখানে এভাবে একাকিনী থাক্‌বে কেন? তবে কি কুলকামিনী নয়? যদি তাই না হবে, তবে বাচালতা নাই কেন? একত্রে এক বিছানায় বোস্‌ছে না কেন? এর ভিতর যে, কি কাণ্ড আছে, ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না!” মনে মনে এইরূপ তোলাপাড়া কোত্তে কোত্তে চয়নসুখ একদৃষ্টে সেই সুন্দরীর রূপমাধুরী নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।

রূপেও এ রমণী সুন্দরী। ফুট্‌ গৌরবর্ণ, মুখখানি ঢলঢলে, চক্ষু দুটী ভাসা, ভাসা, কৃষ্ণপক্ষ্মে আচ্ছাদিত, ভ্রমরপংক্তির ন্যায় ভ্রূযুগল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চিবুক একটু খাটো, নাসিকা সরল, কপোল প্রফুল্ল, কুঞ্চিত অলকাদাম শিথিলভাবে কর্ণের পার্শ্বে আর ললাটে অযত্নবিন্যস্ত, সুদীর্ঘ বেণীবদ্ধ কৃষ্ণকেশজাল পৃষ্ঠদেশে ভুজগাকারে বিলম্বিত, অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠব সামঞ্জস্যভাবেই সুন্দর! পরিধান একখানি নীলাম্বর, তার উপরে গোটাদার পীতাম্বরী ওড়্‌না, অলঙ্কারের মধ্যে গলায় এক ছড়া ডায়মন্‌কাটা চিক, কাণে দুটী মণিময় দুল, হাতে মাড়োয়ারী চুড়, পায়ে লকাদার জরীর জুতা। বয়স অনুমান বিংশতি। নাম নীলকুমারী।

নীলকুমারী দুটী একটী মিষ্ট কথা কোয়ে সমাগত ভদ্রলোকদের পরিতুষ্ট কোল্লেন, চয়নসুখকে বিশেষ শিষ্টাচারে আপ্যায়িত কোল্লেন। তাঁরাও তৎকালোচিত সরল ব্যবহারে সুন্দরীর সকল কথার উত্তর দিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হলো, বিদায় হোলেন। এই রজনীর প্রথম সাক্ষাতের পর

চয়নসুখ মধ্যে মধ্যে একাকী এসে নীলকুমারীর সঙ্গে আলাপ করেন, দেশবিদেশের গল্প হয়, কথার আভাসে অল্প অল্প অনুরাগের লক্ষণও অনুভূত হয়, কিন্তু লোকের অন্তরে প্রবেশ করে কার সাধ্য! মুখে কিছুই ব্যক্ত হয় না! পঞ্চম রজনীতে চয়নসুখ একাকী সেই গৃহে বোসে আছেন, পার্শ্বে একটু দূরে নীলকুমারী বোসে পাঁচপ্রকার গল্প কোচ্ছেন, সহসা তাঁর মুখ ম্লান হলো। কথা কইতে কইতে হঠাৎ স্তম্ভিতভাবে চুপ্ কোরে মনে মনে কি ভাব্‌লেন, চয়নসুখ সে ভাবটা বুঝ্‌তে পাল্লেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ও কথা বোল্‌তে বোল্‌তে এমন হোলে কেন? মনে কি কিছু দুশ্চিন্তার উদয় হয়েছে? ও গল্পের সঙ্গে তোমার নিজের কি কিছু সংস্রব আছে? তোমারে—„

"আমি অতি অভাগিনী!" এই তিনটী বাক্য উচ্চারণ কোরেই নীলকুমারী অশ্রুমুখী হোলেন। দুই এক বিন্দু অশ্রু প্রফুল্ল কপোল অতিক্রম কোরে কাঁচুলী-আবৃত বক্ষস্থলে পতিত হলো; স্থিরদৃষ্টিতে চয়নের মুখপানে চেয়ে রইলেন।

"এ কি! তুমি কাঁদো কেন?—" চয়নসুখের এই প্রশ্নে ধীরে ধীরে নেত্রমার্জ্জন কোরে নীলকুমারী মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আমার অদৃষ্টকে বড় ভয় করে, যারে আমি ভালবাসি, সে যদি আমারে তাচ্ছিল্য কোরে পরিত্যাগ করে, অথবা ছলে কৌশলে পাথারে ভাসিয়ে যায়, তা হোলে—"

"হাঁ, সংসারের গতিই এই! অচিরেই হোক্, কি বিলম্বেই হোক্, বিচ্ছেদ একবার হয়ই হয়।"

চয়নসুখের এই উক্তিতে নীলকুমারীর চক্ষু পুনরায় বাষ্পপূর্ণ হলো, পুনরায় মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ডদেশে প্রবাহিত হলো। তিনি ধীরে ধীরে বোল্লেন, „তবে তুমিও কি আমারে পরিত্যাগ কোরে যাবে?"

উভয়ের নয়ন উভয়ের নয়নে নিক্ষিপ্ত,—স্থির নিক্ষিপ্ত। মুহূর্ত্তকাল উভয়ের মুখেই বাক্য নাই। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে চয়নসুখ অতি মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বোল্লেন, "তুমি কি আমার মনের ভাব অনুভব কোচ্চো না?"

"তুমি কি আমারে ভালবাসো ?" নীলকুমারীর এই আকস্মিক প্রশ্নে চয়নসুখ চমকিত। নীলকুমারীও চমকিতনয়নে একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে আছেন। ক্ষণকাল পরে চয়নসুখ বোল্লেন, "স্বপ্ন কখনই সফল হয় না। এই আমি তোমার নিকটে উপস্থিত আছি, জানি না, এখনি আমারে এরূপে এখানে দেখ্‌তে পাবে কি না ! এই তুমি আমার নিকটে উপস্থিত আছ, জানি না, এখনি তোমায় আমি এই ভাবে, এইখানে আর দেখ্‌তে পাবো কি না ! সংসারের গতি অতি চঞ্চল !"

"তা আমি জানি ! সেইটী জেনেই অহরহঃ আমার হৃদয় হৃদয়ানলে দগ্ধ হোচ্ছে ! আমার অদৃষ্টই আমারে এ পথে এনেছে ! যদি আমি সে সব দুঃখের কথা বলি, তা হোলে এই নীলকুমারীই এখনি তোমার চক্ষে আর এক রকম দেখাবে !"

চয়নসুখের কৌতূহল বৃদ্ধি হলো, প্রশান্তদর্শনে কুমারীর মুখপানে চেয়ে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি অদৃষ্ট মানো ?"

"অদৃষ্ট যদি শোনো, এখুনি বুঝ্‌তে পারবে, কতদূর মানি !"

নীলকুমারীর এই বাক্যে চয়নসুখ ক্রমশই শ্রবণলালসায় অধীর হোতে লাগ্‌লেন, ব্যস্তভাবে বোল্লেন, "যদি এতদূর আশ্চর্য্য হয়, বোলে যাও, শুন্‌ছি,—বিশেষ মনোযোগ কোরে শুন্‌ছি, সে বৃত্তান্ত শুন্‌তে আমার বিশেষ আগ্রহ জন্মাচ্ছে।"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে নীলকুমারী আপন জীবনবৃত্তান্তের ভূমিকা আরম্ভ কোল্লেন। প্রথম চার পাঁচটী কথা শুনেই চয়নসুখ শিউরে উঠ্‌লেন। নীলকুমারী অনন্যমনে আত্মকাহিনী বর্ণন কোচ্ছিলেন, শ্রোতার দিকে বিশেষ অভিনিবেশ ছিল না, সুতরাং সে ভাবটী দেখ্‌তে পেলেন না ! শ্রোতা পূর্ব্ববৎ আগ্রহে অবিকৃতস্বরে অনুমতি কোল্লেন, "থেমো না, বোলে যাও, তার পর ?"

"তার পর আমার পিতা বৃদ্ধাবস্থায় কাজকর্ম্ম-ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই থাক্‌লেন, তাঁর যা কিছু জমীজমা ছিল, তারি উপস্বত্বে আর যা কিছু নগদ টাকা ছিল, তারি সুদে আমাদের সংসার চোল্‌তে লাগ্‌লো, কোনো কষ্টই ছিল না, বড়মানুষী ধরণে ক্রিয়াকলাপ, অতিথিসেবা, দানধ্যান,

(পাপমুখে বোলতে নাই) পুণ্যকর্ম্ম সকলি হতো, তা হয়েও বৎসর বৎসর অনেক টাকা জমা থাকতো। আমি ছাড়া তাঁর আর সন্তানসন্ততি ছিল না; মা আমার সূতিকাগৃহে আমারে প্রসব কোরেই পরলোকযাত্রা করেন, সুতরাং পিতার আমি বড় আদরের পাত্রী। যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, দুই এক মাস কমই হোক্, কি দুই এক মাস বেশীই হোক্, এমনিই হবে,— আমার বিবাহের জন্যে পিতা যেখানে সেখানে ঘটক পাঠাচ্ছেন, দু একটা সম্বন্ধও আস্‌ছে—"বাধা দিয়ে চন্দ্রমুখ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "১৫ বৎসর বয়সপর্য্যন্ত তোমার বিবাহ হয় নাই?"

"শোনো না বলি, ১৫ বৎসর কি, আজো পর্য্যন্ত হয় নাই! যেখানে সেখানে ঘটক পাঠাচ্ছেন, দুই এক জায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে, এমন্ সময় আমাদের বাড়ীতে একজন লোক এলেন। দেখ্‌তে বেশ সুন্দর, বয়স ২৪।২৫ বৎসর, বেশ শান্তস্বভাব। আকার প্রকারে ঠিক যেন তোমার মতন। কথাবার্ত্তা শুনে পিতা তাঁরে বড় ভাল বাস্‌লেন। নিকটে তাঁর বাড়ী নয়, অনেক দূরদেশে, সেই কথা শুনে পিতা তাঁরে আমাদের বাড়ী-তেই রাখ্‌লেন। তাঁর নাম নৃপেন্দ্রলাল। তিনি অনেক জায়গায় অনেক-প্রকার কার্‌বার কোরে অনেক টাকা রোজ্‌গার কোরেছেন, দুষ্টলোকে কুচক্র কোরে তাঁর সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিয়েছে, এখন আমাদের দেশে একটা কার্‌বার করা তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু টাকা নাই। এক মাস তিনি আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌লেন। আগেই বোলেছি, পিতার আর সন্তানসন্ততি ছিল না, সুতরাং সেই পরম সুন্দর যুবাটীকে দেখে, আর তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁরে ছেলের মত ভালবাস্‌লেন। থাক্‌তে থাক্‌তে তিনি গাঘেঁসাও হয়ে এলেন, বালিকাস্বভাবে আমিও দুই একবার তাঁর সম্মুখে বেরুই, কথা পোড়্‌লে দুই একটা কথাও কই, কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লে দুই একটা উত্তরও দিই; প্রথম প্রথম কিছু লজ্জা হতো বটে, শেষে সে লজ্জাও আর থাক্‌লো না; সোয়ে গেলো। মনে মনে তাঁরে যেন ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হলো, কেন হলো, তা জানি না। কখনো আমি অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা কই নি, সেই সবে নূতন, তবু কেন মন চঞ্চল হলো, জানি না। ভাবে বোধ হলো, তিনিও যেন আমারে ভালবাসেন। হেসে হেসে কথা

কন, আমার কথা পোড়্‌লে পিতার কাছে কত গুণব্যাখ্যা করেন, কত স্নেহ দেখান ; যেন কতকালের পরিচয়। একদিন তিনি কার্‌বারের টাকার জন্যে পিতাকে অনুরোধ করেন। পিতা তাঁরে ভাল বাসেন, অবশ্যই রাজী হবেন, জান্‌তেম, তথাচ কার উপদেশে জানি না, বিদেশীর অসাক্ষাতে পিতার কর্ণে আমি সেই কথায় অনুকূল বাতাস দিলেম। পরদিনেই পিতা তাঁরে প্রার্থনামত মূলধন প্রদান কোল্লেন। কার্‌বার চোল্‌তে লাগ্‌লো,—খুব ফ্যালাও কার্‌বার। যখন যত টাকা আবশ্যক, পিতা তখনি তা দেন, টাকার জন্য এক দিনও কিছু আটক থাকে না, ক্রমেই দিনদিন কার্‌বারের উন্নতি। প্রথম প্রথম বেশ লাভ হোতে লাগ্‌লো, পিতাও সন্তুষ্ট, তিনিও সন্তুষ্ট, উভয়েরই মহা উৎসাহ।" এই পর্য্যন্ত বোলে নীলকুমারী লজ্জায় নম্রমুখী হোলেন। বদনে যথার্থই রমণীসুলভ লজ্জার আরক্তিম আভা বিকসিত হলো। হঠাৎ থেমে গেলেন।

ভাব বুঝ্‌তে না পেরে চয়নসুখ উৎসুখচিত্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বোলে যাও, চুপ কোল্লে কেন? হঠাৎ এ লজ্জা কেন?"

কিয়ৎক্ষণ মৌন থেকে নীলকুমারী ধীরে ধীরে নম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "এই লজ্জাই আমার কাল! যে লজ্জা নারীজাতির ভূষণ, সেই লজ্জাই আমার মাথা খেয়েছে! নৃপেন্দ্র একদিন আমার সাক্ষাতেই পিতার কাছে আমার বিবাহের কথা তুল্‌লেন, তিনি নিজেই এই অভাগিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী, স্পষ্ট স্পষ্ট সেই অভিপ্রায় ভাঙ্‌লেন, শুনে আমি লজ্জায় সেখানথেকে পালিয়ে গেলেম। যখন যাই, তখন কি ভেবেছিলেম, এখন বল্‌তে পারি না, কিন্তু যাবার সময় তাঁর পানে একবার চেয়েছিলেম, সেটী মনে আছে। তিনি কিন্তু—"

"তার পর? তার পর?"

"সে কথা আর না!" একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে নীলকুমারী আবার পূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ কোল্লেন। "ছ মাস কেটে গেল, কার্‌বারে বিলক্ষণ লাভ হোচ্চে, দেশবিদেশে জিনিসপত্র রপ্তানী হোচ্চে, বিদেশথেকে নানাপ্রকার ভাল ভাল জিনিস আমদানী হোচ্চে, খুব জাঁক্‌জমক। অকস্মাৎ একদিন নৃপেন্দ্রলাল বিমর্ষভাবে পিতাকে এসে

বোল্লেন, "গুজরাটের পথে এক চালান মালগাড়ী ডাকাতে মেরেছে, বিশ হাজার টাকা লোক্‌সান! পিতা ভারি উদ্বিগ্ন হোলেন, তাঁর মুখে আর কথা সোর্‌লো না! নৃপেন্দ্র কিন্তু নিজে সাহস দেখিয়ে তাঁকে ভরসা দিয়ে অনেক রকম প্রবোধ দিলেন, কার্‌বারের গতিই এই, এমন হয়েই থাকে, লাভ-লোক্‌সান ধরাই আছে, একটাতে দৈবাৎ দুর্ঘটনা হয়েছে বোলে হাল ছেড়ে দিতে নাই; বিশ হাজার গেছে, চল্লিশ হাজার হবে। তার জন্যে চিন্তা কি? এই রকমে অনেক বুঝালেন, পিতা ভালমানুষ, মিথ্যা কথায় ভুলে গেলেন। সেই দিন থেকেই কিন্তু সৌভাগ্যের পড়্‌তা ফিরে দাঁড়ালো! লক্ষ্মীর দৃষ্টি বেঁকে গেলো! আরো এক মাস যায়, আবার ঐ রকম সংবাদ! কখনো নৌকা ডুবী, কখনো রাহাজানী, কখনো আড়ত লুঠ, কখনো জিনিস মন্দ, কখনো বাজার মন্দা, কখনো কাট্‌তী নাই, এইরূপ নানা বাহানায় নিত্য নূতন নূতন ক্ষতি খ্যাসারাতের খবর আস্‌তে লাগলো। যখন গ্রহ মন্দ হয়, তখন খুব বুদ্ধিমান্ লোকেরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে আসে, আমার পিতারও সেই দশা হলো! তিনি ধারকর্জ্জ কোরে টাকা যোগাতে লাগ্‌লেন! আগে যে কথা বোলেছি, যাঁর বিষয় তাঁর হাতে ছিল, তাঁর বিষয়ের আয় থেকেও কিছু কিছু ভাঙ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন! তিন মাসের মধ্যে সকল টাকাই জলে গেলো!! নৃপেন্দ্র নিরুদ্দেশ!!!"

চিন্তা, শঙ্কা, চঞ্চলতা, বিচিকিৎসা আর অনুসন্ধিৎসা তড়িৎসঞ্চারের ন্যায় চয়নসুখের সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হলো। অতি কষ্টে তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাবটী গোপন কোল্লেন। অনেক আপ্‌সোস্ কোরে সহানুভূতি জানিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অ্যাঁ! এককালে নিরুদ্দেশ!—তার পর তোমার পিতা কি কোল্লেন?"

"সর্ব্বনাশ কোল্লেন! আমারে পথে বসালেন! যে পথে তুমি এখন আমারে দেখ্‌চো, সেই পাপপথের মূলীভূত হোলেন! বিশ্বাসনাশ আর অর্থনাশের মনস্তাপে পিতা আমার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কোল্লেন!!!" এই কটী কথা বোলে নীলকুমারী আর সাম্‌লাতে পাল্লেন না, কেঁদে ফেল্লেন। যুগল করপল্লবে বদনমণ্ডল আবৃত কোরে নিঃশব্দে রোদন কোচ্চে

লাগ্‌লেন। বোধ হলো যেন, বর্ষাকালের মেঘ পূর্ণচন্দ্রকে আচ্ছাদিত কোল্লে, বৃষ্টি হোতে লাগ্‌লো !

যদিও চয়নসুখ এই নিদারুণ সংবাদে নিজেও শোকাকুল হয়েছিলেন, তথাচ সেই শোকাতুরা কামিনীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা কোরে ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তাদৃশ বিপদে অসহায়িনী হয়ে তখন তুমি কি কোল্লে ?"

"আগেই তোমাকে বোলেছি, আমার মা নাই, ভাই নাই, কেউ নাই ! বৃদ্ধ পিতা ছিলেন, তিনিও চোলে গেলেন ! পাথারে ভাসিয়ে গেলেন ! তখন কি করি, অনেকক্ষণ হাপুস্‌নয়নে কাঁদ্‌লেম ! কেবল রোদনই তখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা !" চক্ষুমার্জ্জন কোরে নীলকুমারী এইমাত্র নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক উত্তর দিলেন। চক্ষু দুটী আবার বাষ্পপূর্ণ হলো, কষ্টে অশ্রুবেগ-সম্বরণ কোরে ধীরে ধীরে আবার বোল্লেন, "আরো শোনো, কেবল এই মাত্র দুঃখের সীমা নয়। বিপদের উপর আরো বিপদ উপস্থিত ! পিতা যে সকল টাকা ধার কোরেছিলেন, অশৌচান্ত হতে না হতে মহাজনেরা সেই টাকার জন্য আমাদের সব বিষয় আশয় বিক্রী কোরে নিলে ! শেষে ভদ্রাসন বাড়ীখানিপর্য্যন্তও ক্রোক কোল্লে ! সে বাড়ীতে যে, থাক্‌তে পাবো, সে আশাও থাক্‌লো না। "মাতৃহীনা বালিকারে পিতৃহীনা কোরে কোথায় ফেলে গেলে !" পিতার উদ্দেশে বারম্বার এই কথা বোলে কতই রোদন কোল্লেম। বিপদের দিন, দুঃখের দিন শীঘ্র যায় না, তবু আমার ভাগ্যে সে দীর্ঘ দিন যেন শীঘ্রই কেটে গেল। অনাথিনী অসহায়িনী হয়ে একমাস আমি সেই বাড়ীতে একাকিনী থাক্‌লেম। রাত্রিপ্রভাতে নীলামের দিন। কল্যই আমাদের বাড়ীখানি নীলাম হবে ! কোথায় যাব, কার কাছে দাঁড়াবো, ভেবে যেরকম অস্থির হোলেম, বুঝ্‌তেই পাচ্ছো ;—আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগলেম ! অষ্টমঙ্গলা বাদলের পর সূর্য্যের মুখ দেখে লোকের মনে যেমন আহ্লাদ জন্মে, সেই মহাসঙ্কটের মধ্যে আমার মনে তেমনি একটু আশার সঞ্চার হলো যে কাল-রজনীর অবসানে আমি পথের ভিখারিণী হব, পরদিনের সূর্য্য আমারে দুনিয়ার কাঙালিনী দেখবেন, সেই রজনীতে আচম্বিতে নৃপেন্দ্রলাল ফিরে এলেন। তাঁরে দেখে আমার

আমার শোকতাপ শতগুণ বৃদ্ধি হলো বটে, তবু স্ত্রীলোকের মন,—বুঝ্তেই পারো,—অল্পেই আশ্বস্ত হয়;—যিনি আমাদের সকল বিপদের মূলীভূত, তাঁরে দেখে যেন কতই আশ্বস্ত হোলেম।—কাঁদ্তে কাঁদ্তে তাঁরে এই সকল বিপদের কথা জানালেম। তিনি সদয় হয়ে আমারে নানাপ্রকার প্রবোধ দিলেন। আমি—"

"সদয়!—প্রবোধ!—আশ্বাস!—যে লোক সকল বিপদের মূল, তার কথায় আবার আশ্বাস! ভয়ঙ্কর কথা!" সবিস্ময়ে চয়নসুখ এই কটী কথা বোল্লেন।

"তুমি এ কথা বোল্তে পারো বটে, কিন্তু তখন আমার যে রকম অবস্থা, ভুক্তভোগী না হোলে কেউ কখনো সেটী অনুভব কোত্তে পারে না।"

হাঁ, তা আমি বুঝি, কিন্তু তার পর?"

নীলকুমারী পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে একটু থেমে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তার পর তিনি আমারে কিছু টাকা দিলেন। ভদ্রাসনখানি ক্রোক হয়েছে, সেখানি উদ্ধার কোত্তে পারেন, তত টাকা তাঁর কাছে নাই, প্রকারান্তরে সেইটী আমারে জানালেন;—জানিয়ে আমার অভিপ্রায় শোন্বার জন্যে সেই ভাবের আরো দুটী একটী কথা পাড়্লেন। স্থূল তাৎপর্য্য, ভদ্রাসন ত্যাগ কোরে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করা। তাতেই আমি সম্মত হোলেম। পরদিনেই নূতন বাসাবাড়ীতে উঠে যাওয়া গেল, নৃপেন্দ্র সম্ভবমত সব বন্দোবস্ত কোল্লেন, খরচপত্র প্রয়োজনমত দেন, আপাততঃ কোনো কষ্টই নাই। কিন্তু আমার মন পূর্ব্বে তাঁর প্রতি যেমন ছিল, এখন আর তেমন নয়; সম্পূর্ণ ভাবান্তর। চার মাস আন্দাজ সেই বাড়ীতেই থাক্লেম।"

নীলকুমারী আর বোল্তে পাল্লেন না, লজ্জায় মাথা হেঁট কোল্লেন। ভাব বুঝ্তে পেরে চয়নসুখ সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চার মাস থাক্তে থাক্তে কি হলো?"

কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে একটু ম্রিয়মাণ হয়ে নীলকুমারী বোল্লেন, "যে পথে এখন দাঁড়িয়েছি, তাতে আর লজ্জা শোভা পায় না। আগেই

বোলেছি, পিতার সাক্ষাতে তিনি আমারে বিবাহ কোত্তে চেয়েছিলেন, এখন আর সে ভাব নয়, সে কথাই আর নাই, ছলে কৌশলে আমারে—"

স্ত্রীলোকেরা লজ্জাত্যাগ কোত্তে চাইলেও লজ্জা তাদের শীঘ্র ত্যাগ কোরে যেতে চায় না, নীলকুমারীর আবার একটু লজ্জা হলো। চয়নসুখ সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন ;—বোল্লেন,—"বুঝেছি, সেই ধূর্ত্ত ছলে কৌশলে তোমার সতীত্ব নষ্ট কোল্লে !"

চয়নসুখের এই কথায় নীলকুমারী লজ্জিতভাবেই সায় দিয়ে বোল্লেন, "হাঁ, আমার পরকাল নষ্ট কোল্লে ! আমি তার পাপের সহচারিণী হোলেম ! যে পথে,—যে ভাবে আমারে তুমি এখন দেখছো, সেই তার প্রথম সূত্র !"

"পাষণ্ড ! পিশাচ ! রাক্ষস !—তার পর কি হলো ?"

"আরো দু তিন মাস কেটে গেল, সেই দুরাচার আমারে অকূলে ফেলে আবার পালাবার উদ্‌যোগ কোল্লে ! শীঘ্রই ফিরে আস্‌ছি বোলে আমারে কিছু খরচপত্র দিয়ে কোন্ দেশে চোলে গেল ! আমি তখন যেন ঘোর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেম ! যেন কি একটা স্বপ্ন দেখছিলেম, সে ঘোর ছুটে গেল ! ভাবলেম, আর না ! যে পাপ কোরেছি, জন্মের শোধ সে কল্পনা ত্যাগ কোরে তার প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌বো। লোকের বাড়ী চাক্‌রাণী হয়ে এ পাপজীবন শেষ কোর্‌বো ! আমি কুমারী, কুমারীকালে যে দুরন্ত কীট এই হৃদয়ে প্রবেশ কোরেছে, তার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ?— পরমেশ্বরের নাম কোরে আপনার হৃদয়কেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম। উত্তর পেলেম না ; কিন্তু মনে কোল্লেম, এ জগতে যিনি একমাত্র পাপীর গতি, তিনি কি এই অভাগিনী পাপীয়সীকে ঘৃণা কোর্‌বেন ? কখনই না ! সঙ্কল্পে নির্ভর কোল্লেম ; দু চার জন বড়মানুষের বাড়ীতে ভিখারিণী-বেশে আশ্রয় নিতেও গেলেম ; যে পাপ কোরেছি, স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার কোল্লেম ;—এ জন্মে আর সে পথে মতি হবে না, শপথ কোরে সে কথাও বোল্লেম, তথাপি কেমন অদৃষ্ট, কেউ আশ্রয় দিলে না ! কুলটা বোলে দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিলে ! আশ্চর্য্য সমাজ ! আপনারা অহোরাত্র

যে সকল মহাপাতকে ডুব দিচ্ছেন, তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, পাপের কুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছেন, তাতেও ঘৃণা নাই, কিন্তু আমি অবলা, নিরুপায় হয়ে দুষ্ট লোকের চক্রে পোড়ে কুপথে মতি হয়েছিল, তার জন্যে বিলাপ কোচ্ছি, অনুতাপ কোচ্ছি, প্রায়শ্চিত্ত কোচ্ছি, তাতেও পাপ গেল না! তবুও আমি পাপী! মহাপাপী! কাজেই পবিত্র কাশীধামে আশ্রয় পেলেম না!!"

চয়নসুখ গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "হাঁ, এমন হয়েই থাকে, যেখানকার সমাজ বহুরূপী, সেখানে অনুতাপী পাপার আশ্রয় নাই! তা যাক্, তার পর তুমি কি কোল্লে?"

"এক মাস গেল, দেড় মাস গেল, নৃপেন্দ্র এলো না। সাত দিনের কথা ছিল, দু মাস গেল, এলো না! অদৃষ্টের দোষ, কার দোষ দিব! অকূল পথার ভাবতে লাগলেম! ১০।১২ দিন পরে হঠাৎ এক দিন নৃপেন্দ্র ফিরে এলো।—এসেই ব্যস্তভাবে বোল্লে, 'এখানে আর থাকা নয়, ভয়ঙ্কর স্থান, এখানে থাক্‌তে নাই, এখনি আমি এখানথেকে চোলে যাব, যদি ইচ্ছা থাকে, যদি আমারে চাও, যদি আমারে ভালবাসো, সঙ্গে আস্‌তে পারো। কি করি, উপায় নাই, অদৃষ্টে না কি অনেক দুঃখ আছে, আবার পাপে মতি হলো,—রাজী হোলেম। যেখানে এখন আমারে দেখছো, সেই ধূর্ত্তের কুহকে পোড়ে এই দিল্লীসহরে এলেম। পাঁচ সাত দিন থাক্‌তে থাক্‌তেই শুনি, তার নাম নৃপেন্দ্রলাল নয়, যে জাত বোলেছিল, সে জাতও নয়, সব নূতন! এখানে তার নাম দৌলতরাম!"

চয়নসুখ শিউরে উঠলেন। ত্রস্তভাবে বোল্লেন, "দৌলতরাম! আমিও সে নাম শুনেছি, আমার কার্‌বারে তার সঙ্গে সংস্রব আছে, কিন্তু চেহারা কেমন, একদিনও দেখি নাই। তার পর কি হলো?"

"যা হয়ে থাকে, তাই হলো! মাসখানেক থেকে মিছামিছি ঝগড়া কোরে সে আমায় ছেড়ে দিলে! তখন কোথায় যাই, কি করি, ভাবছি, একজন বড়মানুষ জুটলো। পাপের অনুচর অনেক, সৎপথের সাথী খুব কম! এখন আমি যার কাছে আছি, তার নাম ধনসুখদুলাল। যারা সেদিন তোমারে সঙ্গে কোরে এনেছিল, তারা তারিই মোসাহেব। বসন্তের কোকিল!"

চন্দনসুখের মনে সহসা কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হলো; তিনি শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, " আজ আর আমি অপেক্ষা কোত্তে পাচ্ছি না, শীঘ্রই আবার দেখা হবে।" ব্রস্তভাবে এই কথা বোলেই ব্যস্তভাবে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

ষোড়শ কাণ্ড.

চিন্তা ;—কোথাকার পাপ কোথায়।

রাত্রি ১০টা ;—আকাশে অল্প অল্প মেঘ, নক্ষত্রমালা নিষ্প্রভ,—অষ্টকলা চন্দ্রমা মন্থরভাবে ধরাতলে সুশীতল কিরণ বর্ষণ কোচ্ছিলেন, দেখ্তে দেখ্তে জলধরক্রোড়ে লুকায়িত। ক্রমশই মেঘ,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ;—ধরণী অন্ধকার।—আকাশের ন্যায় চন্দনসুখের হৃদয়ও অন্ধকার।—তিনি অন্ধকার পথে, অন্ধকার চিত্তে একাকী চোলেছেন,—দ্রুতপদে চোলেছেন।—বৃষ্টি আরম্ভ হলো।—ক্রমশঃ গতি দ্রুত। বাড়ীতে পৌঁছিলেন;—কত-ক্ষণে পৌঁছিলেন, সে অনুভব তখন ছিল না;—মন অত্যন্ত অস্থির।

অকস্মাৎ মন এত অস্থির হলো কেন?—কে উত্তর দিবে?—তিনি আপন কক্ষে প্রবেশ কোরেই শয্যায় শয়ন কোল্লেন। অন্তঃকরণে দুটী চিন্তা।—প্রথম চিন্তা " নীলকুমারীর গুণে এত বশীভূত হোলেম কেন?—সৌন্দর্য্যে মন আকৃষ্ট হয়, তাও আমার হয়েছে, কিন্তু মধুর বাক্যে, সুমোহন হাস্যে আরো আকৃষ্ট। আমি তারে ভালবাসি কি না,—সুন্দরী এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছে।—কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্নের কারণ কি?—আমি যে তারে ভালবেসেছি, আকার ইঙ্গিতে সেই মনোমোহিনী কি তা জান্তে পেরেছে?—না, তাই বা কেমন কোরে জান্তে পারবে?—আমি ত সে

তাব কিছুই প্রকাশ করি নি।—তবে কেন ও কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে?—হাঁ, আমি তারে ভালবাসি!"—মনে মনে এই পর্য্যন্ত আলোচনা কোরে চয়নসুখ শিউরে উঠলেন।—তাঁর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো। খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বোল্লেন, "হায়! যারে আমি একবার ভালবেসেছিলেম, সেই হৃদয়পিঞ্জরের পাখীটী আমার কোথায় উড়ে গেছে!—না—না,—সে পাপীয়সী!—সে স্বৈরিণী!—সে বিশ্বাস-ঘাতিনী!—তার আর নাম কোত্তে নাই!—নীলকুমারীকেই আমি ভাল-বাসি;—কিন্তু সে একজনের উপপত্নী!—আচ্ছা,—সে বাধাও যদি কাটানো যায়, তা হোলেও কি বারাঙ্গনার প্রেমে বাঁধা পড়া উচিত?—হানিই বা কি?—নীলকুমারী ত ইচ্ছা কোরে এ পথে আসে নি;—দুষ্ট লোকেই তারে দুঃসময়ে নষ্ট কোরেছে, এ ক্ষেত্রে তারে অপরাধিনী বলা যায় না। তবে তাতে দোষ কি?—না, দোষ আছে। যেরূপেই হোক্, এখন ত সে অপবিত্রা।—তারে ভালবাসা হবে না।—দূর হোক্, তারে ভুলে যাব।—হাঁ, আমি তারে ভুলেই যাব।—যাব বটে, কিন্তু আমার নয়ন যে তারে সম্মুখে এনে উপস্থিত কোচ্চে!—মন যে তারে ভুলতে দিচ্চে না!—ওঃ! কেন আমি তারে দর্শন কোরেছিলেম! কেন আমি এতবার তার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেম!—উঃ! চিন্তামণ আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়েছে!—নীলকুমারী আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হয়ে তার জীবনের সকল কথা আমার কাছে খুলে বোলেছে!—তারে আমি ভুলে যাব?—একেবারে এত নিষ্ঠুর হব।—না, তা আমি পারবো না!—ওঃ! কি যন্ত্রণা!—এতদিন আমি বেশ ছিলেম;—অকস্মাৎ কেন এমন চাঞ্চল্য ঘোট্‌লো!—ভুলেই যাব!—আর আমি তার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাব না!"—এইরূপ অনুকূল প্রতিকূল উভয় চিন্তা চয়ন-সুখের হৃদয়সাগরে প্রবল তরঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো।

পাঠক মহাশয় চমৎকৃত হবেন, জন্মাবধি যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মালিন্য স্পর্শ করে নাই,—যার সরলস্বভাব—নির্ম্মলচরিত্র চিরদিন যুবা-হৃদয়ের অতুলিত আদর্শ, অকস্মাৎ তার হৃদয়ে এই দারুণ কীট কিরূপে প্রবেশ কোল্লে?—সহসা সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয় কিরূপে গণিকাপ্রণয়ে আক্রান্ত

হলো?—কিছুই চমৎকার নয়।—প্রণয়ের অপ্রতিহত কুহক যদি জানা থাকে, যৌবনের দুর্দ্দম বেগ যদ্যপি জানেন, তা হোলে মনে বোঝ্‌বেন, কিছুই চমৎকার নয়!

প্রণয়! তোমারে নমস্কার!—তুমি আপন পরাক্রমেই বিশ্ববিজয়ী। আপন পরাক্রমেই জগৎসংসার জয় কর।—পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করো না, পথাপথ নির্ণয় কোত্তে দাও না, ভালমন্দ বিবেচনার অবসর রাখো না;—প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আপন মনেই নৃত্য কোত্তে কোত্তে চোলে যাও। তুমিই অন্ধ, কি যারা তোমারে অন্ধ বলে, তারাই অন্ধ, এ ন্যায়শাস্ত্রের মীমাংসা করা আমার সাধ্য নয়। তুমি লৌহকে দ্রব কর, শতদল পদ্মকে দলন কর,—অপ্রেমিকের কঠিন হৃদয় ভেদ কর, প্রেমিকের তরলচিত্তকে প্রমোদে নাচাও, তোমার প্রভাব অসামান্য! তুমি যখন যার অন্তরে প্রবেশ কর, তার লজ্জা, ভয়, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, কিছুই থাকে না; অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় তুমি তার মানসকন্দরে অবিরত একটানা স্রোতে খেলা কোরে বেড়াও!

কামিনি!—সুন্দরী কামিনি!—সুন্দরী যুবতী কামিনি! এই বিনশ্বর বিশ্বসংসারে তুমিও দিগ্বিজয়িনী। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তোমার ইন্দ্রজালে প্রতারিত না হয়, এমন লোক বিরল। বিশ্ববিমোহিনি! জগতে তোমার প্রেম, তোমার মায়া সমভাবে সকলকেই বিমোহিত করে। তুমি যে দেশেই জন্মাও, যে ভাবেই থাকো, স্বর্গেই বাস কর, কি পৃথিবীতেই আবির্ভূত হও, সর্ব্বত্রই তোমার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ! তোমার বিম্বনিভ ওষ্ঠ, মুক্তানিভ দশন, পদ্মনিভ কপোল, উৎপলনিভ নয়ন, অম্বুদনিভ অলক, ইন্দুনিভ আস্য, বিদ্যুন্নিভ হাস্য, কম্বুনিভ গ্রীবা, মেরুনিভ উরস্, অমৃতনিভ বাক্য, এর একটী একটীই যেন বিশ্বজিৎ পুষ্পকেতুর সুতীক্ষ্ণ পঞ্চশর!—মায়াবতি! তুমিই ধন্য! মায়াপাশে তুমি সকলকেই ধর, কিন্তু নিজে ধরা দাও দাও, দাও না। বিশ্ববিনোদিনি! তোমার একটী ঐশী শক্তি আছে। সেই শক্তিতে তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, এই তিনেরিই অধিষ্ঠাত্রী। প্রথম দুই গুণে তুমি সংসারের সুখদা, মোক্ষদা, বরদা; কিন্তু শেষ গুণে তুমি সর্ব্বনাশিনী।—রাক্ষসি! তোমারে ভয় করে না;—তোমার অনন্ত রূপকেই

ভয়!—তোমার চঞ্চল কটাক্ষকেই ভয়!!———তোমার মৃদু মধুর হাস্য-কেই বড় ভয়!!!—তোমার বিষাক্ত সুধামিশ্রিত ধারাল রসনাকে আরো ভয়!!!!

দ্বিতীয় চিন্তা অন্যপ্রকার।—"নীলকুমারীর নিবাস বারাণসী।—আঃ! পবিত্র পুণ্যধাম বারাণসী!—নীলকুমারীর পিতা ধনশালী লোক ছিলেন একজন বিদেশী তাঁরে হৃতসর্ব্বস্ব কোরে প্রাণে মেরেছে!—উঃ! নিদারুণ প্রতারণা!—ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা!—তিনি এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন,—কোন রাজার?—নামটী নীলকুমারীও বোল্লে না, আমিও জিজ্ঞাসা কোল্লেম না;—কিন্তু শুনে অবধি মন বড় অস্থির হয়েছে। নীলকুমারী অনেক কথা বোলেছে, একটী একটী কথা আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে!—কিন্তু কাদের কথা?—আমা—"

বাধা পোড়্লো।—চয়নসুখ এইরূপ চিন্তা কোচ্ছিলেন, এমন সময় কে এসে দরজায় ঘা দিলে।—চিন্তাস্রোত বর্ণন কোত্তে যত সময় গেল, বাস্তবিক সেগুলি ভাব্তে তার শতাংশ সময়ও লাগে নি;—৫।৭ মুহূর্ত্তের মধ্যেই পর পর সকল চিন্তার উদয় ও লয় হয়েছিল। চয়নসুখ শশব্যস্তে গাত্রোত্থান কোরে দরজা খুলে দিলেন, তিনজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। এঁদের মধ্যে একজন পূর্ব্বপরিচিত চিন্তামণ,আর দুজন নূতন।—একজনের আকার দীর্ঘ, গড়ন দোহারা, মাঝারি ধরণের ভুঁড়ী, গৌরবর্ণ বেশ সুশ্রী, বয়স ৪০।৪৫ বৎসর, নাম ধনসুখদুলাল। দ্বিতীয় জন দীর্ঘাকার, অসম্ভব দীর্ঘ, ৪ হাত অপেক্ষাও বরং কিছু বেশী। মোটা সোটা, হাত দুখানি খুব লম্বা, পায়ের গোছ ভারি ভারি, মস্তক গোল; ঝাঁকড়া চুল, চক্ষু কট্মটে, লম্বা লম্বা গোঁফদাড়ী, বুকে একরাশ চুল, গা আদুড়,—রঙ্ কটা; দেখ্লে বোধ হয়, কিছু বাচালস্বভাব। বয়স অনুমান ৫০ বৎসর, নাম তালজঙ্ঘ।

চয়নসুখ তাঁদের সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে বসালেন, একজন চাকর এসে হুকুমমত কাজকর্ম্ম কোত্তে লাগ্লো। চিন্তামণ প্রথমে ঐ দুজন আগন্তুকের পরিচয় দিয়ে দিলেন, প্রথম সাক্ষাতের দস্তুরমত আলাপ হলো। শেষে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে চিন্তামণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,

"মহাশয় ! আজ আপনাকে এরূপ চিন্তাযুক্ত অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন ?"

"না, চিন্তা এমন কিছুই নয়, তবে কি না, শরীর কিছু অসুস্থ আছে, সেই জন্যই বোধ হয় অন্যমনস্ক দেখ্‌ছেন। আপনি—————"

চয়নসুখের কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে তালজঙ্ঘ গম্ভীরস্বরে হাত মুখ নেড়ে বোল্লেন,—"অসুস্থ ?—আর এখন কারো শরীর অসুস্থ থাক্‌বার যো নেই। সে দিন আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল, কাণে এক খানা কম্বল জড়িয়ে, গলায় দুখানা চাঁদোয়া ঝুলিয়ে এমনি ভাবে ছুটে বেড়িয়েছিলেম যে, এক লহমার মধ্যে পা অবধি মাথা পর্য্যন্ত টাটকা—তাজা হয়ে গেল।—আপনিও তাই কোর্‌বেন, আমাদের বাদশার দরবারে যে এক নূতন ফেরিঙ্গী এসেছে, তারও ঐরূপ বন্দোবস্ত !"

চিন্তামণ বার বার চোক্ টিপতে লাগলেন, কে তাতে ভ্রূক্ষেপ করে ? তালজঙ্ঘ আপনার মনেই বোক্‌তে লাগলেন।—চয়নসুখ একটু হাস্‌লেন।—ধনসুখ বিরক্তভাবে তালজঙ্ঘকে চুপ কোত্তে বোলে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আপনার নাম শুনা ছিল, চাক্ষুষ ছিল না, আজ বড় সন্তুষ্ট হোলেম। আপনার সৎস্বভাবের কথা যেমন শুনেছিলেম, তাই যথার্থ। আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি।—আপনি আমার বৈঠকখানায় গিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তখন আমি উপস্থিত ছিলেম না, নীলকুমারীর মুখে আপনার অমায়িকতার পরিচয় পেয়ে পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছি। আমি——"

বাধা দিয়ে চয়নসুখ সলজ্জভাবে বোল্লেন, "মহাশয় ! আপনি অতি মহৎ লোক।—অনেকবার আমি আপনার মহত্ত্বের পরিচয় শুনেছি, সাক্ষাৎলাভ ভাগ্যে ঘোটে উঠে নাই, আজ চরিতার্থ হোলেম। আপনার অপার অনুগ্রহ ;—বাড়ীতে এসে দর্শন দিলেন ;—বিশেষ অনুগৃহীত হোলেম।—আর,—আর—নীলকুমারী যে আপনার নায়িকা, সেটা আমি জান্‌তেম না, তা জান্‌লে কখনই আমি সেখানে যেতেম না।—অপরাধ———"

'কেন ?—কেন ?—কেন যেতেন না ?—অবশ্যই যাবেন। আপনি একজন বড় লোক ;—আমিও যেমন বড় লোক, এই চিন্তামণও যেমন বড় লোক, আর আর ধনবানেরাও যেমন বড় লোক, আপনিও তেমনি

একজন বড় লোক।—যাবেন না কেন?—অবশ্য যাবেন।—বড় লোকেরা যে সব নায়িকা রাখেন, সে কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য। বন্ধুবান্ধবেরা সেখানে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেন, শুধু সেই জন্যই রাখা। এই দিল্লীসহরে সমস্ত বড় লোকেরই উপপত্নী আছে। কার নাই?—রাজা, রাজপুত্র, আমীর, ওমরা, ধনী, মহাজন, সকলেরিই উপনায়িকা আছে। কার নাই?—এটী একটী মহাসম্ভ্রম। এটী না থাক্‌লে কেউ বড় লোক বোলেই গণ্য হয় না। বিশেষতঃ নীলকুমারী অদ্বিতীয় সুন্দরী। তার তুল্য রূপবতী রমণী এ সহরে আর নাই, বাদশার খাসমহলেও নাই। নীলকুমারী আমাদের পৃথিবীর বিদ্যাধরী।—নীলকুমারী——"

তালজঙ্ঘ দাঁড়িয়ে উঠে ধনসুখকে বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, "নীলকুমারীর কথা যদি বল, আরে—সে বড় খাসা লোক! যেন খাস্‌-বাগের মতিচুর!—তার কথাগুলি যদি শোনো, অমনি জলে জলপ্লাবন হয়ে যাবে। যেন ফরক্কাবাদের জম্‌জমাট মিছরি। রূপখানি যেন আলম্‌গীরের আমখাস।—আর—"

চিন্তামণ তাঁর কথায় বিরক্ত হয়ে বোল্লেন, "চুপ কর, আর তোমার বক্তৃতা ছড়াতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে।—" তালজঙ্ঘকে এইরূপ ভর্ৎসনা কোরে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহাশয়! এই তালজঙ্ঘ বড় শাদা লোক। মনে কিছুমাত্র মারপেঁচ নাই, যা মুখে আসে, তাই বলে, বিষয়কর্ম্ম আদব-কায়দা বড় ভাল বুঝে না, কিন্তু এ ব্যক্তি একজন মস্ত ধনী।—যেমন ধনী, তেমনি দাতা। আপনি এর বাচালতা দেখে কিছু মনে কোর্‌বেন না।"

"না, সে জন্য কুণ্ঠিত হবেন না;—ভদ্রলোক, আমোদ কোচ্চেন; তাতে আমার আমোদই হোচ্চে, এমন হয়েই থাকে।"

চয়নসুখ গম্ভীরভাবে এই কথা বোলে অন্যান্য আলাপ কোত্তে লাগ-লেন। বাস্তবিক ঐ বীভৎস লোকের বীভৎস ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন, সেটী কেউ অনুভব কোত্তে পাল্লেনা। খানিকক্ষণ নানাবিধ গল্পের পর তিনি নম্রস্বরে চিন্তামণকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, !! রাত্রি অধিক হয়েছে, আকাশেরও দুর্য্যোগ বাড়ছে, এ রাত্রে আর আপনাদের

গিয়ে কাজ নাই, এই খানেই যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি কোরে অবস্থান কোরে পরম সন্তুষ্ট হই।"

ধনসুখ ও চিন্তামণ উভয়েই শিষ্টাচার জানিয়ে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "আপ্যায়িত হোলেম, কিন্তু আমাদের গাড়ী আছে, যেতে কোনো কষ্টই হবে না, এ আমাদের নিজেরিই ঘর,—কতবার উপদ্রব কোর্‌বো, তার জন্য ভাবনা কি!"

আহার কোত্তেও সম্মত হোলেন না, শেষে চন্দনসুখের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অগত্যা রাজী হোলেন। আহারাদির আয়োজন হলো, চার-জনেই একসঙ্গে আহার কোত্তে বোস্‌লেন। তাণজন্ত হৃষ্ট হয়ে ব্যস্তভাবে দুই হাতেই ভোজন আরম্ভ কোল্লে! কতপ্রকার অঙ্গভঙ্গী,মুখভঙ্গী কোচ্ছে,হাস্‌চে, বোক্‌চে, মাথা নাড়চে, ঠিক যেন বোসে বোসেই নাচতে লাগলো!—"এ জিনিসটা খুব ভাল, এটা আরো মিষ্টি, এত টক্ পঞ্জাবেও নাই;—মিঠাই খেতে হোলে এমনি কালো কালো. ঝাল ঝাল, টক্ টক্, গরম গরম হিম হিম খাওয়াই ভাল। কাবাবচিনি বলো, লঙ্কামরিচ বলো, সাজো দই বলো, গিরিগোবর্দ্ধনই বলো, এর কাছে সমস্তই তুচ্ছ। হাঁ,!ভাল কথা, কাল আমি মুলতানে গিয়েছিলেম,গিয়েই দেখি,সেখানে একটা ভেড়া;—যেখানে গিরি গোবর্দ্ধন ছিল, ঠিক সেই খানেই সেই ভেড়াটা শুয়ে আছে,—ভেড়া কি গাধা, ঠিক চিন্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু বেমালুম শুয়ে আছে।—গিরি-গোবর্দ্ধন কোথায় উড়ে গেছে, চিহ্নও নাই। জিজ্ঞাসা কোল্লেম গাধাটা উত্তর দিলে না, ভারি রাগ হলো, এক কীলেই তারে কেটে ফেল্লেম। খেয়ে দেখি, একটু ঝাল, একটু মিষ্টি, কিন্তু আজ এই বাবুটী যে মিঠাই দিয়েছেন, তার চেয়ে ঝালও নয়, টকও নয়।" এই কথা বোলেই একটা বড় মতিচুর দেয়ালের গায়ে ছুড়ে মাল্লে।—সেটা চুরমার হয়ে চিন্তামণের গায়ে ছড়িয়ে পোড়লো!

ধনসুখ ও চিন্তামণ তার কথা চাপা দিবার জন্য অন্য কথা ফেলতে আরম্ভ কোল্লেন, কিন্তু বানের মুখে শোলার মান্দারের ন্যায় তাঁদের সে চেষ্টা তালজন্তের প্রলাপস্রোতে ভেসে যেতে লাগলো। অনেকক্ষণ এই প্রহসনের অভিনয় হবার পর সুরসিক বিদূষক ক্লান্ত হয়ে

পোড়লেন, রসনায় বিশ্রাম হলো।—ভোজনেও বিশ্রাম, বচনেও বিশ্রাম।

আহারান্তে অতিথিরা বিদায় চাইলেন, থাক্‌বার জন্য চয়নসুখ আরো একবার অনুরোধ কোল্লেন, কিন্তু তাঁরা থাক্‌লেন না।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত।—মুষলধারে বৃষ্টি হোচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস। চয়নসুখ শয়ন কোল্লেন, নিদ্রা হলো না।—হৃদয়ে প্রবল চিন্তা, তার উপর তালজঙ্ঘের অদ্ভুত রসিকতা, কাজেই নিদ্রা নাই। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হলো না,—কত কি ভাবলেন, কত কি সিদ্ধান্ত কোল্লেন, কতবার তা খণ্ডন কোল্লেন, চিন্তাকুল চঞ্চলচিত্তের চিত্র প্রদর্শন করা সহজ ব্যাপার নয়। চয়নসুখ নানা-চিন্তায় জড়ীভূত হয়ে আপনা আপনি একবার বোল্লেন "কোথাকার পাপ কোথায়?"

সপ্তদশ কাণ্ড।

——:-•-:——

পেঁপ্লিফা

রজনী প্রভাত।—গত রজনীর দুর্য্যোগ কেটে গেছে, প্রচণ্ড বায়ু এখন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কোরেছে. ঝুর্ ঝুর্ শব্দে প্রভাতসমীর বহন হোচ্চে; জলদজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে নীলাম্বরে বিলীন হয়ে গেছে, আকাশ নির্ম্মল! ঝড়বৃষ্টিতে জগতের কিছু অঙ্গরাগ নষ্ট হয়েছে কি না, তাই দেখবার জন্যই যেন ভগবান্ সহস্ররশ্মি ধীরে ধীরে সন্দিগ্ধ নায়কের ন্যায় পূর্ব্বগগনে দর্শন দিয়েছেন। ধরাতল কাঞ্চনবর্ণে,—দেখতে দেখতে রজতবর্ণে সমুজ্জ্বল। চয়নসুখ সমস্ত রাত্রি জাগরণে পরিশ্রান্ত হয়ে উষাকালেই শয্যাত্যাগ

কোরেছেন, অন্যমনস্কভাবে একাকী পুষ্পোদ্যানে পাদবিহার কোচ্চেন, ফুলের সুগন্ধ, উদ্যানের শোভা, আর ভ্রমরের ক্রীড়া থেকে থেকে তাঁর চিন্তাকুল বদনকে একটু একটু প্রফুল্ল কোচ্চে, আবার তখনি ভাবান্তর। মানসে চিন্তার কারণ অনেক আছে বটে, পাঠক মহাশয় আজ যেমন তাঁরে বিষণ্ণ—উদ্বিগ্ন দেখছেন, বিজয়পুর থেকে দিল্লীতে আসা অবধি একদিনও এরূপ উৎকণ্ঠিতভাব দেখেন নাই। যা হোক্, তিনি আপনার মনেই মৃদুগতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ কোচ্চেন, মাঝে মাঝে আকাশে ও উদ্যানের বৃক্ষরাজীতে দৃষ্টিপাত কোচ্চেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সেই খানে উপস্থিত হোলেন। এই ভদ্রলোকের নূতন পরিচয় কিছুই নাই, তিনি আমাদের নাগরিক মহাজন চিন্তামণ।—পরস্পর অভিবাদনের পর চয়নসুখ তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন, কথাবার্ত্তা চোলতে লাগলো। চয়নসুখ একটী হাই তুলে বোল্লেন, "সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, বড় অসুখ।"

"ও কিছু নয়;—কাল অধিক রাত্রে আহারাদি হয়েছিল, তাতেই অমন হয়েছে, দিনমানে একটু বিশ্রাম কোল্লেই সেরে যাবে।"

"হাঁ, তা হোতে পাত্তো বটে, কিন্তু আজ একবার সহরে বেরুতে হবে। কিছু টাকা আবশ্যক হয়েছে, একখানা হুণ্ডী ভাঙাতে যাব।"

"বটে!—আমারো আবশ্যক আছে, আমিও যাব, দুজনেই এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।" এই পর্য্যন্ত বোলে কি ভেবে চিন্তামণ নম্রস্বরে আবার বোল্লেন, "দেখুন, আজ একটী জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, আপনাকে সেখানে যেতে হোচ্চে, সন্ধ্যার পরেই যেন যাওয়া হয়। আমিই আপনাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।"

"সেখানে কে কে থাক্‌বেন?"

"অধিক লোক নয়, আপনি, আমি, ধনসুখজী,—আর তালজঙ্ঘ;—আর কেউ না।—আপনি তালজঙ্ঘকে দেখে আর তার বাচালতা শুনে বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু এ ধারে সে বেশ লোক। মনে কিছুমাত্র কোরকাপ নাই, উদার পরিষ্কার।—আর খুব দাতা।—ভগবান্ তাকে যে অসুমার ধনদৌলৎ দিয়েছেন, সে তার উত্তম ব্যবহার জানে। এই নগরে যত দেবালয়, যত পান্থনিবাস আছে, তার সকলগুলিতেই মাসে মাসে ১০৲ টাকা কোরে

দান করে। কাল সকালেই এ মাসের দান-বণ্টন কোরে দিয়েছে। অনাথ দরিদ্র পরিবারের সাহায্য করা, কেউ দায়ে পোড়লে সাধ্যমতে উপকার করা, অসহায় রোগীদের ঔষধপথ্যের বন্দোবস্ত করা, এ সকল গুণ তার বিলক্ষণ আছে।—লোকে যেমন লোক দেখাবার জন্য,—নাম বাহির করবার জন্য স্থলবিশেষে,—পাত্রবিশেষে মোটা মোটা দান করে, তালজঙ্ঘের সেটী নাই। নামের লোভ,—সুখ্যাতির লোভ তার কিছুই নাই। নিঃস্বার্থ দান। যাকে যখন যা দান করে, গোপনে,—বেনামীতে সে কাজ সমাধা হয়। কে দেয়, কেউ জানতে পারে না। তবে লোকটা কিছু অসভ্য,—লেখাপড়া ভাল জানে না, আলাৎ পালাৎ বকে, এই দোষ।"

"বটে!—এমন লোক!—তবে তাঁর অন্যান্য দোষ কিছুই ধর্ত্তব্য নয়।—এত বড় দাতা!—শুনে আমি বড় সন্তুষ্ট হোলেম। এত গুণ যার, সে একটু বাচাল, তুচ্ছ কথা!—তাঁকে——"

"আরো শুনুন, সম্রাট শাহজাঁহা তাকে পঞ্চহাজারী খেতাব দিতে চেয়েছিলেন, সে তা গ্রহণ কোত্তে অস্বীকার কোরেছিল।"

"সাধু সাধু! এখনকার কালে এ রকম লোক প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। আজ সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ হোলে আমি তাঁরে যথোচিত সমাদর কোরবো।"

"আরো শুনুন, কাল সন্ধ্যার একটু আগে আমি আর তালজঙ্ঘ একত্রে তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি, ভয়ঙ্কর দৃশ্য!! চার পাঁচ জন নগরপাল একটী ছিন্নবস্ত্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে;—ছোট ছোট তিনটী ছেলে, প্রায় উলঙ্গ; উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে;—নগরপালেরা তাদের ধমক দিচ্ছে, ধাক্কা মাচ্চে, আকর্ষণ কোচ্চে, তারা আরো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ছে,—স্ত্রীলোকটীও তাদের পানে চেয়ে দরদর অশ্রুধারা বর্ষণ কোচ্চে। তালজঙ্ঘ তাই দেখে দয়ার্দ্র হয়ে আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা কোত্তে বোল্লে।—আমি জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, হাজার টাকা দেনার জন্য ঐ কাঙালিনীকে ফাটকে নিয়ে চোলেছে!—শুনে তালজঙ্ঘ তৎক্ষনাৎ আমার হাতে হাজার টাকার হুণ্ডী দিলে, আমি জামীন হয়ে তখনি ঐ অভাগিনীকে খালাস কোরে দিলেম।

এই দেখুন সেই হুণ্ডী। এইখানি ভাঙাবার জন্যই আজ গদীতে যাব, তাই বোল্‌ছিলেম।" চিন্তামণ এই সকল কথা বোলে একখানি হাজার টাকার দর্শনী হুণ্ডী বার কোরে দেখালেন। চয়নসুখ এই সকল কথা শুনে অত্যন্ত কাতর হোলেন, উদ্দেশে তালজঙ্ঘকে ধন্যবাদ দিয়ে চিন্তামণকে বোল্লেন, "যথার্থ পুণ্যাত্মা লোক! আপনারা যথার্থ মহত্ত্বের আদর্শ। আমি কখনই এ সৎসঙ্গ পরিত্যাগ কোর্‌বো না। জগদীশ্বর আমাকে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমার সুখের দ্বার,—পরিতোষের দ্বার খুলে দিয়েছেন!" সজলনেত্রে এই কটী কথা বোলে করুণস্বরে পুনরায় বোল্লেন, "আহা! সে স্ত্রীলোকটীর কি দুরবস্থা!—আমার নিকট অধিক টাকা নাই, আমি সেই দরিদ্র পরিবারের উপকারে ২০০ টাকা দিব।"

"না—না, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না, আমরাই তাকে সাহায্য কোর্‌বো। আমি নিজেই হাজার টাকা দিব, আর ধনসুখদুলাল, তিনি একজন আমীর, বিস্তর টাকা, তিনিও হাজার দুহাজার দিবেন;—তাল-জঙ্ঘও আরো অনেক সাহায্য কোত্তে প্রস্তুত। আমরাই তার কষ্ট দূর কোর্‌বো। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।"

চিন্তামণের এই কথায় অধিক সন্তুষ্ট হয়ে চয়নসুখ নম্রভাবে বোল্লেন, "তবুও আমি তারে ২০০ টাকা দিব। যৎসামান্য উপকারেও মানুষ মানু-ষের সুখদুঃখ অনুভব কোত্তে পারে। আপনি অনুগ্রহ কোরে সেই যৎ-কিঞ্চিৎ টাকা তারে দিবেন।"

"আপনার আশয় বড় উচ্চ;—আচ্ছা, বাধা দিতে নাই, যা ইচ্ছা হয়, দিবেন। আমি এখন আসি, একসঙ্গেই গদীতে যাব।" এই কথা বোলে অভিবাদন কোরে চিন্তামণ সে ঘর থেকে বেরুলেন।—খানিক দূর গিয়েই ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "দেখুন, এ হুণ্ডীখানা আপনিই রাখুন, আপনিই ভাঙিয়ে আন্‌বেন। আমার আর একটী প্রয়োজন আছে, এখন মনে হলো, গদীতে যাওয়া হোচ্চে না, আবশ্যকও নাই, আপনি যাচ্ছেন, আপনি আন্‌লেই হবে।" এই কথা বোলে পূর্ব্বকথিত হাজার টাকার হুণ্ডীখানি চয়নসুখের হাতে দিলেন, তিনিও গ্রহণ কোল্লেন। বিদায় হবার পূর্ব্বে চিন্তামণ আবার বোল্লেন, "সন্ধ্যার সময় আপনি আমার

বাড়ীতে যাবেন, ধনসুখজী আর তালচন্দ সেইখানেই থাকবেন,—এক সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাওয়া যাবে। অথবা যদি বলেন, আমরাই এখানে আসি।"

"না—না,—আপনাদের আর কষ্ট কোরে আস্‌তে হবে না, আমিই হুণ্ডীর টাকা নিয়ে আপনার ওখানে যাব;"

চয়নসুখের সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হয়ে চিন্তামণি তখন বিদায় হোলেন।

আহারান্তে চয়নসুখ একখানি গাড়ী কোরে সহরের ভুজঙ্গলাল হনুমানের গদীতে উপস্থিত হোলেন। জানাশুনা ছিল, শীঘ্রই নিজের ৫০০ টাকার ও চিন্তামণের হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙিয়ে কতক নগদ মোহর, কতক নগদ টাকা, আর নিজের জন্য কতক বরাতী হুণ্ডী নিয়ে চোলে এলেন। বেলা শেষ হয়ে এলো,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়ে তিনি চিন্তামণের বাড়ীতে যাত্রা কোল্লেন।

ওদিকে ধনসুখ আর চিন্তামণ একটী ঘরে বোসে কি পরামর্শ কোচ্চেন, কখনো হাস্‌ছেন, কখনো গম্ভীরবদনে চিন্তা কোচ্চেন, নিকটে কেউ নাই, তথাচ চুপি চুপি কথা। ধনসুখ বোল্লেন, "নীলকুমারী বড় বাড়িয়ে তুল্লে;—কত টাকা আমার নিয়েছে, তবুও সন্তুষ্ট নয়। ক্রমেই হাত বেড়ে গেছে, নজর বেড়ে গেছে, বুক বেড়ে গেছে। ভারি অপব্যয়! আমি তার সংস্রব থেকে তফাৎ হবার পন্থা দেখ্‌চি।"

"সে কি!—ও কথা মনেও জায়গা দিও না! অমন সুন্দরী মেয়েমানুষ, অমন মিষ্টি কথা, অত বুদ্ধিবিবেচনা,—অত গুণ, ওকে কি ছাড়্‌তে——"

"চুপ্‌!—আস্তে!—এই দেয়ালগুলোরও কাণ আছে, আস্তে কথা কও।—গুণ আছে বটে, কিন্তু আমি পেরে উঠি কৈ?"

"কেন?—সে ত জেদ্‌ কোরে কখনো কিছু চায় না, যখন যা বলো, তাই শোনে, তাই করে, কত ভালবাসে!"

"ঐ গুণেই ত বাঁধা পোড়েছি, কিন্তু সে আমারে যত ভালবাসে, আমি কিন্তু তত বাসি না! দৌলতরাম যখন রেখেছিল, তখন কেমন ওজনের মাথায় ছিল, এখন——"

সহসা তাঁদের কথার ভঙ্গ পোড়্‌লো, চয়নসুখ প্রবেশ কোল্লেন। তাঁরা

দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা কোরে তাঁরে বসালেন। চয়নসুখ এই অবসরে চিন্তামণের হাতে হাজার টাকার মোহর আর সেই দরিদ্র স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর নিজের অঙ্গীকৃত ২০০ টাকা দিলেন। দুটী একটী কথা হোতে লাগ্‌লো তালজঙ্ঘ অনুপস্থিত।

দুই এক দণ্ড অতীত। প্রয়োজনমত কথাবার্ত্তা হোচ্চে, ধনসুখজী প্রসন্ন-বদনে চয়নসুখের গুণের প্রশংসা কোচ্চেন, চয়নসুখ কুণ্ঠিতভাবে অন্য কথা পাড়্‌চেন, আরো দুই দণ্ড।—তালজঙ্ঘ এলেন। চয়নসুখ তাঁরে আলিঙ্গন কোরে বিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শন কোল্লেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড হলো, আর বিলম্ব করা অনুচিত বোলে চার্ জনেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কোত্তে বেরুলেন।

বড় দরিপা-মহল্লার বড় রাস্তা পার হয়ে একটা ছোট গলি দিয়ে তাঁরা সরাসর দক্ষিণমুখে চোল্লেন। গলিটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। রাস্তার ধারে কোথায় কি আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিকদূর গিয়ে বাঁ দিকে একখানা বাড়ী। এলামাটীর রঙ. দেওয়া বেশ পরিষ্কার দোতালা বাড়ী। দেউড়ীতে মিট্‌মিট্ কোরে একটী ডুম্ জ্বোলছে, একজন ভোজপুরে জোয়ান একখানা খাটিয়ায় আড় হয়ে পোড়ে কালোয়াতি সুরে রামসীতার ভজন গাচ্ছে, নাসা-রঞ্জন গঞ্জাপরিমলে (!!) আধখানা বাড়ী আমোদিত হয়েছে, চিন্তামণ অগ্রণী হয়ে তিনটী বন্ধুর সঙ্গে সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন। দরোয়ান তাঁদের দেখে ত্রিভঙ্গভাবে উঠে বোস্‌লো ;—"যাইয়ে মহারাজ, উপরমে যাইয়ে!" খাতিরদস্তুরে এই কথা বোলে একটী কেতা-দুরস্ত সেলাম ঠুক্‌লে! তাঁরা উপরে উঠে চোল্লেন। ঘুরোণো ঘুরোণো সিঁড়ি অনেক বাঁক, অনেক ফের, ঠাঁই ঠাঁই অন্ধকার, ঠাঁই ঠাঁই এক একটা গা-লাণ্ঠনে মিট্‌মিটে আলো. চয়নসুখ যেন ফাঁফরে পোড়্‌লেন। তিনি ছাড়া তাঁর তিনজন সহচরের সে সিঁড়ি বেশ জানা ছিল, তাঁরা তাঁকে ধীরে ধীরে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চোল্লেন।—আর সিঁড়ি নাই, কতক পরিত্রাণ, প্রথম কক্ষে পদার্পণ।—ঘরটী বেশ সাজানো, ৫।৭টী আলো আছে, ঢালা বিছানা, চার দিকে চারটী দরজা, দিব্য আরামের স্থান।—সে ঘর পার হয়ে ডানদিকে আর একটী ঘর।—এটী আয়তনে কিছু ছোট, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে

বেশ পরিপাটী। ঘরজোড়া গালচের উপর সারি সারি অনেকগুলি কেদেরা চারদিকে চারখানি কৌচ, দেয়ালে ৮।১০খানি ছবি, আর ৮।১০টী দেয়ালগিরি। মধ্যস্থলে এক বৃহৎ ত্রিপদীর উপর ফুলদান, গোলাপদান, আতরদান, আর নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য বিন্যস্ত। ধারে ধারে আরো কতকগুলি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ত্রিপদীতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী থরে থরে সাজানো। একটী গবাক্ষের নিকটে একখানি বিচিত্র কৌচের উপর একটী নারীমূর্ত্তি সংস্থিত। সম্মুখে একটী শাদা পাথরের ছোট গোল মেজের উপর একখানি আর্শী, দুখানি চিরুণী, একটী সুধাধার, একটী পেয়ালা, আর একখানি পাট করা সবুজ রেসমী রুমাল।—কৌচের উপর যে মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, সেটী পরাৎপরা মূর্ত্তি!—উচ্চে আড়াই হাত অপেক্ষাও বরং কিছু কম; কিন্তু তাঁর অঙ্গযষ্টি বেষ্টন কোত্তে আড়াই হাতের দ্বিগুণ পরিমিত একগাছি ফিতা আবশ্যক করে। করপদের পরিমাণ ঠিক অবয়বের মানানসই। সমস্ত অবয়ব অতিক্রম কোরে স্থূল উদরটী অনেকদূর পর্য্যন্ত স্ফীত। মাথার চুলগুলি কপাল পর্য্যন্ত পেটে পেড়ে কাণের দুপাশ দিয়ে টেনে স্কন্ধদেশে কবরীবদ্ধ। তাতে কোরে ভ্রূদুটী পর্য্যন্ত ঢেকে গেছে। আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে মাটীর আহ্লাদে পুতুল নিয়ে খেলা করে, অবিকল তেমনি মূর্ত্তি।—পরিধান খুব সুচিকণ গোলাপীরঙের ঘাগরা, তার ভিতর দিয়ে সমস্ত শরীরের ছায়া দেখা যাচ্ছে, আভা দীপ্তি পাচ্ছে।—মুখখানি সম্পূর্ণ গোলাকার।—সুধাসঞ্জাত লোহিতরাগে আকণ্ঠ রক্তবর্ণ। ঠিক যেন উদয়াচলে উষাকালীন বালার্ক।—ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিরা যে, পরম রূপবতী যুবতী কামিনীর বদনমণ্ডলকে চন্দ্রানন বোলে বর্ণন কোরে গেছেন, আজকাল যে সকল সুরসিক নায়ক সেই বর্ণনায় ভ্রূকুটী কোরে শ্লেষ করেন, তাঁরা শুনে সন্তুষ্ট হবেন, এই অপূর্ব্ব গোলবদনী নারীমূর্ত্তিই তাঁদের যথার্থ মনোগত চাঁদবদনী!!!—মূর্ত্তিখানি অচলা কি সচলা,—মাটীর, কি পাথরের কি পঞ্চভূতের, সে সংশয় আমাদের সহসা ভঞ্জন হতো না, কিন্তু তিনি দয়া কোরে এক একবার আপনা আপনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন, পাতলা পাতলা বিম্বোষ্ঠ দুখানি অল্প অল্প নোড়ছিল, আর মাঝে মাঝে চুক্ চুক্ কোরে পানপাত্রের অমৃতের

আস্বাদন নিচ্ছিলেন, তাতেই আমরা অনুমান কোরে নিলেম, এ মূর্ত্তি সজীব!

চারজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেছেন, গোলবদনী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। শেষে যখন চিন্তামণ মৌনভঙ্গ কোরে চয়নসুখকে বোল্লেন, "এই খোব্‌সুরত বেগমটীই এই বাড়ীর ঈশ্বরী,ইনি নারীকুলের রাণী, !"— তখন অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে ঐ রেস্‌মী রুমালে চন্দ্রমুখ মার্জ্জন কোরে তেমনি মৃদু মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে চন্দ্রমুখী একবার তাঁদের পানে কটাক্ষপাত কোল্লেন। অতি কষ্টে একবার মাথা নাড়্‌লেন। তাতেই যথাসাধ্য যথোচিত অভ্যর্থনা করা হলো।—পরক্ষণেই আবার সুধাংশুবদনী সুধাংশুবদনে সু-ধার ধারায় সুধা ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন।

চয়নসুখ বিস্মিতনয়নে স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টে সেই "আরক্তবদনাং ঘোরাং" হাসিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্ছিলেন,—কিন্তু সেখানে তিনি অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেন না। চিন্তামণ ব্যস্তভাবে সেই গৃহের চুম্বুক মাহাত্ম্য তর্জ্জমা কোরে বুঝিয়ে তাঁদের আর এক ঘরে নিয়ে গেলেন। তর্জ্জমার মর্ম্ম এই যে, নিত্যই এই স্থানে বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য পেয় প্রস্তুত থাকে, যাঁরা আসেন, সম্ভ্রমে সমাদরে উপযোগ কোত্তে পান, গৃহাধিষ্ঠাত্রী সকলকেই সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, ইতরবিশেষ নাই। মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা কোরেই তাঁরা সে ঘরথেকে বেরুলেন। দুটী তিনটী অন্ধকার খালি ঘর অতিক্রম কোরে বক্রপথে অগ্রণী চিন্তামণ তাঁর তিনজন সহচরকে একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটী অতি প্রশস্ত, দীর্ঘে ২।১ হাত বেশী না হোলে প্রায় চতুষ্কোণ। ঢালা বিছানা, দেয়ালের ঠাঁই ঠাঁই নানাপ্রকার বদরঙ্‌ ছবি টাঙানো, মাকড়্‌সার জাল পড়া ৪।৫টী দেয়ালগিরি, কড়িকাষ্ঠে বহুকালের জীর্ণ একখানি টানাপাখা! গৃহের মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ মেজ, তার উভয় পার্শ্বে দুজন পরিণতবয়স্ক হিন্দুস্থানী উপবিষ্ট। একজন হিন্দু, অপর জন মুসলমান। পরিচয়ে জানা গেল হিন্দুর নাম গণেশজী, মুষলমানের নাম আক্‌বর আলী। উভয়ের বামপার্শ্বেই রাশীকৃত রজতমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা কাঁড়ি করা। সম্মুখে গোল গোল তাস। চারদিকে নানাশ্রেণীর অনেক লোক, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বোসে

একদৃষ্টে ঐ উভয়মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্চে। চয়নসুখ প্রবেশ কোরেই বিস্ময়াপন্ন।

আকবর আলী উত্তেজিতচিত্তে উত্তেজিতস্বরে গণেশজীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "কাল তুমি আমার দশ লাখ্ টাকা জিতে নিয়েছ, কিছুই আসে যায় না, কিন্তু যখন তোমার জিত হাত, তখন তোমারে আমার সঙ্গে খেল্‌তে হবেই! হবেই!! হবেই!!!"

"হবেই! হবেই!! হবেই!!!" ঐই বাক্যেই প্রতিধ্বনি কোরে গণেশজী উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, আমার ডাক রেস্ত দশ হাজার টাকা! তুমি গাড্ডিল, আমি মাউ। (তাস দেওয়া)

মাউ।—যাও!

গা।—যাও!

(তাস দেওয়া)

মাউ।—ইস্কিৎ।

গা।—আচ্ছা।

(তাস দেওয়া)

মাউ।—এইবার।

গা।—আচ্ছা

মাউ।—৬।৪ ফিক্রদানে জিত।

গাড্ডিল আকবর আলী দশ হাজার টাকা হেরে রুকে বোল্লেন, "যদি বেশী রেস্ত করো, তবে খেলি, নতুবা নয়।"

গণেশজী ঈষৎ হাস্য কোরে বোল্লেন, "তুমি কত রেস্ত কোত্তে পার?"

মাউ।—লাখ্ টাকা।

গা।—এই বৈ ত নয়, আচ্ছা এসো।

এ বাজীতেও আকবর আলী লক্ষ টাকা হারলেন। হেরে উদাসনয়নে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "সাকী রস্তম!

রস্তম উপস্থিত। বক্রনেত্রে তার পানে চেয়ে আকবর হুকুম দিলেন, "সিরাজী!"

রস্তম মুহূর্ত্তমাত্র অদৃশ্য হয়ে আধপোয়া পরিমিত এক পেয়ালা সিরাজী

এসে উপস্থিত কোল্লে। হাতে কোরে নিয়েই ছোট পেয়ালা দেখে ক্রোধে দুই চক্ষু লাল!—কট্‌মট্ কোরে রস্তমের মুখের দিকে চেয়ে সজোরে দেয়ালের গায় পেয়ালা শুদ্ধ এক আছাড় মাল্লেন।" বহুৎ পিয়াসা, জাস্তি লাও!"

রস্তম আজ্ঞা পালন কোল্লে। আক্‌বর আলী এক চুমুকে কানায় কানায় একপোয়া পেয়ালা নিঃশেষ কোরে আবার খেল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। খেলা চোল্লো। কোরস্তা, অক্তিকোরস্তা, দোস্, ত্রেস্, কাতুর, মাছ, ডাক চোল্‌তে লাগ্‌লো। তৃতীয় দানেও আক্‌বর আলী পাঁচ লক্ষ হারলেন। ফের্ সিরাজী! ফের্ খেলা। দু লক্ষ, পাঁচ লক্ষ, শেষে দশ লক্ষ বাকী মৌরেস্ত!

চয়নসুখ বিস্মিতনয়নে এই কাণ্ড দেখ্‌ছিলেন, ক্রমে বাড়াবাড়ি দেখে নিবারণ করেন, এই ইচ্ছা, কিন্তু চিন্তামণ গাটিপে বোল্লেন, " প্রত্যহই এই রকম হয়, এরা দশবিশ ক্রোর গ্রাহ্য করে না, বাধা দিলে একে আর হবে, চুপ কোরে থাকাই ভাল।" অগত্যা চয়নসুখ সাম্‌লে গেলেন।

খেলা চোল্‌ছে। এবারে গণেশজী গাড্ডিল, ডাক বিশ লক্ষ টাকা, হাতে মাছ, মনে মনে বড় খুসি, কিন্তু গাড্ডিল বোলেই একটু চিন্তা। " যখন আমি জিতেছি, তখন আমার জিত ভাগ যদিও হার হয়, ওর টাকা ঐ নেবে, পালাতে পারবো না; আমাকে কেবল দমিয়ে তাড়িয়ে নেবার চেষ্টা কোচ্চে; এবারে ওর হাতে কিছুই দান নাই, কেবল সামান্য দানেই তাড়াচ্চে!" এইরূপ ভেবে উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, " আমি বাপু পালাতে পারবো না, গাড্ডিল মাছ আছি, হারি আর জিতি, জুড়ে নাও!" এই কথা বোলেই মেজের উপর তাস ফেলে দিলেন।

মাছ দেখেই আক্‌বরের চক্ষু স্থির। ফের সিরাজী! গাড্ডিলের জিত!

ফের খেলা। ফের সিরাজী! রোকারুকি, হাঁক্ ডাক্, মৌরেস্ত কবুল, এই রকমে আসর পেকে উঠ্‌লো। গণেশজী কাতুরের উপর টেক্কা দেখে কুরুস বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। আবার ওপক্ষে দু হাত সিরাজী সরাপ ফিরে গেল! " হাঃ সাবাস!" বোলে চুম্‌কুড়ী দিয়ে গণেশজী লাফিয়ে উঠে মেজের উপর তাস ফেলে দিলেন! আক্‌বর আলীর সম্পূর্ণ পরাজয়!—রাশীকৃত সোণারূপা কোথায় উড়ে গেল!—আক্‌বর আর

একপাত্র সিরাজী টেনে পেয়ালাটা আছড়ে ফেল্লেন। সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আক্‌বর উদাস মনে, উদাস নয়নে চারদিক্ চেয়ে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলভাবে পাশের একটা ছোট কামরায় প্রবেশ কোল্লেন। প্রবেশমাত্রেই একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো!

"এ কি কাণ্ড! কেন এখানে এসেছিলেম!—লোকটা মারা পোড়লো না কি!—কি সর্ব্বনাশ!" এইরূপ দারুণ চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে চয়নসুখ স্তম্ভিতভাবে সংজ্ঞাশূন্য অচলের ন্যায় গৃহমধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, গৃহস্থিত লোকেরা আর তাঁর নিজের নিমন্ত্রক সহচরেরা কোথা দিয়ে কে কোথায় সোরে গেছে, কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। যখন একটু চৈতন্য হলো তখন দেখলেন, কেউ কোথাও নাই, সব শূন্যময়! চক্ষে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। বাঁকা বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে ৫।৭টা বেরুজু কামরা পার কোরে এ ঘরে এনেছে, কিরূপে বেরুতে পারবেন, কিপ্রকারে এই নরককুণ্ড থেকে পরিত্রাণ পাবেন, ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। চাঞ্চল্যে, ভয়ে, সন্দেহে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে সবেমাত্র দরজার পারে পা দিয়েছেন, এমন সময় সহসা দুই দৃঢ় অস্থি কঠিন-হস্তে তাঁর দুখানি হাত চেপে ধোল্লে। সচরাচর গেঞ্জিফার আখড়ায় আর বদ্‌মাসদের আড্ডায় অপরের অজ্ঞাত চোরা সিঁড়ি, গুপ্ত দ্বার থাকে,—যে সকল তামাসগীর দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলেই জুয়ারি, তারা সেই সকল গুপ্তপথ দিয়ে পলায়ন কোরেছে, দুর্ভাগ্য চয়নসুখ একাকী কোতয়ালীর লোকের হাতে আটকা পোড়লেন!

অষ্টাদশ কাণ্ড।

কোতয়ালী।

সহরের দক্ষিণাংশে কোতয়ালী।—একটা প্রশস্ত একতালা বাড়ী,—ফটকে অরদ রঙ্ দেওয়া। বাড়ীর ভিতর দরদালান পার হয়ে সম্মুখে একটা

চতুষ্কোণ কামরা। দীর্ঘে ৩০ হাত, প্রস্থেও প্রায় সমান। পাশে পাশে ৪।৫ টা ছোট ছোট ঘর। সাম্নের ঘরের এক দিক্ কাঠগড়া দিয়ে ঘেরা। তিন পাশে অনেকগুলি দড়ীর খাটিয়া পাতা। ২০।২৫ জন লোক সেই সকল খাটিয়ার উপর শুয়ে, বোসে, দাঁড়িয়ে, গম্ভীর আওয়াজে কতরকম গল্প কোচ্চে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাস্‌ছে, কেউ কেউ মহা আস্ফালন কোরে মাটীতে পা ঠুক্‌চে,—গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার! সহর-কোতয়াল সহরে বেরিয়েছেন, এখন কোতয়ালীর লোকেরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান।—সকলেই মুসলমান। সকলের বদনেই দীর্ঘ দীর্ঘ চাপদাড়ী। বর্ণে কেউ কালা, কেউ কটা, কেউ তামা।—আকারে কেউ ঢেঙা, কেউ বেঁটে, কেউ কেউ দুইয়ের বার্। পরিধান জানুপর্য্যন্ত এক একটা নীলরঙের পায়জামা। কারো কারো চাপ্‌কান, কারো কারো আঙরাখা, কেউ কেউ আদুড়। এক একজন ইচ্ছা কোরে কি তাচ্ছিল্য কোরে নাভির নীচে পর্য্যন্ত আদুড় কোরে রেখেছে হঠাৎ দেখলেই ঘৃণা জন্মে,—ঘৃণার সঙ্গে ভয়ও হয়।—একজন একট চৌপায়ার উপর পা ঝুলিয়ে বোসে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বেসুরে কবির ধরণে এই গীতটী ধোরেছে:—

গীত।

থ্যাকানো যায় না আগুন আর!
(মরি কি বাহার!)
যত সব আজব গুজব, শাকসবজী
পুড়ে হলো ছারেখার!
খোদার মর্জ্জি, দর্জ্জিপাড়ায়
উঠ্‌ছে কেমন হাহাকার!
জল মেলেনা, খোদার কিরে,
দফারফা হয় এবার!

খোদার মেহেরবানি বেদের বাজী,
মজার বাজী চমৎকার!
কেবল রক্ষা পেলে গয়লাপাড়া,
আর যত সব পেসাগার!!
হেঁছুরগার! হেঁছুরগার!!
কি বাহার. কি বাহার!!

গীত শুনে উৎসাহ পেয়ে আরো ৪।৫ জন একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে দোয়ারকী কোত্তে লাগলো। প্রজ্বলিত স্ফূর্ত্তি!—কিন্তু শীঘ্রই নির্ব্বাণ হয়ে গেল।—ফটক থেকে সিস্ দিতে দিতে, জুতা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে মস্‌মস্ শব্দে খোদ কোতয়াল উপস্থিত হোলেন।

"কেয়া গোলমাল হ্যায়?"

"কুছ্ নেই খোদাওয়ান্দ!" এক প্রশ্নোত্তরেই তাল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কোতয়াল একখানি চারপায়ার উপর উপবেশন কোরে আপনার মনে চুরোট টান্‌তে লাগলেন। তাঁর আকার খর্ব্ব, বুক ছোট, পেট লম্বা, ঘাড়ে গর্দ্দানে এক, খাটমুগরো। চক্ষু কটা, নাক চ্যাপটা, গোঁফ নাই, কাণপর্য্যন্ত থুবি থুবি দাড়ী, মাঝখান কামানো, দু ভাগ করা। মাথায় টাকপড়া, তার উপর একটা বাঁয়ে হেলা মখমলের তাজ। চোস্ত পোষাক পরা। রঙ ফর্সা, বয়স আন্দাজ ৪০ বৎসর। তিনি সজোরে চুরোটের ধোঁয়া উড়িয়ে পার্শ্বস্থ মুন্সীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজ কি কি এজেহার জমা আছে বক্সু?"

বক্সু একখানা বড় কেতাব খুলে একে একে নূতন এজেহারগুলি শুনিয়ে দিলেন, কোনোটাতে কিছু "লো" আছে কি না তাও চুপি চুপি বোল্লেন, সরদার সেগুলি শুনে চোক্ বুঝিয়ে যেন কি চিন্তা কোল্লেন, আধঘণ্টা কেটে গেল।

চুরোট এতক্ষণ আপনার কাম বাজিয়ে ধোঁয়ার শোকে সঙ্কুচিত হয়ে অন্দরাগুনে ভস্ম হোয়ে মনিবের ওষ্ঠভ্রষ্ট হলো, শেষে হস্তভ্রষ্ট হয়ে অনাদরে ভূতলে পোড়্‌লো।—আল্‌বোলা এলেন, কোটালসাহেব চক্ষু বুজে পুনঃ পুনঃ

প্রণয়চুম্বনে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা কোচ্চেন, এমন সময় দুজন চৌকীদার দৃঢ়-মুষ্টিতে আকর্ষণ কোরে চয়নসুখকে সেইখানে এনে উপস্থিত কোল্লে।

কোতয়াল তাঁর পানে চেয়ে ধৃতকারী চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি নালীস বাচ্ছা?"

চৌকীদার দুইহাতে সেলাম বাজিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে,—"লালমহল্লার জুয়ার আড্ডায় একটা লোক খুন হয়েছে, নিজে গুলি মেরেছে কি আর কেউ মেরেছে, মালুম নেই, এই লোক সেখানে খাড়া ছিল, পাকড়া কোরে আনা গিয়েছে।"

"জমা কর বক্‌স্‌!"

কোতয়ালের আদেশে বকস্‌ তৎক্ষণাৎ ঐ চৌকীদারের বয়ানগুলি লিখে নিলেন। কোতয়াল আবার বোল্লেন, "এ সহরে শত শত জুয়ার আড্ডা আছে, লাহোরদরওয়াজায় হাজার হাজার বদ্‌মাস বরবক্ত হাজির আছে, কিন্তু এই লালমহল্লার আড্ডার প্রেমারাবাজেরা সকলের চেয়ে বেইমান; এদের নামে আমাদের বার্ষিক খাতায় একটা তামাও জমা নাই। খুন জখম ত আছেই আছে, কিন্তু দস্তুরমত কাজ কোল্লে কে তাদের খোত্তে পারে?—এই খুনটা ভাল কোরে কিনারা কোত্তে হবে। অন্নে ছাড়া হবে না।—আচ্ছা,—লাসটা কার জিম্মায় থাকলো?"

"রহিম আলী আর সৈয়দ্‌বক্স।"

"আর দুজন সেখানে যাও।"

"বহুৎ খুব!"

কোতয়ালে ও চৌকীদারে এই রকম কথাবার্ত্তা হলো, দুজন বরকন্দাজ সেই প্রেমারার আড্ডায় লাস চৌকী দিতে বেরিয়ে গেল, থানা জমজমে।

চয়নসুখ কাঁপতে লাগলেন। কতপ্রকার দুর্ভাবনা তাঁর অন্তরে উদয় হোচ্চে, কত ভয়ে, কত সন্দেহে তিনি আকুল হোচ্ছেন, কেবল তিনিই তা বোলতে পারেন। কণ্ঠতালু বিশুষ্ক, উরুবক্ষ প্রকম্পিত, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত তিনি আতঙ্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইরূপ অবসন্ন হোচ্চেন, কোতয়াল প্রফুল্ল-চিত্তে পা নাচাতে নাচাতে মুখভঙ্গী কোরে আলবোলা টান্‌ছেন,—ধোঁয়া

উড়াতে উড়াতে গম্ভীরস্বরে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আজ রাত্রে তোমাকে কোতয়ালীতে আটক থাকতে হবে।"

চয়নসুখ কম্পিতস্বরে আস্তে আস্তে বোল্লেন,—"আমি কি অপরাধ কোরেছি, যদি জান্‌তে পারি, তবে আমার যা বল্‌বার আছে, বলি।"

"অপরাধ?—কেন?—রাত্রিকালে বেআইনী আখ্‌ড়ায়, বেআইনী কাজের মতলবে—জুয়া খেলতে যাওয়া।"

কোতয়ালের বাক্যে চমকিত হয়ে চয়নসুখ বোল্লেন,—"আমি জুয়া খেলতেও যাই নি,সেটা যে,প্রেমারার আড্ডা,তাও জান্‌তেম না,একজন—"

"চুপ রও!—অপরকে ফাঁসিও না।—আপনার পাপের ফল আপনিই ভোগ কর!"

বজ্রস্বরে এই কথা বোলে কোতয়াল কট্‌মট্‌ চক্ষে চয়নসুখের মুখের দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। চয়নসুখ আরো ভয় পেয়ে একটু চিন্তা কোরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "জামীন দিয়ে আজ রাত্রের মত খালাস পেতে পারি কি না?"

"না।—এরা বোলছে, সেখানে একটা লোক খাল হয়েছে। আত্মহত্যা কি না, কে জানে?—খুন হোলেও হোতে পারে। এর বিশেষ তদারক না হোলে ফৌজদারের হুকুম না পেলে আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি না।"

"হত্যা কি আত্মহত্যা, আমি তার কিছুই জানি না, ঘরের ভিতর একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে আছি, একটু পরে চেয়ে দেখি, সেখানে যে সকল লোক ছিল, তারা কেউ নাই, আমার সঙ্গে যে তিনজন ছিল, তারাও নাই!"

কোতয়ালের কথায় চয়নসুখ এই উত্তর দিবামাত্র দুজন চৌকীদার মুখ ফিরিয়ে হেসে আপনা আপনি বলাবলি কোল্লে, "হুঁঃ! এই বোলছিল, একজন এর মধ্যে আবার তিনজন হয়ে পোড়লো!—ভারি বদ্‌মাস!—কিন্তু কাঁচা!"

কোতয়াল অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে একটু নম্রস্বরে বোল্লেন, "আচ্ছা, আকার প্রকারে তোমাকে ভদ্রলোক বোলে বোধ হোচ্ছে, আচ্ছা, তোমাকে গারদে দিব না, ঐ চৌকীদারেরা যেখানে বোসে আছে,

ঐখানে গিয়ে বোসো। খবরদার! পালাবার চেষ্টা কোরো না, বিপদ হবে!"

বিশেষ অনুগ্রহ ভেবে চয়নসুখ মৃদুগতিতে চৌকীদারদের একখানি খাটিয়াতে গিয়ে বোসলেন। একটু পরে আর একজন চৌকীদার একটা শীর্ণকায়, ছিন্নবস্ত্র বালককে আকর্ষণ কোরে কোতয়ালের সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে। মুখখানি মলিন, রুক্ষ কেশ, সর্ব্বাঙ্গে ধুলা, চক্ষে জল, অতি ম্রিয়মাণ। সেই বালক অনবরত রোদন কোত্তে লাগলো, নয়নবাষ্পে কণ্ঠ অবরুদ্ধ, একটীও কথা কইতে পাল্লে না? সম্মুখে ভীষণ মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলো।

চৌকীদারকে সম্বোধন কোরে কোতয়াল জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি নালীস বাচ্ছা?"

"এই ছোক্‌রা পথে পথে ভিক্ষা কোরে বদ্‌মাসি কোচ্ছিল, ঘরবাড়ী নাই, কাজকর্ম্ম নাই, বড় বদ্‌মাস্!"

"জমা কর বক্‌সু!"

বক্‌সু ঐ সকল কথা লিখে নিলেন,ছেলেটীকে গারদে রাখবার হুকুম হলো।

বালক আরো চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোল্লে, "দুদিন আমার খাওয়া হয় নি!—বড় ক্ষুধা, বড় পিপাসা! আমার কেউ নেই!"

তার সে কথা চক্ষের জলেই ভেসে গেল, কেউ ভ্রূক্ষেপও কোল্লে না! চৌকীদার তাকে সজোরে টেনে গারদকূপে নিক্ষেপ কোল্লে!

চয়নসুখ কাতরভাবে কোতয়ালকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এই বালকের অপরাধ কি, ঠিক বুঝতে পাল্লেম না।"

"অপরাধ?—কেন?—পথে পথে ভিক্ষা করে, থাক্‌বার স্থান নাই, বদমাস!

"থাক্‌বার স্থান নাই,—সুতরাং নিরাশ্রয়, সেই জন্যই ভিক্ষা করে; কিন্তু বদমাস কিসে?—ভিক্ষা কোল্লেই কি বদমাস হয়?"

"তা হোলেই হলো। ১০।১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম না কোল্লে, থাকবার স্থান না থাক্‌লে, পথে পথে ভিক্ষা কোল্লেই বদমাস হয়! আইনের চক্ষে তাই দেখায়।"

"তাই-ই ত বোধ হোচ্ছে!—কিন্তু আইনের চক্ষু অপেক্ষা আরো তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদর্শী চক্ষু আছে!"

চয়নসুখ আর নগরপালে এইরূপ প্রশ্নোত্তর হোচ্ছে,—এমন সময় আর একজন চৌকীদার একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর তার দুটী শিশুকে কাপড় দিয়ে বেঁধে কাঠগড়ায় এনে হাজির কোল্লে। তিনটীই প্রায় বিবস্ত্র, শুষ্ক, কম্পিত, অশ্রুমুখী। চয়নসুখ তাদের দেখেই পূর্ব্বদৃশ্য অপেক্ষা অধিক শোকার্ত্ত হোলেন। নগরপাল পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"কি নালীস বাচ্চা?"

"এই তিনজনা আমার দুয়োর ভিতর এসে ভারি গোলমাল বাধিয়েছিল, কেঁদে—চেঁচিয়ে রাস্তার লোককে ভয় দেখিয়েছিল, কিছুতেই থামাতে পারি নি, আমার কথা গ্রাহ্যই করে না, তাই জন্যে ধোরে এনেছি।"

"জমা কর বকৃস্থ!

আজ্ঞামাত্র বকৃস্থ তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন কোল্লেন। আসামীদের গারদে রাখ্‌বার হুকুম হলো।

বৃদ্ধা চীৎকারশব্দে রোদন কোরে করুণস্বরে বোলতে লাগলো,—"দোহাই সাহেব বাবা! তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও! আমার ছেলে দুটীকে ছেড়ে দাও!—ওরা—"

"চোপরাও বুড়ি! তোর বাচ্ছা ছিল্ লেগা! চোপরাও গাধী!"

"দোহাই বাবা! আমার ছেলে কেড়ে নিও না, আমার প্রাণ ছিনিয়ে নেও, দোহাই বাবা! ওদের কিছু বোলো না! ওরা সমস্ত দিন খায় নি! আমরা বড় গরিব, বড় কাঙালী!—সন্ধ্যার সময় একজন দাতা একটী পয়সা দিয়েছিলেন, ওরা তাই নিয়ে বাজারে জলখাবার কিন্‌তে গিয়েছিল, এত রাত পর্য্যন্ত ফিরে এলো না বোলে আমি খুঁজতে বেরিয়েছিলেম। দোহাই বাবা! দোহাই বাদশা-নামদার! ওদের কিছু বোলো না!"

চৌকীদারেরা পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ। তারা ঐ কাঙালিনীর রোদনে, কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাতও কোল্লে না, টেনে হিঁচড়ে গারদ

ঘরে নিয়ে চল্লো! চয়নসুখের চক্ষে নিঃশব্দে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। তিনি একটীও কথা কইলেন না। ভাবলেন, "এরা অনুগ্রহ কোরে আমারে এখানে বোসতে দিয়েছে, যদি সকল কথায় কথা কই, রেগে উঠে গারদঘরেই চালান দেবে। অথবা কিছু বলাও বিফল। এরা পিশাচের দল!—রাক্ষসের দল!—দানবের দল!—এদের হৃদয়ে দয়ামায়ার গন্ধও নাই! শরীরে রক্তমাংস নাই! মনুষ্যত্বের চিহ্নও নাই! নরকের কৃমি!—এদের কাছে সমস্ত সৎকথাই বিফল।" এইরূপ ভেবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা হেঁট কোরে বোসে রইলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত।—প্রধান কোতয়াল ত্বরান্বিত হয়ে আসন ত্যাগ কোরে প্রভুত্বের স্বরে সকলকে বোল্লেন, "খবরদার লেড়কা লোক! খবরদার!—খুব খবরদার!—আসামীলোক ফেরার না হয়।"—হুকুম দিয়েই তিনি আর একটী ঘরের দিকে অগ্রসর হোলেন, তাঁবেদারেরা হাত লম্বা কোরে বক্রভাবে সেলাম বাজালে। সেই সেলামেই রসনার বহুৎ-আচ্ছাশব্দের মোনলক্ষণ ব্যক্ত হলো। কোতয়াল পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, তাঁর বকুমুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন। ঘরে চাবী পোড়লো।

তাঁবেদারেরা তখন হালকা হয়ে ইচ্ছামত পানভোজন কোরে খাটিয়ার উপর আড়িয়ে পোড়ে পরস্পর গল্প আরম্ভ কোল্লে।—কিরূপ গল্প?—তারা কি গল্প জানে?—শুনলেই বুঝবেন। একজন বোল্লে,—"পাখীটা হাতছাড়া করা হবে না। থাকতে থাকতে পোষ মানবে।"

আর একজন যেন তার মুখের কথা চুমে নিয়ে তাড়াতাড়ি বোল্লে, "আর আমাদের দাঁড়ে বোসে ছোলা খাবে! মিটা মিটা বুলি বোলবে।"

"ছুটো মাছ ভাই বড্ডো জাল ছিঁড়ে পালিয়েছে।—বড্ডো পালিয়েছে।"

"আবার আসবে।—আবার আসবে। সাঁতার-জল নয়, হাটু জল।"

"শাঁৎরে মেরে দেব। যাবে কোথায়? আমরা কি তেমনি বান্দা বাবা।"

"যা বলো যা কও, চোরডাকাত না থাকলে—জুয়া গেঞ্জিফা না থাকলে, গলায় দড়ী, গলায় ছুরী, বন্দুকের গুলি, লাঠীবাজী, খুনোখুনী না থাকলে আমাদের বাঁচা মরা সমান হতো।"

"আরে দূর!—আসল কথা ছেড়ে যাচ্চে।—বিবিলোকের গল্প কর্।—তারা না থাক্‌লে সহরটাই থাক্‌তো না,—বাদশার বাদশাই পর্য্যন্ত থাকতো না!—হাবেল ভাঙা, ছেনালগিরি, দারমুচ ঠোকা, গয়না চুরি, গলায় ছুরী,, জুয়াচুরি, গলাটিপি, প্রেমারার তাড়া, এ সব কোথায় হতো?"

"আরে ও সব একসঙ্গে সাঁ কোরে ন্যাও। বিবির কথা যদি বোল্লে. আমাদের চক-বাজারে যে সব বিবিলোক আছে, তাদের কাছে কেউ না। বাইজান্ পরী থক মারে।"

"আরে তাদের সনে আমার খুব পেরয়।—আমি যখন কাল সন্ধেকালে তাজারোকে বেরুই, তখন আশ্চর্য্যিতে একটা পাখী আমার নজরে পোড়্‌লো;—তার কাছে কাফের ঘেঁসতে পারে না, আমার ইচ্ছে হলো, পাখীটা ধরি। কিন্তু দই আল্লা!—ফুক কোরে উড়ে গেল।"

"কাফেরদের ভারি উৎপাত! আমাদের বাদশা কিন্তু হেঁদুর উপর খুব গরম। তিনি বুড়ো বাপকে কয়েদ কোরে বাদশাই তক্ত নিয়েছেন, আল্লা সেলামত রাখে, হেঁদুর নামে আমাদের ভারি গুণা আছে। কাফের লোক ভারি বেইমান, বড় নেমকহারাম। ইচ্ছে হয়, টুকরো টুকরো কোরে কেটে ফেলাই! বাদশা যে আমাদের হাকিমী অপ্তোন কোরেছেন, তাতে আমরা কাফেরদের খুব জব্দ কোরে পারি। দেখলেই শির জুদা কর্‌বার, কি জবাই কর্‌বার হুকুম পেলে আরো মজা হতো, তা না হোলেও আমার সাম্‌নে পোড়্‌লে এক না একটা ছল বায়না কোরে বিলক্ষণ ঠুকে দিই।"

"আমি কিন্তু তা দিই না। বেশী ঘুষ পেলেই ছেড়ে দিই।"

কোতয়ালীর লোকেরা পরস্পর এই রকম গল্প কোরে লাগলো। এ ছাড়া তাদের কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে? অষ্টপ্রহর বদমাস লোকের সঙ্গে সহবাস, জগতে সাধু লোক, সাধু কথা আছে, তা পর্য্যন্ত যারা জানে না, তাদের কাছে বদমাসি গল্প ভিন্ন আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যায়?—শান্তিরক্ষক নাম ধারণ করে, কিন্তু শান্তির ছায়াও কখনো দেখে নাই। শান্তি তাদের দেখে ভয় পান! যে ভাষায় তার

ঐ সকল কথাবার্ত্তা কইলে, সে তাবার স্বস্ফুট করা দুঃসাধ্য, কাজেই আর এক রকমে তার ভাবগুলি ব্যক্ত করা গেল।

পাঠক মহাশয় এখন ইংরেজের প্রসাদে আমাদের দেশে যে রকম সুন্দর পুলিস দেখছেন, তখন এরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, এরূপ পুলিস ছিল না, তথাচ এই তেজস্বী ইংরেজী পুলিসেও যখন ভয়ঙ্কর২ স্বৈরাচার আছে. তখন দুর্ম্মুখ, দুশ্চরিত্র, নিরক্ষর, কদাচারী, ঘুষখোর যাবনিক পুলিসে যে কি নারকী কাণ্ড ঘোটতো, অনুভবেই বুঝে নেবেন।

ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, চিন্তার্ত্ত চয়নসুখ একে মনঃকষ্টে মহাকাতর, তার উপর ঐ সকল বিরক্তিকর লোকের ঘৃণাকর গল্প শুনে আরো অস্থির হোতে লাগলেন। তিনি নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, হায়!—এখন দারুণ অপমান,—দারুণ বিপদগ্রস্ত হয়ে অনশনে থানায় খাটিয়ার দড়ীর উপর শুয়ে নিশাযাপন কোল্লেন! একটী বারও চক্ষু বুজতে পাল্লেন না।

ঊনবিংশ কাণ্ড।

ফৌজদারী!—নূতন বিপদ্!!

রজনী প্রভাত!—সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিতান্ত অস্থিরচিত্তে চয়নসুখ গাত্রোত্থান কোল্লেন। অন্তঃকরণে যে দারুণ ভাবনা উপস্থিত, তার পর নাই। নিজে তিনি কি ভাবছেন, জিজ্ঞাসা কোল্লে বোধ হয়, নিজেও তখন সে কথা বোলতে পারেন না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্বেগ, অনিদ্রা, একসঙ্গে বিদ্যমান; মাথা ঘুরছে।

ক্রমশঃ বেলা হয়ে উঠলো, চৌকীদারেরা আহারাদি কোরে প্রস্তুত হয়ে নিজের নিজের গ্রেপ্তারী আসামী সঙ্গে নিয়ে ফৌজদারীতে যাবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত। কোতয়ালীতে সকলেই মুসলমান, সুতরাং চন্দনসুখের আহারাদি কিছুই হলো না, বলা বাহুল্য। নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, সমস্ত রাত্রি উপবাসে গেছে, এখনো উপবাসী হয়ে চৌকীদারদের সঙ্গে বিচারালয়ে চোল্লেন। যারা কিছু গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাদের হাতে হাতকড়ী দেওয়া; কিন্তু রাস্তার লোকে সেটী দেখলে আরো অপমান, এই ভয়ে তারা গাত্রবসনে হাত দুখানি ঢেকে ঢেকে চোলেছে।

দরিপা-মহল্লায় ফৌজদারী আদালত।—আদালত লোকারণ্য। গৃহমধ্যে একজন বৃদ্ধ মৌলবী আগুল্‌ফ শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে একটী উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনিই ফৌজদার। মস্তকের সমুদায় কেশ ধবলবর্ণ, চক্ষে চসমা। পার্শ্বে,—অতি নিকটে একজন পেস্কার। দরজার ধারে ধারে আর্দ্দালীরা, বরকন্দাজেরা সিস দিয়ে দিয়ে, গোল থামাচ্চে, কখনো বা হৈ হৈ শব্দে আপনারাই গোল কোচ্চে। পাঁচ সাত জন আসামী সম্মুখে দণ্ডায়মান। ফৌজদার ক্রমাগত ঘাড় বেঁকিয়ে, ঝুঁকে ঝুঁকে পেস্কারের কাণের কাছে মুখ আন্‌ছেন, পেস্কারের ঠোঁট অনবরত নোড়্‌ছে, বোধ হোচ্ছে যেন, তাঁর মুখেই সমস্ত আইন কানুন মূর্ত্তিমান্ আছে। আসামীদের কার কি অপরাধ, পেস্কার নিজেই কেবল সেগুলি শুনিয়ে দিচ্ছেন, অপরাধীদের জবাব শোনবার অপেক্ষা থাকছে না, অনবরনিখনে জরিমানা ও কারাবাসের হুকুম হয়ে যাচ্ছে! চন্দনসুখ গতরাত্রে যে কোতয়ালীতে বন্দী ছিলেন, সেই কোতয়ালীর চালানী পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তার দুটী শিশুসন্তান, আর সেই নিরাশ্রয় বালক আনীত হলো। কোতয়ালীর চালানী আসামীদের সাক্ষী সাবুদ আবশ্যক করে না, কোতয়ালের দস্তখতী চালান দৈববাক্যের ন্যায় অকাট্য! প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচ টাকা জরিমানা! যাদের জরিমানা হলো, তাদের সঙ্গে এককড়া কড়িও নাই, চক্ষের জলেই হাকিমের হুকুমে অনুমোদন কোল্লে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ দূতেরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের দূতের ন্যায় আকর্ষণ কোরে তাদের হাজত গারদে টেনে নিয়ে গেল।

এই সময় একজন সুপরিচ্ছদধারী মুসলমান যুবক কাঠগড়ার সম্মুখে আনীত হোলেন। বয়স ২৮৷২৯ বৎসর, বেশ সুশ্রী; কিন্তু নাসিকায়, ওষ্ঠে, ললাটে ক্ষতচিহ্ন, রুধিরচিহ্ন, । যে চৌকীদার তাঁরে গ্রেপ্তার কোরেছিল, সে এজাহার দিলে, "এই ভদ্রলোক গত রজনীতে সুরাপানে মত্ত হয়ে রাস্তায় দাঙ্গা কোচ্ছিলেন, একজন গৃহস্থের সদর দরজায় সজোরে আঘাত কোরে ঘাড় নেড়ে নেড়ে শেয়ালের ন্যায় হুয়া হুয়া ক্যাহুয়া হুকা হুয়া ডাকছিলেন, আমি নিকটস্থ হোলে আমারে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে একখানি হাত ভেঙে দিয়েছেন, কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছেন, চাপরাস ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমার চীৎকারে আর চারজন নগরপাল উপস্থিত না হোলে এঁরে গ্রেপ্তার করা কঠিন হতো।"

এজেহার শুনে ফৌজদার সাহেব একবার পেস্কারের মুখের দিকে,— তখনি চসমা উল্টে আসামীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি?"

"নাম! কেন?—আমার নাম জহরু।"

আসামীর কথায় চমৎকৃত হয়ে মৌলবী সাহেব অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। পেস্কারের সঙ্গে চুপি চুপি কি পরামর্শ হলো, আবার আসামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "আপনার নাম জহরু নয়, আমরা আপনাকে চিনি। মির্জা হরক শা। আপনি যে কাজ কোরেছেন, এটা আপনার পদের উপযুক্ত নয়। আপনি আমীর লোক।"

"হুঁ,—হাঁ! মিরজা হরক শা। যদি তুমি আমাকে আমীর বোলে চেনো, তবে ও সকল তিরস্কার রেখে দাও, বাজে কথা কয়ো না, যদি মেয়াদের কথা বলো, কি কারাগারের ভয় দেখাও, আমার কাছে তা গ্রাহ্য হবে না। তোমাদের যে ক্ষমতা আছে, যেমন দস্তুর আছে, সেই রকমে কিছু জরিমানা কোরে আমারে বিদায় দাও, এত লোকের মাঝখানে অধিকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না।"

মিরজা সাহেবের দাম্ভিক উত্তরে একটু অপ্রস্তুত হয়ে ফৌজদার-সাহেব পেস্কারের চক্ষে চক্ষু, কর্ণে ওষ্ঠ অর্পণ কোরে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ

কোল্লেন, শেষে নম্রস্বরে আসামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মীর-সাহেব! আপনি বড় লোক, আপনি বেশ জানেন, এটী আদালত। আমি এখানে গরীবের প্রতি, বড়মানুষের প্রতি সমান বিচার বিতরণ কোত্তে বোসেছি, আইনের চক্ষে সকলেই সমান।"

উচ্চ হাস্য কোরে একটু ব্যাঙ্গস্বরে হরক শা বোল্লেন, "সকলেই সমান? সকলকেই তুমি সমান চক্ষে দেখো? আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে এখনিই আমাকে বিদায় দাও, আমি উপদেশ শুনতে চাইনে।"

ফৌজদার আর দ্বিরুক্তি কোত্তে সাহস কোল্লেন না, পেস্কারের সঙ্গে ফুসফুস কোরে পরামর্শ কোরে আসামীর দিকে ফিরে বোল্লেন, "দস্তরমত আপনার আড়াই টাকা জরিমানা করা গেল, চৌকীদারকে প্রহার করা তুচ্ছ কথা, তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বন্দোবস্ত কোরে মিটায়ে দিবেন।"

তৎক্ষনাৎ জরিমানার টাকা ফেলে দিয়ে মিরজা হরক্ শা ঘাড় বেঁকিয়ে মস্ মস শব্দে বেরিয়ে গেলেন। প্রহারিত চৌকিদারের সঙ্গে আপোসে বন্দোবস্ত হলো, বলবার অপেক্ষা নাই।

এই সময় চয়নসুখ কাঠগড়ায় উপস্থিত। কোতয়াল যেরূপ লিখে পাঠিয়েছেন, তদনুসারেই মোকদ্দমা রুজু। বেআইনী কাজের মতলবে বেআইনী আড্ডায় উপস্থিত হওয়া, আর, সেই আড্ডায় আক্‌বর আলী নামে একজন জুয়ারীর মৃত্যু—খুন কি আত্মহত্যা, তাহার নিরাকরণ না থাকা ইত্যাদি হেতুতে এই ব্যক্তি আসামী। পেস্কারের সঙ্গে রীতিমত পরামর্শ কোরে ফৌজদার সাহেব আসামীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বোধ হয় তুমিই খুন কোরেছ।" এই কথা বোলে হুকুম দিবার উপক্রম কোচ্ছেন, এমন সময় সহর-কোতয়াল ঐ আক্‌বর আলীকে সঙ্গে কোরে আদালতে উপস্থিত হোলেন। মোকদ্দমা হালকা হয়ে গেল। কোতয়াল বোল্লেন, "আক্‌বর আলী বার বার প্রেমারায় হেরে আত্মহত্যার অভি-প্রায়ে আপনিই গুলি কোরেছিল, কিন্তু মারা পড়ে নাই, কাণের পাশ দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গিয়েছে। সমস্ত রাত্রি বেহুঁস ছিল, প্রাতঃকালে, হুঁস হয়েছে।"

একজনের জায়গায় এখন দুজন আসামী। আত্মহত্যার চেষ্টা করা অপ-রাধে জুয়ারী আক্‌বর আলী, আর জুয়াখেলার আড্ডায় উপস্থিত হওয়া

অপরাধে হতভাগ্য চয়নসুখ। আকবর আলীর তিন মাস কারাবাস, চয়নসুখের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

জরিমানার টাকা দিয়ে চয়নসুখ আদালত থেকে বেরুলেন, বেরিয়ে বারাণ্ডায় এসেই একজন চৌকীদারকে দুটী টাকা দিয়ে বোল্লেন, "যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দুটী ছেলে নিয়ে হাজতে আছে, তাদের ১৫ টাকা, আর সেই নিরাশ্রয় বালকের ৫ টাকা জরিমানা আমি দিচ্চি, জমা কোরে দিয়ে তাদের চারটীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" এই কথা বোলে চৌকীদারের হাতে একখান ২২ টাকার মোহর দিলেন। অর্থদাস শান্তিরক্ষক সন্তুষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন কোল্লে। জরিমানা দাখিল হলো, বন্দীরা খালাস পেয়ে চৌকীদারের সঙ্গে চয়নসুখের সম্মুখে উপনীত। বৃদ্ধা সাশ্রু-নয়নে থর্‌থর্ কোরে কাঁপতে লাগলো, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছেলে দুটী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো, অনাথ বালকটী ছল ছল চক্ষে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো, মুখে বাক্য নাই।

"ভয় নাই, জরিমানার টাকা দেওয়া হয়েছে, তোমরা খালাস পেয়েছ,—চলো, আমার সঙ্গে চলো, বাড়ীতে পোঁছিয়ে দিব।" চয়নসুখ ত্রস্তস্বরে এই কটী কথা বোলে তাদের ব্যগ্রতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরেই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে আদালত থেকে বেরুলেন। পথে একখানি গাড়ী ভাড়া কোরে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। সেখানে ঐ ৪টী উপবাসী জীবকে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়ে অনেক রকম মিষ্ট কথা বোলে তাদের প্রবোধ দিতে লাগলেন। অপরাহ্নে সেই বর্ষীয়সীকে নগদ ১০০ টাকা, তার দুটী ছেলেকে ২০ টাকা, আর সেই নিরাশ্রয় বালককে ১০০ টাকা দান কোল্লেন। বোলে দিলেন, "যখন যা আবশ্যক হবে, আমাকে জানিও; তৎক্ষণাৎ আমি সাধ্যমত সাহায্য কোর্‌বো।"

বালকটী আহ্লাদে গদগদ হয়ে অপ্রত্যাশিত উপকারীর পদতলে লুণ্ঠিত হোতে লাগলো, বৃদ্ধা চীৎকার কোরে করযোড়ে পরমেশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গলপ্রার্থনা কোত্তে লাগলো, চয়নসুখ তাদের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবসর না দিয়েই অন্য কথা পেড়ে ভরসা দিয়ে,—আশ্বাস দিয়ে সেদিনের মত বিদায় দিলেন। মনে কোল্লেন, "টাকা অনেক উপার্জ্জন কোরেছি,

অনেক বারও কোরেছি বটে, কিন্তু আজ যেমন অর্থব্যবহারে মনের তৃপ্তি-লাভ হলো, এমন আনন্দ এ জীবনে এক দিনও অনুভব করি নাই!"—বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহারেই অর্থ সার্থক।

সন্ধ্যা হলো।—ভৃত্যকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপদেশ দিয়ে চয়নসুখ একটী নিভৃত গৃহে দ্বাররুদ্ধ কোরে শয়ন কোল্লেন।—বিশ্রামের জন্য শয়ন নয়,—নিদ্রার জন্যও নয়,—চিন্তার জন্য—তাঁর মনে যে তখন কত চিন্তা, কে তা গণনা করে?—আমি যদি এস্থলে কবি হোতেম, তা হোলে কল্পনাদেবীকে অলঙ্কার পরিয়ে বোলতেম,—সমুদ্রতরঙ্গমালা গণিবারে পারি।—"চয়নের চিন্তাস্রোত বর্ণিবারে নারি॥" তিনি অধৈর্য্যভাবে আত্মগত উক্তি কোল্লেন," কি কুগ্রহ!—কি অশুভক্ষণেই কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! উপর্য্যুপরি কত বিপদেই যে পোড়লেম, মনে কোত্তে গেলে এখনো গা কাঁপে।—কোনো দোষে দুষী নই, তবু কত অপমান! কত কষ্ট! কত নিগ্রহ!—সকলি গ্রহের ফের!—তা নইলে তাঁরা আমাকে একাকী প্রেমারার আড্ডায় সেই বিপদের মুখে ফেলে আস্‌বেন কেন?—তালজঙ্ঘের কথা ধরি না, তিনি কিছু চঞ্চলস্বভাব, কিন্তু চিন্তামণ আর মনসুখজী ত ভদ্রলোক, তাঁরা আমাকে ফেলে আস্‌বেন কেন?—সকলি গ্রহের ফের!—হয় ত তাঁরা ভেবেছিলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই আসছি, বিপদে সময় তাড়াতাড়ি সকল দিকে নজর থাকে না, আমার যেমন ভয় হয়েছিল, তাঁদেরো ত তেমনি,—তাতেই তাঁরা আমাকে ডাক্‌বার অবসর পান নি। আমি যে, সেখানে একলাটী থাক্‌লেম, সেটী তাঁরা জান্‌তেই পারেন নি। তা জান্‌তে পাল্লে এমন ঘটনা হবে কেন? আমি জন্মাবধি কারো মন্দ করি নি, পরমেশ্বর জানেন, স্বপ্নেও কখনো কারো অনিষ্ট কল্পনা করি নি, লোকে আমার অনিষ্ট কেনইবা কোর্‌বে?—অকারণে কেন আমার শত্রু হবে?—তা যা হোক, এখানকার কোতয়ালীর কাণ্ডখানা কি?—শুনেছিলেম,—দিল্লীশ্বরের ভারী দবদবা, তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়,—আমার প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার কোরেছেন, তাতে কোরে তাঁর মহত্ত্বের ও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেছে; কিন্তু এরা করে কি? তাদৃশ পরাক্রমশালী রাজার

রাজ্যে এত অত্যাচার ?—কোতয়ালীর লোকেরা ত অজাগর সর্প। মুখে এসে না পোড়লে আহার কোত্তে পারে না। নিরীহ ভদ্রলোকেরা,—দরিদ্র অসহায় নির্দ্দোষ লোকেরাই তাদের খর্পরে পড়ে। যথার্থ বদমাসদের তারা কিছুই কোত্তে পারে না। বদমাসেরা ধরাই পড়ে না। উঃ! শান্তিরক্ষকদের কি প্রচণ্ড প্রতাপ!—তারা নিজে বদমাস নয়, বদমাসদলের দীক্ষা-গুরু!—শুধু কোতয়ালীর কথাই বা কেন, আদালতেই বা কি কাণ্ড হয়?—বিচারপতি যা মনে করেন, তাই করেন। ধর্ম্মের আসন, ধর্ম্মের গৃহ, ধর্ম্মত বিচার হবে, এই ত কথা;—কিন্তু কোথায় সে ধর্ম্ম?—মুখে বলা হয় বটে, ধনীর প্রতি,—গরিবের প্রতি সমান বিচার, আইনের চক্ষে সকলেই সমান;—কিন্তু কাজে ত তার বিলক্ষণ পরিচয় পেলেম!—বড় মানুষ দেখলেই ভয়ে জড়সড়, কাঙালগরিব পেলেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ!—কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, তার বিচার নাই, নির্জ্জীব দেখলেই কোপ!—ওঃ! কি নিরপেক্ষ বিচার! কি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম!—কি অপূর্ব্ব সমদর্শিতা!—কথায় কথায় আইনের কথা বলা হয়, কিন্তু আইন পালন করে কে?—উঃ! মানুষ কি ভ্রান্ত! কত বড় দাম্ভিক!—মানুষে আইন প্রস্তুত কোরে স্পর্দ্ধা করে, সে আইনও অনেক জায়গায় পদতলে দলিত হয়!—জগদীশ! তোমার রাজত্বে এখনো এ রকম বিড়ম্বনা আছে?—ধন্য ইন্দ্রজাল তোমার!—ধন্য লীলাখেলা তোমার!—মায়াময়!—সর্ব্বময়! তোমারে নমস্কার!"

এই পর্য্যন্ত বোলে ক্ষুব্ধচিত্তে চয়নসুখ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। সহসা আর এক বিপরীত ভাব তাঁর অন্তরে উদয় হলো। মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। শুয়ে ছিলেন, উঠে বোস্‌লেন। চিত্ত উদাস।—ভাবলেন,"চিন্তামণ কেমন লোক?—ধনসুখদুলাল কেমন লোক?—কেন?—অকস্মাৎ এ সন্দেহ কিজন্য?—তাঁরা ভদ্রলোক।—যদি ভদ্রলোক, তবে নিমন্ত্রণের কথা বোলে আমারে জুয়ার আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?—সেইখানেই কি নিমন্ত্রণ?—তা যদি হয়, তবে ত তাঁরাও জুয়ারি হোতে পারেন। আর যদি তামাসা দেখতে গিয়ে থাকেন, তা হোলে অচেনা জায়গায়, ঘোর নরককুণ্ডে আমাকে ফেলে এলেন কেন?—বোধ

হয়, কিছু কুমতলব ছিল।—কেন ছিল, জানি না, কিন্তু বোধ হয় যেন, কিছু ছিল।—না, এ আমার বৃথা সংশয়। তাঁরা ভদ্রলোক।—তাঁরা আমার অনেক উপকার কোরেছেন, এ সহরে আমার সৌভাগ্যের সূত্রই চিন্তামণ। উপকারী বন্ধুকে অভদ্র বোলে সন্দেহ কোল্লেও পাপ আছে। আমি অকৃতজ্ঞ হব না। পরমেশ্বর! ক্ষমা কর, এমন সন্দেহ আমার মনে আর যেন স্থান না পায়।—না, আবার সন্দেহ হয় কেন?—কথা ভাল নয়।—বোধ হয়, কিছু গোল আছে। মন বড় চঞ্চল হোচ্চে, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। এখন জানাই কারে?—সম্রাট ঔরঙ্গজেব রাজধানীতে নাই, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা কোরেছেন, দৌলতরামের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত জানাশুনা হয় নাই, জানাই কারে?—দিল্লীতে আর থাকতে ইচ্ছা হোচ্চে না, এখানথেকে চোলে যাই।—হাঁ, সেই কথাই ভাল,—চোলেই যাই।—এখানে ত আমি কারো কিছু ধারি না,—বরং পাওনাদারদের কিছু কিছু বেশীই দিয়েছি, তবে আর ভাবনা কি?—স্থানান্তরে যাওয়াই সৎপরামর্শ। ভাগ্যে লোকটা মারা পড়ে নাই, তাতেই আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে, নইলে ত খুনদায়েই ঠেকতে হতো। আমি প্রাণের চেয়ে মানকে বড় জ্ঞান করি, বিনাদোষে ফৌজদারী লেঠায় পোড়ে যতদূর অপমান হয়েছে, তাতে আর এ নগরে থাকতে নাই। যে উদ্দেশে দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেম, তারত কোনো সন্ধান পেলেম না; তবে আর এখানে কেন থাকি?—কারবারে যা কিছু লাভ পেয়েছি, তাতে কিছুদিন বিনাকষ্টে কাটাতে পারবো। স্থানান্তরে গিয়ে অন্য কোনো ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হোতে পারবো। এখানথেকে প্রস্থান করাই উচিত। জগদীশ্বর!—সুমতি দাও, আমি দিল্লীসহর পরিত্যাগ করি।"

এইরূপ স্থির কোরে ক্ষুণ্ণমনা চয়নসুখ দরজা খুলে চাকরকে ডাকলেন।—বোল্লেন, "বিশেষ কাজের জন্য আজ রাত্রেই আমারে স্থানান্তরে যেতে হোচ্চে, তুমি শীঘ্র সব জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে বেঁধে ঠিকঠাক কর।" ভৃত্য আদেশমত সব জোগাড় বন্দোবস্ত ঠিক কোরে দিলে। তাকে গাড়ী আনতে পাঠিয়ে চয়নসুখ গৃহমধ্যে পায়চারি কোচ্ছেন, এমন সময় চার জন লোক সেইখানে প্রবেশ কোল্লে। তিনি চেয়ে দেখলেন, ফৌজদারীর

লোক। দেখেই চোমকে উঠলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমরা কি চাও?—এত রাত্রে তোমরা এখানে কি জন্য?"

একজন লোক গম্ভীর আওয়াজে উত্তর কোল্লে, "পরোয়ানা আছে।"

"পরোয়ানা?—কার নামে?"

"আপনার নামে।"

"আমার নামে?—কেন?—কিসের?"

পেয়াদা পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলে, "হাঁ, আপনার নামে।—গ্রেপ্তারি।"

চয়নসুখ কেঁপে উঠলেন। স্তম্ভিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "গ্রেপ্তারি পরোয়ানা?—কি জন্য?—আমি কি কোরেছি?"

"জানেন না?—কাল বৈকালে আপনি ভুজঙ্গলাল হনুমানের গদীতে যে দেড় হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙিয়ে এনেছেন, তার মধ্যে যেখানা হাজার টাকার, সেই হুণ্ডীখানা জাল।"

"জাল?—না।—কখনই সে হুণ্ডী জাল নয়।—আর কার হুণ্ডী দেখে তারা ভুলে আমার নাম কোরে থাকবে। যে ভদ্রলোক আমাকে সে হুণ্ডী ভাঙাতে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে জাল হুণ্ডী থাকা অসম্ভব। সেখানা কখনই জাল নয়।"

"নয় কি হয়, তা আমরা জানি না।—পরোয়ানা পেয়েছি, নিয়ে এসেছি, তোমাকে ছেড়ে যাব না। এই দেখো পরোয়ানা।" এই কথা বোলে পেয়াদা আস্ফালন কোরে সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখালে।

চয়নসুখের মুখ বিবর্ণ হলো। রসনা শুষ্ক হয়ে এলো। জড়িতস্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এই রাত্রেই যেতে হবে?"

"হাঁ, এই রাত্রেই। এখুনিই।"

চয়নসুখ আরো ম্লান হয়ে, আরো মৃদুস্বরে বোল্লেন, "তবে চলো।"

আরো জাল হুণ্ডী তোমার ঘরে আছে, আমরা তোমার ঘর খানাতল্লাসি কোরবো।"

"সচ্ছন্দে।"

পেয়াদারা পাতি পাতি কোরে ঘরের সমস্ত স্থান, সমস্ত সিন্দুকবাক্স, সমস্ত আসবাব অনুসন্ধান কোল্লে, কোথাও কিছু নিদর্শন পেলে না। বক্রদৃষ্টীতে চেয়ে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি এ সব জিনিসপত্র বেঁধে রেখেছ কেন?"

"এই রাত্রে আমি এ সহর ত্যাগ কোরে যাবার ইচ্ছা কোরেছিলেম।"

চয়নসুখের এই উত্তর শুনে একজন পেয়াদা একটু বিকট হাসি হেসে তিনজন সঙ্গীকে বোল্লে,—"ঠিক হয়েছে!—জাল কর্‌বার সরঞ্জাম, জাল হুণ্ডী, সমস্তই সরিয়েছে, এখন আপনিও আড্ডা উঠিয়ে পালাচ্ছিল, বড্ডো এসে পোড়েছি। একটু দেরী হলেই কুমীরকে কলা দেখিয়েছিল আর কি!"—সঙ্গীদের এই কথা বোলে কর্কশস্বরে চয়নসুখকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "হাঁ—হাঁ,—বুঝেছি, বুঝেছি!—ঠিক হয়েছে!—তুমি পালাচ্ছিলে! এখন যমের হাতে পোড়েছ, আর পালাতে পার না।—বজ্জাত! জালিয়াত!—পাথড়ো!— বাঁধো!"

চয়নসুখ কাঁপতে কাঁপতে বোল্লেন, "একটু সবুর কর, আমার চাকর বাজারে গিয়েছে, ফিরে আসুক।"

"হি-হি-হি —ভারি আহ্লাদ!—সবুর করো!—আমরা ওর বাবার চাকর!—বাঁধ বেটাকে!—সবুর করো!—উঃ!—বেটা যেন নবাবপুত্র!—বাঁধ বেটাকে!—বজ্জাত! হারামজাদ! জালিয়াত!"

এইরূপ গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে বিকটাস্য ফৌজেরা তাঁকে ধাক্কা মেরে তাঁর দুখানি হাত পেছোন দিকে বেঁধে ফেল্লে!—বেঁধেই ধাক্কা দিতে দিতে ঠেলে নিয়ে চোল্লো। চয়নসুখের নয়নে দরদর ধারে অনর্গল জল পোড়তে লাগলো।

সমস্ত রাত্রি তিনি হাজতে থাকলেন। হাতে হাতকড়ি, আসেপাশে পাহারা। বাড়ীতে কি ঘটনা হলো, ভৃত্য ফিরে এসে তাঁরে দেখতে না পেয়ে কত কি আশঙ্কা কোচ্চে, এই ভেবে তিনি নিতান্ত আকুল হোতে লাগলেন:—অন্তরে কেবল এই একটু প্রবোধ যে, "চিন্তামণ আমারে হুণ্ডীখানি ভাঙাতে দিয়েছিলেন, সেখানি জাল নয়, তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেই আমি খালাস পাব। তিনি খুব ভদ্রলোক, অবশ্যই আমাকে রক্ষা

কোর্‌বেন। ধনসুখজীর সাক্ষাতেই আমি তাঁর হাতে সেই হুণ্ডীর টাকা দিয়েছি, তিনিও সাক্ষী আছেন, উভয়েই ভদ্রলোক, এ মোকদ্দমায় কখনই আমি অপরাধী হবনা। অবশ্যই খালাস পাব। অবশ্যই তাঁরা আমারে খালাস কোরে নিয়ে যাবেন।" এই আশ্বাসে তত সঙ্কটেও চন্দ্রনসুখ একটু আশ্বস্ত। মনে মনে জগৎপিতাকে স্মরণ কোরে উদ্দেশে সেই বিপদ্‌ভঞ্জন নামে করপুটে প্রণিপাত কোল্লেন। আবার ভাবলেন, "এ বিপদথেকে পরিত্রাণ পেয়ে আর একদণ্ডও এখানে থাকবো না;—কালিই এখান থেকে চোলে যাব।—যাব বটে, কিন্তু এখানে অনেক গুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,—বিশেষতঃ চিন্তামণ আর ধনসুখদুলাল,—অমায়িক ভদ্র,—অকপট মিত্র,—যাঁরা আমারে খালাস কোরে দিবেন, তাঁদের পরিত্যাগ কোরে কেমন কোরে যাব?—নীলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার কথা ছিল, পাল্লেম না;—সেই দিন থেকেই নানারকম ফ্যাঁসাত,—পাল্লেম না;—কি কোর্‌বো, এ যাত্রা সেটা ঘোটে উঠলো না।—আবার যদি কখনো সুবিধা হয়, আবার যদি দিল্লীতে আসি, সেই সময় সাক্ষাৎ কোরে কৃতজ্ঞতা জানাব। এ যাত্রা হলো না।"—ভাবছেন, ঝন্‌ঝন্‌শব্দে দরজা খুলে এক কালান্তক বিকটমূর্ত্তি গারদঘরে প্রবেশ কোল্লে। দেখেই ম্রিয়মাণ বন্দী আতঙ্কে মাথা হেঁট কোল্লেন। প্রায় এক প্রহর বেলা হয়ে গেছে, বায়ুর চলাচল-শূন্য অন্ধকূপের মধ্যে তিনি তার কিছুই অনুভব কোত্তে পারেন নি। সেই ভীষণমূর্ত্তি তাঁরে গারদথেকে বার্‌কোরে নিয়ে গেল। পাঁচ সাতজন চাপরাসী তাঁরে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে নিয়ে চোল্লো।

আদালতে উপনীত। কাল যিনি এজলাসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আজ আর তিনি নন।—একজন স্থূলাকার, দীর্ঘকার, চোগোঁফকা, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বিচারাসনে উপবিষ্ট। পেস্কারী আসনে পূর্ব্বপরিচিত পেস্কার আসীন। গ্রেপ্তারকারী পেয়াদা কৈফিয়ৎ দিলে, "আসামীকে তার নিজের ঘরেই পাওয়া গেছে, খানাতল্লাসীতে আর কিছু সুলুকসন্ধান পাওয়া যায় নি, কিন্তু এ ব্যক্তি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে রাত্রেই পালাবার যোগাড় কোচ্ছিল, আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে ধরে ফেলেছি।"

বিচারপতি গোঁফে চাড়া দিয়ে ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "হাঁ, হাঁ। বুঝা গিয়েছে, এ ব্যক্তি শুধু জাল হুণ্ডী ভাঙিয়েছে এমন নয়, নিজে ভারী জালিয়াত,—তল্লাসে কিছু পাওয়া যাক না যাক, সে সব সরিয়ে ফেলেছে। যখন পালাবার যোগাড়ে ছিল, তখন আর সাবুদ হোতে কিছু বাকী থাকছে না।" এই পর্য্যন্ত বোলে আসামীকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি?"

"বিজয়লাল সিংহ।"

পেস্কার এই কথা শুনে চমকিতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গস্বরে বোল্লেন, "ওঃ! ঠিক কথা! ভারী জালিয়াত! নাম পর্য্যন্ত জাল! আমরা একে চয়নসুখ বোলেই জান্‌তেম, আজ বলে কি না বিজয়লাল! ওঃ! ভারী দাগাবাজ! এই জন্যই তুমি পালাচ্ছিলে, না? আমি সব বুঝেছি, জাল হুণ্ডীখানা ভাঙিয়ে পরশু রাত্রে জুয়া খেলতে গিয়েছিলে, বোধ হয়, খেলেওছিলে, ধরা পোড়ে কাল পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিয়ে গেছ, তখন যদি আমরা জানতেম, তা হোলে কালিই তোমারে দায়রায় চালান দিতেম।"

নূতন ফৌজদারসাহেব পেস্কারের মুখে এই সব কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পোড়লেন। গম্ভীরস্বরে বন্দীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এত গুণ তোমার পেটে? নাম পর্য্যন্ত ভাঁড়াচ্চো? জুয়া খেলবার জন্য জাল হুণ্ডী ভাঙিয়েছিলে?"

বিজয়লাল সাহসের স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "যথার্থই আমার নাম বিজয়লাল সিংহ। ভাঁড়াবার দরকার কি? যখন আমি মহারাষ্ট্রে ছিলেম, সেই সময় সেখানকার লোকেরা আমারে চয়নসুখ বোলে ডাকতো, বাদশাও সেই নাম শুনেছিলেন, কাজেই আমি দিল্লীতে এসে অবধি সেই চয়নসুখনামেই পরিচিত। বাস্তবিক আমার নাম বিজয়লাল। বারাণসীতে আমার নিবাস, আমার পিতার নাম ৺ রূপেন্দ্রলাল সিংহ;—রাজা ভূপেন্দ্রলাল সিংহ আমার পিতৃব্য। আপনারা আমার কথায় অবিশ্বাস কোরবেন না। আমি ভদ্রলোকের সন্তান। পেস্কারসাহেব যা অনুমান কোচ্ছেন, তা আমি নই। জাল হুণ্ডীও ভাঙাই নাই, জুয়াও

খেলি নাই। দায়ে পোড়ে জুয়ার আড্ডায় যেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু মনে কোনো কু অভিপ্রায় ছিল না।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, তোমার অত কথা শুনতে 'চাই না, তোমার কিছু সাফাই আছে ?"

"অবশ্য আছে। চিন্তামণ রায় আমারে সেই হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙাতে দিয়েছিলেন, ধনসুখহুলালের সাক্ষাতেই আমি সেই হুণ্ডীর টাকা চিন্তামণের হাতে দিয়েছি। তাঁদের দুজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেই সব সত্য প্রকাশ হবে, আমার অনুকূলে কিছুই প্রমাণ হোতে বাকী থাকবে না।"

দস্তুরমত চিন্তামণ আর ধণসুখহুলালকে আদালতথেকে তলব হলো, বিচারপতি এই অবসরে অন্য অন্য মোকদ্দমা শুনতে লাগলেন, বিজয়লাল পাহারাবেষ্টিত হয়ে কাঠগড়ার একধারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ দুজন ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিলেই এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

এক ঘণ্টা পরে ঐ দুজন ভদ্রসাক্ষী উপস্থিত। হাকিম প্রথমে চিন্তা-মণকে শপথ করিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি এই লোককে চেনো ?" জিজ্ঞাসা কোরেই বিজয়লালের দিকে আঙুল হেলিয়ে দেখিয়ে দিলেন। চিন্তামণ একবার তাঁর দিকে চেয়ে দেখেই উত্তর কোল্লেন, "কে, চয়নসুখ ? হাঁ, চিনি।

"পরশু দিন তুমি একে হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙাতে দিয়েছিলে ?"

"হুণ্ডী ?—আমি ?—কৈ না।—একদিনও না। আমি ওকে হুণ্ডী দিব কেন ? কস্মিন্‌কালেও না।" এই উত্তর কোরেই চিন্তামণ চার পাঁচ-বার অসম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন কোল্লেন। বিচারপতি আরক্তনয়নে বিজয়লালের দিকে চাইলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী ধনসুখহুলাল। তাঁর সাক্ষাতে চিন্তামণকে হুণ্ডীর হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে কি না, হুজুরথেকে এই প্রশ্ন হোলে তিনি হলফ কোরে বোল্লেন, "টাকা দেওয়া দূরে থাক্‌, আমি এ লোককে চিনিও না।"

বিজয়লাল যেন বজ্রাহতের ন্যায় স্পন্দহীন হয়ে পোড়লেন। সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠলো। টস্ টস্ কোরে ঘাম পোড়তে লাগলো। এরূপ অবস্থায় মনের ভাব কেমন হয়, ভুক্তভোগী না হোলে সেটী সহজে অনুভব কর্‌বার পথ নাই। তৎকালে তাঁর মুখের ভাব যেরূপ হলো, কোনো রসনা তা ব্যক্ত কোত্তে পারে না! কোনো লেখনী সেটী বর্ণনা কোত্তে পারে না! কোনো চিত্রকর সেরূপ ছবি চিত্র কোত্তেও পারে না! কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে আত্মসম্বরণ কোরে তিনি চিন্তামণের দিকে সজল নয়নে চেয়ে বোল্লেন,—“মহাশয়! আপনি আজ এমন কথা বোল্‌ছেন কেন?—আপনার কি স্মরণ হোচ্চে না?—সেদিন আপনি বোল্লেন, একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোকের সাহায্যার্থ তালজঙ্ঘ হাজার টাকার হুণ্ডী দিয়েছেন, আপনি সেই হুণ্ডীখানি আমাকে ভাঙাতে দিলেন, আমি ভাঙিয়ে এনে আপনার বাড়ীতে গিয়ে ধনসুখজীর সম্মুখে আপনার হাতে টাকা দিলেম, আপনি এখন—”

“বিলক্ষণ!—তুমি ত মন্দলোক নও দেখি!—আকাশে দড়ী দিয়ে মানুষকে ফাঁসাতে পারো যে!—কবে আমি তোমাকে হুণ্ডী ভাঙাতে দিলেম?—কবেই বা তুমি আমাকে টাকা দিলে?—আর কবেই বা কি হলো?—উঃ! ধূর্ত্তের কি চাতুরী!—কতদূর প্রত্যুৎপন্নমতি!—দুঃখিনী স্ত্রীলোক, তালজঙ্ঘ, সাহায্য,—কেমন সব সাজিয়ে সাজিয়ে বোলে গেল!—উঃ! ভারী তৈয়ের লোক!—কোথাকার দুঃখিনী স্ত্রী?—কোথাকার তালজঙ্ঘ?—কে তারা?—কে তাদের চেনে? হুঁঃ!”

চিন্তামণ এই সকল কথা বোলে বক্রনয়নে বিজয়লালের বিষণ্ণবদনে কটাক্ষপাত কোল্লেন। বিজয়লাল নিরুপায় হয়ে সাশ্রুনয়নে ধনসুখজীর মুখের দিকে চাইলেন। ধনসুখ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে সদয়ভাবে তাঁরে বোল্লেন, “আমার দিকে চাইলে কি হবে বাপু! আমি কি কোর্‌বো বাপু! যা আমি জানি না, তোমার কান্না দেখে তা আমি কেমন কোরে বলি?—দয়া হোচ্চে বটে, কিন্তু তোমাকে যখন আমি চিনি না, তখন তোমার চক্ষের জল দেখে হলফ কোরে কিরূপে আদালতে মিথ্যা বলি?—কেমন কোরে দেখাসাক্ষাৎ ধর্ম্মে পতিত হই?”

বিজয়লাল নিস্তব্ধ হয়ে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফৌজদার ও পেস্কার উচ্চ হাস্য কোরে বোল্লেন, "বাঃ! বহুৎ-আচ্ছা সাফাই সাক্ষী আছে! একজন হুণ্ডীর কথা কিছুই জানে না, আর একজন আদৌ আসামীকে চেনেও না! বহুৎ-আচ্ছা সাক্ষী!"

আদালতশুদ্ধ সকলেই হেসে উঠলো। বিজয়লাল লজ্জায় মাটী হয়ে গেলেন। ফৌজদার তখন সাক্ষীদের বিদায় দিয়ে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ কোল্লেন। চিন্তামণ ও ধনসুখ হৃষ্টচিত্তে বিপন্ন বান্ধবের দিকে চাইতে চাইতে তাঁর গা ঘেঁসে বেরিয়ে চোলে গেলেন, পেয়াদারা হাতকড়িবদ্ধ বিজয়লালকে ধাক্কা দিয়ে হাজতে নিয়ে গেল!

বিংশ কাণ্ড।

বড়দলের ধর্ম্মনীতি।

পাঁচ সাত দিন অতীত হলো, বিজয়লাল হাজতেই থাক্লেন, কবে দায়রার বিচার আরম্ভ হবে, নিশ্চয় জানা নাই। পাঠক মহাশয় এই অবসরে আর একটী দৃশ্যস্থলে আর একপ্রকার কাণ্ড দেখতে পাবেন। প্রধান মহাজন দৌলতরাম অনেক দিন আপনার নেত্রপথে উপস্থিত হন নাই, তিনি এখন রাজা উপাধি পেয়েছেন, খুব পসার,—খুব মানসম্ভ্রম,—ভারী জল্‌জলাট,—বিখ্যাত বড়লোক। চলুন, আজ একবার তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোর্‌বেন। তিনি একাকী থাক্‌তে প্রায় কখনই রাজী নন; তবে যেখানে একা থাকা তাঁর স্বার্থ, সেখানে নির্জ্জন ভালবাসেন। এমন কি, নিকটে পশুপক্ষী না থাক্‌লেও আরো সন্তুষ্ট হন।

আজ দৌলতরাম নানাবিধ কাজের ঝঞ্চাটে ব্যতিব্যস্ত। মাড়োয়ারী, মার্‌হাট্টা, রজঃপুত, কেঁয়ে, মুসলমান, এই প্রকার নানাদেশের নানাশ্রেণীর পাইকেড়, দালাল; খরিদার তাঁরে বেষ্টন কোরে বোসেছে, সকলের সঙ্গেই তিনি বিষয়কর্ম্মের কথা কোচ্ছেন, জিনিসপত্রের বাজার দর জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন। মুখে হাসি লেগেই আছে, বিষয়-বিশেষে এক একবার গম্ভীর-

ভাব ধারণ কোচ্ছেন। লক্ষের নীচে কথা নাই। সচরাচর লোকে যেমন দু এক টাকাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তিনি তেমনি তাচ্ছিল্যভাবে লাখ দুলাখ টাকার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন। কাগজপত্র, জিনিসের নমুনা একপাশে স্তূপের হয়ে আছে। ঝাড়া চারদণ্ড তিনি বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে ক্লান্ত হয়ে অনবরত রেসমী রুমালে মুখ মুচ্ছেন, ললাটে দর দর ধারে ঘাম পোড়ছে, দুজন চাকর অবিশ্রান্ত আড়ানী হাঁকরাচ্ছে, মাঝে মাঝে আলবোলার ধোঁয়া উড়ছে। বেলা প্রায় তিন প্রহর। কারবারী লোকেরা বিদায় হলো, তিনি খোলাসা হয়ে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, একা থাকা তাঁর পক্ষে বড় কষ্ট।—এত পরিশ্রান্ত হয়েছেন, গৌরবর্ণ মুখখানি ঘোর রক্তবর্ণ হয়েছে, একত্রে দুটী কথা কইতেও যেন ক্লেশ বোধ হোচ্ছে, তথাচ যেন কোনো সুহৃৎলোকের আশু আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছেন। যার যাদৃশী ভাবনা, তার সিদ্ধিও তাদৃশী। অতি শীঘ্রই তিনি দুজন পরিচিত আত্মীয়ের মধ্যবর্ত্তী হোলেন। একজন প্রথম পরিচিত জহরমল, দ্বিতীয় হেমন্তরাম। পাঠক মহাশয় একটীবার মাত্র এই দুই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরেছেন, সুতরাং এঁদের কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। জহরমল শ্যামবর্ণ, গড়ন মাফিকসই, বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর। হেমন্তরাম জোঁদা কালো, আকার কিছু দীর্ঘ, অবয়ব অপেক্ষা হাত দুখানি বেমানান লম্বা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। জহরমল পল্লীগ্রামের একজন বড় মানুষের পোষ্যপুত্র, আর হেমন্তরাম একজন বনিয়াদী বড়লোকের প্রপৌত্র। জহরমলের একটী পরমাসুন্দরী উপপত্নী আছে। বেশ নাচতে পারে, গাইতে পারে, সহরে খুব নামসম্ভ্রম, টাকাও বিস্তর, অনেক রাজা-রাজড়া,—অনেক আমীর-ওমরাও তার খপ্পরে পোড়ে ফতুর হয়েছেন, কেউ কেউ জেলে গিয়েছেন, তথাচ এখনো অনেক পতঙ্গ ইচ্ছা কোরে সেই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে নিতান্ত উৎসুক। সেই মনোমোহিনী মায়াবিনীর নাম বিরজা। বয়স কিছু ভারী, যৌবনের হাবভাব,—যৌবনের কেলিরস এখন পরিপক্ক। প্রজাপতির অনুগ্রহে তিনি একটী কন্যার জননী হয়েছেন। কন্যার নাম ফিরোজা। বয়স ১৬ বৎসর।—পূর্ণ ষোলকলা,—পূর্ণযুবতী।—সেটীও জননীর ন্যায় সুন্দরী, বয়োধর্ম্মে বরং কিছু বেশী। জহর

মল সৌভাগ্যক্রমে সেই কন্যার জননীর প্রেমানুরাগী নায়ক। হেমন্তরাম ও সৌভাগ্যে বঞ্চিত। উভয়ে বিলক্ষণ বন্ধুত্ব আছে, বাহ্যমিলনে হরিহর আত্মা বোল্লেও চলে, সুতরাং উভয়েই একসঙ্গে বিরজার বাড়ীতে গতিবিধি করেন। হেমন্তরামের স্বর অতিশয় কর্কশ হোলেও আমোদপ্রমোদে, রসালাপে খুব অমায়িক, বেশ সুরসিক। কিন্তু আমাদের কেমন দুর্ভাগ্য, প্রথম দর্শনেই বিরজা তাঁরে পিতৃসম্বোধন কোরেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেটী তাঁর সৌভাগ্য। উপযুক্ত নাত্নীটী তাঁর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন নন। ফিরোজা যদিও এক জনের অর্থশৃঙ্খলে বাঁধা, তথাচ অবকাশকালে মাতামহের সেবা-শুশ্রূষায় ভাল ফাঁক দেয় না, সে পক্ষে বিশেষ অনুরাগবতী।

জহরমল বড় মানুষের দত্তকপুত্র বটেন, অনেক বিভবের উত্তরাধিকারী, কিন্তু ব্যবহারদোষে প্রায় সমস্ত সম্পত্তিতেই জল দিয়েছেন। তাঁর টাকায় পৃথিবীর একটীও জীব কোনপ্রকারে কখনো কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই; নিজের ধনে তিনি নিজেই উপকৃত ও অপকৃত। যখন বিষয় ছিল, তখন হাতে টাকা না থাক্‌লে দোচোকো খত লিখেছেন,—সিকিসুদ, প্রিমিয়ম সুদ, দশ হাজারের খতে আট হাজার গ্রহণ, এই রকমে সমস্ত উত্তমর্ণের কাছে তিনি ঋণী। যৌবনে পদার্পণ কোরে অবধি তিনি বীরুণাদেবীর পরম ভক্ত, বীরাচারে প্রকৃত ভৈরবীচক্রের বীরাচারিগণকেও পরাস্ত কোরেছেন! অষ্টপ্রহর সেই ইষ্টদেবীর সেবায় নিযুক্ত! অধিক কথা কি, শেষ রাত্রে শয়ন করেন, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করবার অগ্রে কিঙ্কর-কিঙ্করীরা সুধাপূর্ণ রজতপাত্রে দুই তিনবার তাঁর পবিত্র রসনায় অভিষেক না কোল্লে তিনি গাত্রোত্থান কোত্তে পারেন না! যখন তিনি দেখলেন, ঋণে ঋণে মস্তক বিক্রীত হয় হয় হয়েছে, সেই সময় হেমন্তরামের পরামর্শে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি নিঃশেষে হস্তান্তর কোরে ফেল্লেন। একজন মহাজন সেই সময় কৌশলে আপনার পাওনা আদায় কোরে নিলেন, অবশিষ্ট সকলেই ফাঁকীতে পোড়লেন। যে সময় এই কাণ্ড ঘটে, সেই অবসরে হেমন্তরাম বরের ঘরের পিসী ও কোনের ঘরের মাসী হয়ে তিন কুল রক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করেন। জহরের কুল; বিরজার কুল, আর নিজের

কুল!—জহরমলকে, বিরজাকে, তৎকালোচিত সৎপরামর্শ দেন, যাতে তাঁদের চিরজীবন সুখে কাটে, তার বন্দোবস্ত করেন; তিনি তখন উভয়েরি পরম হিতৈষী।

জহরমল বিষয় বিক্রয় কোরে একজন উত্তমর্ণকে মায়সুদ সমস্ত টাকা দিয়ে প্রায় ৮১ হাজার টাকা নিজে পান। সেই টাকাগুলি তিনি বিরজাকে দান করেন। অস্থাবর সামগ্রীগুলিও বিরজার বাড়ীতে আনা হয়। ঐরূপে ন্যস্তধনের ব্যবস্থা কোরে জহরমল ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন যে, "যতদিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন পরস্পর ছাড়াছাড়ি হবে না, ঐ টাকার উপস্বত্বেই উভয়ের দিন চোল্‌বে।" বিরজাও ঐ বয়ানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। একখানি দলীলে এই প্রতিজ্ঞা দুটী লেখাপড়া কর্‌বার জন্য হেমন্তরাম একদিন কাজীসাহেবের ব্যবস্থা আন্‌তে যান। কাজীর দর্শনী ও বারবরদারী জহরমলের শিরেই বার্‌ পড়ে, কিন্তু গণিকার সংশ্লিষ্ট বোলে কাজী সাহেব সে ব্যবস্থা দিতে নারাজ হন। হেমন্তরাম হতাশ হয়ে সহরের সেওড়াতলার নামজাদা ঠক্‌ চাচাকে মুরুব্বি ধরেন। তিনি আশুতোষ,—ধর্‌বামাত্রই কাজ রক্ষা। হরিদাসের "গুপ্তকথার" নারাণ গাঙ্গুলী অথবা টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের ঠক্‌ চাচাও তাঁর কাছে কোল্‌কে পান না! তিনি এক মোহরেই ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। দলীল লেখাপড়া হয়ে গেল। কাজীর ব্যবস্থা এনেছি বোলে হেমন্তরাম বুক ঠুকে বাহাদুরী কলাতে লাগলেন। সেই সময় আরো একটী নূতন বন্দোবস্ত হয়। বিরজা যে বাড়ীখানিতে থাকেন, সে বাড়ীখানি তেতালা। হেমন্তরামের মতে তখন এই স্থির হলো যে, তেতালার ঘরে জহরের বিবাহিতা স্ত্রী অবস্থান কোরবেন, বিরজা, ফিরোজা, আর তাঁদের অন্যান্য লোকেরা দোতালার ঘরেই থাক্‌বেন। সেই বন্দোবস্ত মুখেই বাহাল আছে;—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। হেমন্তরাম লোকনিন্দার ভয় দেখিয়ে সে সংকল্পে নিরস্ত করেন। বিনাস্বার্থে তিনি যে, প্রতিবাদী হয়েছিলেন, এমনটী বোধ হয় না। যা হোক্‌, জহরের স্ত্রী বিরজার বাড়ীতে বিরাজ কোল্লেন না। জহরমল একবার মহাজনের উপদ্রবে কারাবাসী হয়েছিলেন, সে সময় বিরজার পরম আনন্দ। বনের পাখী বনে চরা কোরে যে আনন্দ পায়, পিঞ্জরে কি তা

কখনো সম্ভবে ?--কখনই না।-সুতরাং নায়কের কারাবাসে স্বাধীনা নায়িকার পরম আনন্দ। হেমন্তরামও সেই সুযোগে বিলক্ষণ আধিপত্য কোরে লন। ভাল ভাল হীরা,-বড় বড় পান্নার আংটীগুলি হেমন্তের দশ আঙুলে শোভা পেতে লাগলো। অন্তরে অন্তরে আরো কত শোভা, রসজ্ঞ পাঠক মহাশয় অনুভবেই সেগুলি বুঝতে পারবেন। বাস্তবিক জহরমল আর হেমন্তরাম উভয়ে যেন দুটী মুখোমুখী মাণিকজোড়!

দৌলতরাম তাদের সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন; তাঁরাও অভিবাদন কোরে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হোলেন। উপস্থিতমত দুটী চারটী কথোপকথনের অবসরে জহরমল একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ক্ষুণ্ণস্বরে বোল্লেন, "বিধাতার বিড়ম্বনায় লোকের দশচক্রে পোড়ে আমি দেউলে হয়ে গেছি!"

এই কথা শুনে একটু হেসে দৌলতরাম ব্রস্তস্বরে বোল্লেন,-"দেউলে হয়েছ?-তবে ত বিলক্ষণ এক হাত মেরে দিয়েছ!—আজ্‌কের কালে যারা দেউলে হোতে পারে, তাদেরি সবজিত!-মহাজনদের ঠকিয়ে সব বিষয়আশয় বেনামী কোরে খোলসা হয়ে হাতধুয়ে বেরোবার এমন পন্থা,-এমন ফন্দী আর দ্বিতীয় নাই। তুমি এটীকে বিধাতার বিড়ম্বনা বোলছো, অমন কথা বোলো না, আজকের বাজারে দেউলে হওয়া বিধা-তার করুণা।-যারা দেউলে হয়, আমি তাদের বড় ভালবাসি। তুমি দেউলে হয়েছ, আমার কাছে তোমার বিশ্বাস নষ্ট হবে না। যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস ঠিক থাক্‌বে। আমি তোমাকে যতদূর চিনি, তাতে গৌরব কোরেই বোলতে পারি, তুমি আমাদের মূর্ত্তিমান বিশ্বাস। এই হস্তিনা-পুরীতে পূর্ব্বে কৌরবসভায় কুরুরাজ অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্রের যেরূপ অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, এই দিল্লীসহরে দৌলতসভায় এখন তোমারও সেইরূপ অপ্রতি-হত বিশ্বাস।-তা যা হোক, এখন সকলের চক্ষে ধুলা দিয়ে কত টাকা দাঁও মেরেছ বল দেখি?"

পাশমোড়া দিয়ে ফিরে বোসে হেমন্তরাম দন্ত কোরে বোল্লেন, "তা মহারাজ! বিলক্ষণ হাত মারা গিয়েছে। আমার হাতে যখন কাজ, আমি যখন এর ভিতর আছি, তখন আপনার আশীর্ব্বাদে বিলক্ষণ

কার হাঁসিল কোরে দিয়েছি। পৃথিবীর সকল লোকেই আমাকে চেনে। আমি যা বলি, সকলেই বিশ্বাস করে। জগতের সব খবর আমি রাখি। যা আমি বোলছি, একটীও মিথ্যা হবার নয়।—সকলকে ফাঁকী দিয়ে জহরমলের তহবিলে কম্বেশ ৮১ হাজার টাকা নগদ জমা দিয়েছি, তা ছাড়া জহরাত, আস্বাব, শালরুমাল, তৈজসপত্র, সমস্তই বজায় রেখেছি। আমার বুদ্ধির দৌড় কি সামান্য?—শুনুন মহারাজ! ঐসকল টাকা আর জিনিসপত্র সমস্তই স্ত্রীর নামে দান করা হয়েছে। এ কি কম ফিকির এঁটেছি?—কিছুই পোকে ছুঁতে নাই। জলে উলে এত মাছ ধোরেছি, গায়ে একটুও পাঁক লাগে নি! একি যার তার কাজ মহারাজ?"

"হাঁ—হাঁ, আমিও তাই বলি! তুমি একজন খুব বাহাদুর! ঠিক ফিকির এঁটেচ,—আচ্ছা ফন্দী বার কোরেছ!—তুমি যখন এর ভিতর আছ, তখন সকল দিকেই পাকাপাকি হবে, এতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধিতে তুমি শচীপতি সুররাজের তুল্য, শৌর্য্যে তুমি মহাশূর মহিষাসুর অবতার!—খুব বাহাদুর!"

এই কথা বোলে দৌলতরাম একেবারে হেমন্তরামকে আকাশ পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। হেমন্ত এই সাধুবাদ শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনের উৎসাহে হাত পা নেড়ে কত কথাই কইতে লাগলেন।—রাজা দৌলতরাম তাঁরে ঠাণ্ডা কোরে জহরমলকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, সেদিকের ত একরকম ঠিকঠাক হয়ে চুকে গেছে, তবে এখন বল দেখি, এখানে কি মনে কোরে আসা?"

জহরমল একবার মাথা চুল্কে হেমন্তরামের মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট-মুখ চেটে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা মহারাজ! আপনার অনুগ্রহেই আমার সব। আপনার অনুগ্রহভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই। আমি বড় নাচারে পোড়েছি, আপনি রক্ষা না কোল্লে আর কে রক্ষা কোরবে?—আমার কিছু টাকা আবশ্যক হয়েছে।"

"টাকা?—কেন?—এত টাকা হাত মেরেছ, আবার টাকা?"

"হাতে আর কৈ মহারাজ! সে সব যে পরহস্তগত।"

"হাঁ, তা বটে, কিন্তু টাকা আমি এখন তোমাকে দিতে পাচ্চি কৈ?—তুমি এখন বিষয়আশয় বেহাত কোরেছ, জামীন কি থাকে?—না, টাকা আমি তোমায় দিতে পারি না। স্পষ্ট কথা।"

এই পর্য্যন্ত বোলে রাজা দৌলতরাম একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন, "তবে হাঁ, বিরজা যদি তোমার সঙ্গে এক খতে সই দেয়, তা হোলে দিতে পারি।"

জহরমল ঘাড় হেঁট কোরে মাথা চুলকে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তা কেমন কোরে হয় মহারাজ? বেশ্যার সঙ্গে কেমন কোরে এক খতে একত্রে সই করি?"

"তবে কেমন কোরে হয়? তুমি একা এখন কি সাহসে টাকা ধার কোত্তে চাও?"—দৌলতরাম এই প্রশ্ন কোরেই হেমন্তরামের মুখের দিকে চাইলেন।

বসন্তের কোকিল, সময়ের সখা, অসময়ের কেউ নয়। ফাঁদে পা দিতে চায় না। হেমন্তরাম মাথা হেঁট কোল্লেন।

জহরমল অনেক কাকুতিমিনতি কোরে বারবার দুঃখ জানাতে লাগলেন। দৌলতরাম একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কত টাকা?"

"আজ্ঞা ১৫ হাজার। এই টাকা হোলেই আপাততঃ আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি।"

অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে দৌলতরাম মনে মনে ভাবলেন, "দেওয়াই যাক্। আমার টাকা কোথাও যাবে না।—জলেও ডুববে না,—আগুনেও পুড়বে না।—লোকটাকে হাতে রাখা চাই, এর দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যায়, নিতেও হবে! দেওয়াই যাক্।" এইরূপ চিন্তা কোরে গম্ভীরস্বরে আবার বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমাকে আমার অবিশ্বাস নাই, ১৫ হাজার টাকা তুমি না দিলেও আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু দেখো, পারৎপক্ষে উড়িয়ে দিবার চেষ্টা কোরো না। চেষ্টা কোরো, পরে সেই নামটা যাতে সই করাতে পারো। নালীস কোল্লে ত লোকে জান্‌তে পার্‌বে. তুমি যখন দেবে বোলছো, তখন আর নালীসের,—লোকলজ্জার ভয় কি? এখন একাই সই কোরে দাও, টাকা দিচ্ছি।"

জহরমল আহ্লাদে উৎসাহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ খত লিখে স্বাক্ষর কোরে দিলেন। দৌলতরাম ১০ হাজার টাকার হুণ্ডী আর নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান কোল্লেন। মনে মনে ইচ্ছা, ওরা উঠে গেলেই বাঁচেন।

টাকা পেয়ে জহরমল অভিবাদন কোরে বোল্লেন, "আপনি দয়ার সাগর, আপনার কাছে আমি চিরজীবন ঋণী থাকলেম।" এইরূপে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুনরায় অভিবাদন কোরে হেমন্তরামের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

দৌলতরাম আবার একাকী হোলেন!—মনে মনে মহা খুসি।—তাঁরা বেরিয়ে যাবামাত্রই হুঁ হুঁ স্বরে গান কোত্তে কোত্তে সেই খতখানি উলটে পালটে দেখলেন। একবার দেখেন, একবার হাসেন। শেষে একটী লেখনী হস্তে লয়ে আপনা আপনি বোল্লেন, "হুঁঃ!—আমাকে ফাঁকী দেওয়া আট পাটী দাঁতের কর্ম্ম।—এখনি আমি এই আটঘাট বেঁধে রাখলেম। বিরজার হাতের লেখা আমি অনেকবার দেখেছি। আমি অনেক রকম অক্ষর লিখতে পারি।" এই পর্য্যন্ত বোলে গান কোত্তে কোত্তে সেই খতের নীচে স্বহস্তে এই কটী কথা লিখলেন।ঃ—

"আমিও এই খতের টাকার জন্য দায়ী থাকিলাম ইতি।

শ্রীমতী বিরজা বাই।"

স্বাক্ষর দেখেই পরম আনন্দ। "ঠিক লিখেছি! বাঃ!—কে বোলবে যে, এ লেখা বিরজার হাতের নয়?"—মনে মনে এইরূপ শ্লাঘা কোত্তে কোত্তে রাজা দৌলতরাম সেই খতখানি বাক্সের মধ্যে চাবীবন্ধ কোল্লেন। সবেমাত্র বাক্সটী সরিয়ে রেখে বোসেছেন, এমন সময় একজন কিঙ্করী এসে সংবাদ দিলে, "একটী স্ত্রীলোক পালকী কোরে অন্দরমহলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা কোত্তে চান।"

"স্ত্রীলোক! অ্যাঁ?—স্ত্রীলোক! কোথা থেকে এসেছে?—অ্যাঁ?—চলো,—!—চলো—আমি শীঘ্র যাচ্ছি!"—ব্যস্তভাবে উৎসাহের স্বরে এই কটী কথা বোলেই রাজা তাড়াতাড়ি আসনথেকে গাত্রোত্থান কোল্লেন।—ভৃত্যকে ডেকে বোলে দিলেন, "দেখ্, যদি কেউ আসে, বলিস্, আমি বাড়ী নাই।" এই আদেশ দিয়েই শশব্যস্তে কিঙ্করীর সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন।

রমণী যে ঘরে ছিলেন, রাজা দৌলতরাম সেই ঘরে প্রবেশ কর্‌বা-মাত্রই একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য উপস্থিত হলো। যেন একটী পূর্ণচন্দ্র গৃহমধ্যে শোভা পাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ নীলবর্ণ মেঘ এসে যেন সেই চন্দ্রমণ্ডল ঢেকে ফেল্লে। কামিনী অনাবৃত বদনেই বোসে ছিলেন, রাজাকে দেখেই নীল-বসনে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে শশব্যস্তে উঠে পাশের ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। গৃহমধ্যে যেন চপলা খেলা কোল্লে! এই অপরিচিত সুন্দরীর গড়ন নাতি দীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব;—স্ফুট গৌরবর্ণ, দুধে আলতামিশ্রিত;—মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্ম; উভয় গণ্ডে আলোহিত আভা; ঠোঁট দুখানি পাতলা,—প্রকৃতিরঞ্জিত গোলাপী রেখায় সুরঞ্জিত, বেস টুকটুকে;—তার ভিতর দিয়ে ছোট ছোট মুক্তার ন্যায় দশনপংক্তি বিকাস পাচ্ছে;—নাসিকা সমুন্নত;—চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা, ঈক্ষণ তেজস্বী,—যৌবনগর্ব্বে তেজস্বী;—নয়নে আর ওষ্ঠে সাক্ষাৎ সৌদামিনী মূর্ত্তিমতী।—ভ্রূযুগল ঠিক যেন মকরকেতুর শরাসন। কাণের দুপাশে অলকগুচ্ছ সুকুঞ্চিত;—পৃষ্ঠ-দেশে কৃষ্ণকেশ বেণীবদ্ধ বিলম্বিত; সমস্ত অবয়ব পূর্ণসৌষ্ঠবে পরিণত। যৌবনসুলভ উরসের পূর্ণতায় সুন্দরী কিছু নমিতাঙ্গী। পরিধান নীলাম্বরী পেসোয়াজ; তার উপর পীতাম্বরী ওড়না;—দুহাতে জ্বলাছি হীরাকাটা বালা;—তা ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার নাই;—বয়স ২১।২২ বৎসর। নাম শশিবালা।

রাজা দৌলতরাম সতৃষ্ণনয়নে সেই মোহিনীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেন। কে তিনি, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। প্রথমে সহসা জিজ্ঞাসা কোত্তেও সাহস হলো না। একখানি আসনে আসীন হয়ে একদৃষ্টে সেই অবগুণ্ঠনাবৃত বদনের দিকে চেয়ে আছেন; বসনের সূক্ষ্মতা ভেদ কোরে সুধাংশুবদনার সুধাংশুবদনের দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে, তাই দেখেই দৌলতরামের নয়নচকোর পরিতৃপ্ত হোচ্ছে। সুন্দরী একজন কিঙ্করীকে প্রতিনিধি রেখে প্রথমে দুটী কথা রাজাকে জানালেন। "আমি কে, তা আপনি জানেন না: কিন্তু আমি একাকিনী অসময়ে রাত্রিকালে আপনার বাড়ীতে এসেছি। আপনি এতে কিছু দুর্ভাব ভাববেন না। আর আমি আপনার শরণাপন্ন।"

দৌলতরাম যথোচিত শিষ্টাচারে উত্তর দিলেন, "বরং যথেষ্ট অনুগ্রহই ভাববো। এ আপনার নিজের বাড়ীই ভাববেন।"

আপনার এম্‌নি মহত্বই বটে।—নাম শুনেই আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি। আমি বড় অভাগিনী।—চিরদুঃখিনী নই, কিন্তু বিধাতা আমারে বড় দুঃখিনী কোরেছেন।"

কিঙ্করীকে মধ্যবর্ত্তিনী রেখে শশিবালা এই কটী কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু পরিচারিকাকে প্রতিনিধিত্ব কোত্তে হলো না। তিনি এত ডেকে ডেকে ঐ কথাগুলি বোল্লেন যে, রাজা তা তাঁরি মুখেই স্পষ্ট স্পষ্ট শুনতে পেলেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন," কতক্ষণ আর আমাকে অন্ধকারে রাখবে?—কে তুমি, কিছুই বুঝতে পাচ্চি না, ভদ্রলোকের কন্যা, পাছে কোন রকমে অসম্ভ্রম হয়, সেই ভয় বড় করি। মিনতি কোচ্চি, পরিচয় দাও, আর কেনই বা তুমি দুঃখিনী হয়েছ, স্পষ্ট কোরে বলো।"

শশিবালা ইতস্তত কোরে আর একটু ঘোম্‌টা ঝুলিয়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে সোরে মুখ লুকিয়ে সহচরীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহারাজকে বলো, আমি পর নই. ওঁর কাছে আমার অসম্ভ্রম হবার কোনো আশঙ্কাই নাই। আমি ওঁর দাসীর যোগ্যও হবো না। ওঁর কারবারের যে একজন অংশী ছিল, আমি তারিই পত্নী।"

"পত্নী?—অ্যাঁ?—কার?—অ্যাঁ?—আমার অংশীর?—কে?—অ্যাঁ?—চিন্তামণ?—অ্যাঁ?—চিন্তামণ?—তুমি তারি——"

রাজার কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে সুন্দরী শশব্যস্তে বোল্লেন, "না মহারাজ! তিনি না।—আর একজন।—সে এখন ছেড়ে দিয়েছে। তার অপব্যয় দেখে মহারাজ তারে তফাত কোরে দিয়েছেন।"

এ কথাগুলিও শশিবালাকে প্রতিনিধি দিয়ে বলাতে হলো না, আপনিই মিহি আওয়াজে একটী একটী কোরে ছোট ছোট কথায় এই উত্তর দিলেন। রাজা তাই শুনে একটু চিন্তা কোরে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তফাত?—অ্যাঁ?—কাকে?—অ্যাঁ?—কে?—ধনসুখ-দুলাল?"

"ঐ—ঐ!—ঐ তিনিই আমার স্বোয়ামী!"

দৌলতরাম এই পরিচয় পেয়ে যেন কিছু প্রফুল্লচিত্তে কামিনীর মুখের দিকে চাইলেন, বোল্লেন, “ধনসুখ?—ধনসুখের স্ত্রী তুমি?—তবে তুমি আমার কাছে এত লজ্জা কোচ্ছো কেন?—ধনসুখতে আমাতে এক আত্মা;—তিনিও যা, আমিও তা।—তুমি তাঁর পত্নী, আমার পরম আত্মীয়।—তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ, পরম সৌভাগ্য!—তোমার পিতার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রণয়।—কতবার আমি তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছি, তিনি আমাকে কত আদর অবেক্ষা কোরেছেন, কিছুই ভেদাভেদ রাখেন নি; বেশ লোক, বড় অমায়িক মানুষ।—তুমি তাঁরি কন্যা?—আমি বলি, আর কে?—এতক্ষণ তবে এত কুণ্ঠিত হোচ্ছিলে কেন?—এই ঘরে এসো, এইখানে বোসো;—তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, এত আদবকায়দা কোত্তে হবে কেন?—দুদিকেই তুমি আমার আদরের সামগ্রী।—বন্ধুর কন্যা, বন্ধুর স্ত্রী, যেটা ধরো, সেইটেতেই তুমি আমার পূজ্য! এই ঘরে এসো,—এইখানে বোসো। কেন তুমি দুঃখিনী হয়েছ বোল্‌ছো, কি দুঃখ তোমার, ভেঙে চুরে বলো, শুনি। দেখো পিয়ারমণ! (কিঙ্করীর নাম পিয়ারমণ) তুমি এখন আপনার কাজ করো গে, এখানে আর থাক্‌বার আবশ্যক কোচ্ছে না;—ইনি আমাদের ঘরের লোক। এঁর যা বল্‌বার থাকে, আমার সাক্ষাতে নিজেই বোল্‌বেন, তোমাকে দেখে বোধ হয় কিছু বাধো বাধো কোচ্ছে, তুমি এখন এখান থেকে যাও, যখন আবশ্যক হবে, ডাক্‌বো, তখন এসো,—এখন যাও।” পরিচারিকাকে এই কথা বোলে শশিবালাকে সম্বোধন কোরে আবার বোল্লেন, “তবে আর কেন?—আর কেন কাঙালিনীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাও, এই খানে এসো।”

পরিচারিকা চোলে গেল। শশিবালা একটু এদিক ওদিক কোরে কি ভেবেচিন্তে আরো খানিকটা ঘোম্‌টা টেনে ধীরে ধীরে দৌলতরামের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। রাজা দৌলতরাম মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত কোরে স্বতন্ত্র একখানি কৌচের উপর তাঁরে বসালেন। শশিবালা বোস্‌লেন।

স্ত্রীলোকের মন কে জানে?—কেনই বা শশিবালা একাকিনী রজনী-যোগে একজন বড়লোকের বাড়ীতে এসেছেন, কেনই বা এতক্ষণ লজ্জায়

জড়ীভূত হয়ে স্বতন্ত্র গৃহে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর কেনই বা এখন বল্‌বামাত্র একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে একাকিনী এক ঘরে এসে বোসলেন,—কে জানে?—স্ত্রীলোকের মন স্ত্রীলোকে নিজেই জানে,—শশিবালার মন শশিবালাই জানেন, আর সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্ব নিয়ন্তা· বিধাতাই জানেন। আর কেউ না।—কামিনি!—সুন্দরী কামিনি!—সুন্দরী যুবতী কামিনি!—তোমারে নমস্কার! তোমার মায়া অনন্ত,—লীলা অনন্ত, কৌশল অনন্ত, হাবভাব অনন্ত,—সকলিই অনন্ত! তোমারে শত শত নমস্কার!!

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরে যায়, মেঘাবৃত যামিনীতে চন্দ্রোদয় হোলে যেমন সৌদামিনী দূরে যায়, শশিবালার প্রবেশে দৌলতরামের গৃহ তেমনি উজ্জ্বল শোভা ধারণ কোল্লে। সৌদামিনী এতক্ষণ জলদমালার ক্রোড়ে ধিকি ধিকি বিকাস পাচ্ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য দৌলতরামের শরীরে আশ্রয় নিলে। অকস্মাৎ তাঁর আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌লো, রোমাঞ্চ হলো; বিদ্যুৎ বেরিয়ে গেল। তিনি আকুলকণ্ঠে অনুকুলা ললনাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের বধু, তবে আপ-নাকে দুঃখিনী বোলে পরিচয় দিচ্ছিলে কি জন্য?—ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"কি বোল্‌বো মহারাজ! আপনি সকলিই জানেন, আমি রাজার মেয়ে, যার হাতে পোড়েছিলেম, সে নিজেও বড়মানুষ ছিল, আমার কপালদোষে সকলিই বিপরীত ঘোটেছে!—একটু আগে আপনি আমারে কাঙালিনী বোলে পরিহাস কোরেছেন, সেটা পরিহাস নয়, আমি ঠিক তাই!" এই পর্য্যন্ত বোলে শশিবালা দুই হাতে নেত্রজল মার্জ্জন কোল্লেন; আবার দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হলো, আবার মার্জ্জন কোল্লেন,—করুণ-স্বরে আবার বোল্লেন, "দেখুন মহারাজ! আমি রাজার মেয়ে, এখন আমার এম্‌নি দুর্দ্দশা যে, পেটের ভাতে আজির!—জুয়াতে, নেসাতে, আর মেয়েমানুষে তার সর্ব্বনাশ কোল্লে!—তারও কোল্লে, আমারও কোল্লে! আপনার সঙ্গে কারবার কোচ্ছিল, বেতালে, বেঠিকে, বেআড়া খরচে সে পথ গেল;—তার পর আমার মাথায় হাত বুলুলে! পিতা

আমারে যত টাকা দিতেন, ফুস্‌লে ফাস্‌লে সকলগুলিই সে বার কোরে নিতো; — কি কোর্‌বো, স্বোয়ামী, মায়ার টান, দিতেও হতো। ক্রমে ক্রমে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়ালো। জুয়াখেলায় টাকা, — বুঝ্‌তেই পারেন, — কিছুতেই আঁটে না; — তার উপর আবার হাতী পোষা আছে! মাসে দু হাজার তিন হাজারেও থাই পাই না! — পিতা রাগ কোল্লেন, রেগে উঠে আমার মাসহারা বন্ধ কোরে দিলেন। মা কিছুদিন লুকিয়ে কিছু কিছু দিতেন, তাও সব জুয়ামহলে আর রমজানী * মহলে সাবাড় হোতে লাগ্‌লো! কাজেই বেশী দরকার: তাই জান্‌তে পেরে মা আমার ক্রমে ক্রমে হাত গুটুলেন। একদিন সেই জন্যে ঝগ্‌ড়াও হলো। সেই অবধি আর কিছুই দেন না। কাজেই ধারকর্জ্জ ভরসা। দেনায় দেনায় উচ্ছন্ন হয়ে গেছি! দেনা কোরেও তার বাজেখরচ যুগিয়েছি, — সে আমারে পরকালে স্বর্গে তুল্‌বে কি না, — কাজেই যুগিয়েছি, — এ পর্য্যন্ত একটী গয়নাও শোধ দিলে না। আমারে ফকির কোল্লে!" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে পরিতাপিনীর দুটী চক্ষু দিয়ে টস টস কোরে জল পোড়্‌লো।

"অ্যা? — এতদূর হয়েছে? — আমি জানতেম বটে তার বাজেখরচ অনেক, কিন্তু এতদূর হয়েছে, তা জান্‌তেম না।"

"এতদূর কি মহারাজ? — আরে শুনুন। আমার গয়নাগুলিতে পর্য্যন্ত টান দিয়েছে। এই দেখুন, আমার গায়ে একখানিও গয়না নাই। সবগুলি নিয়ে পোদ্দারের দোকান আলো কোরেছে? বেশী কথা আর আপনাকে কি জানাবো মহারাজ? এমনি কোরেছে যে, আমার আর থানপিত্তি কিছুই নাই; — লোকালয়ে বেরুতে পারি না? — কোথাও নিমন্ত্রণ হোলে গয়নার জন্যে যেতে পারিনা"

"আহা হা? এমন দশা কোরেছে? বড় দুঃখের বিষয়! তার স্বভাব আগুতে বেশ ছিল। জুয়া খেল্‌তো বটে, দুই এক জায়গায় বেড়াতেও যেতো বটে, — তা অমন ধন থাক্‌লে পুরুষ বেটাছেলে সকলেই যায়, — তাতে বড় দোষ ধরি না, কিন্তু এতদূর খারাপ স্বভাব ছিল না। আহা! তুমি রাজার মেয়ে, তোমার এমন দশা কোরেছে?"

* পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু বেশ্যাদের রমজানী বলে।

"আর রাজার মেয়ে মহারাজ! আমারে পথের ভিকারিণী কোরেছে! তার জন্যে আমি কত লোকের কাছে কত টাকা ধার কোরে জুয়াচোর হয়ে রয়েছি, তা আর বোল্‌তে পারি না। আজকাল রমজানীমহলে তার মস্ত মান! এদিকে আমার যে, লোকের কাছে কত অপমান হোচ্চে, তা আমিই জানি, আর ভগবানই জানেন। বোলবো কি মহারাজ! আমার নিজের দেনা ৫০ হাজার টাকা!"

"হাঁ, ভাল কথা! তা আমি শুনেছি বটে;—পশু'দিন ধনসুখ ঐ কথা বোলে তামার কাছথেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে, তা তোমাকে দেয় নাই?"

"এক পয়সাও না!—উঃ! কি নেমক হারাম! কি অবিশ্বাসী! কি লম্পট! তার শরীরে দয়ামায়া, রক্তমাংস, কিছুই নাই! তারে স্বোয়ামী বোলতেও আমার ঘৃণা হয়!"

এই শেষ কথাটী শুনে রাজা দৌলতরাম তিন চারিবার ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন, আপনা আপনি বিজ বিজ কোরে কি বোল্লেন, কিছুই বুঝা গেল না। তিনি শশিবালার সঙ্গে কথা কন, শশিবালার কথা শুনেন, আর মাঝে মাঝে শশিবালার পানে আড়ে আড়ে কটাক্ষপাত করেন। মুখের পানেই ঘনঘন দৃষ্টী। মুখে অবগুণ্ঠন আছে বটে, কিন্তু সে আচ্ছাদন এত সূক্ষ্ম,—এত সুচিকন যে, মুখখানি বেশ দেখা যায়। রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি, বড় বড় চোক দুটী, কালো কালো চক্ষের পাতাগুলি, ভুরুর সরু সরু চুলগুলি বেশ দেখা যায়। একটু আগে শশিবালা কেঁদেছেন, চক্ষু দুটী ঈষৎ রক্তিম আভা ধারণ কোরেচে, রাজা তাও চেয়ে চেয়ে দেখছেন। শশিবালাও বড় ফেলা যান না!—তিনিও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ নলপাচ্চেন; এত কষ্টেরকথা জানাচ্ছেন, তথাচ ঘোমটার ভিতর নয়নদুটী খঞ্জনের মত নাচতেছে, ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কাঁপছে। সুন্দরী যুবতীদের নয়ন আর ওষ্ঠ, উভয়ই উৎকৃষ্ট বশীকরণ। ঠিক তালে এই দুটী চালাতে পাল্লে অন্য কোনো মন্ত্রৌষধের আবশ্যক করে না। রাজা দৌলতরাম কি তবে এই বশীকরণে আকৃষ্ট হয়েছেন? কে বোলতে পারে? হয়েছেন কি না হয়েছেন, সে কথা তিনিই জানেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে তিনি গম্ভীর-

ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে রাজকুমারি ! আমাকে কি কিছু সাহার্য্য কোত্তে বলো ?"

"আমারে আর রাজকুমারী বোলবেন না মহারাজ ! আমি ভিকারিণী ; আপনার কাছে আমি আজ ভিক্ষা কোত্তে বেরিয়েছি ! বড় অভাগিনী আমি !"

কথা বুঝিয়ে ফেলে দৌলতরাম মনে মনে একটু হেসে কোমলস্বরে বোল্লেন, "ছি ছি ।—অমন কথা বোলো না ! তোমার কাছে ভিক্ষা কোত্তে পেলে কত লোক বেঁচে যায়, হাতে হাতে স্বর্গ পায়, তুমি আবার ভিক্ষার কথা বোলছো ?"

ইঙ্গিতের আভাস বুঝতে পেরেও ঔদাস্যভাবে শশীবালা উত্তর দিলেন, "তা নয় মহারাজ !—ঋণভিক্ষা। আমার যতঠাকা দেনা আছে বোলেছি, তার মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের হাজার টাকা সেটী সুদে আসলে প্রায় দেড় হাজার দাঁড়িয়েছে, অনেক দিন হলো,—মেয়েমানুষ,—আর ফেলে রাখতে চায় না,—কাল সকালেই সেগুলি পরিশোধ করবার করার।—কোথাথেকে দিব, কি হবে, কিছুই ভেবেচিন্তে স্থির কোত্তে পাচ্চি না। না দিলে মানসম্ভ্রম কিছুই থাক্‌বে না, কতই যে অপমান হবে, তা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি থাকি না ! পিতামাতাকে জানিয়েছিলেম, তাঁরা, দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দিয়েছেন ! যার জন্যে দেনা, তাকে তো একাদিক্রমে মাসাবধি দেখ্‌তেই পাই না। দিবারাত্রের মধ্যে একটীবারও বাড়ী আসে না !—এখন কি করি মহারাজ ! উপায় তো কিছুই দেখ্‌চি না,—আমি রাজার মেয়ে, টাকার জন্য কয়েদ কোর্‌বে কি কি কোরবে, ভেবে আকুল হয়েছি ! অপমান হবো, আমার সেই ভয় বড়। আপনি যদি দয়া কোরে ঐ টাকাটী আমায় কর্জ্জ দেন, যেরূপে পারি, পরিশোধ কোর্‌বোই কোর্‌বো। পিতার আমি একমাত্র কন্যা, তিনি কখনই আমারে বঞ্চনা কোর্‌বেন না, আজ দুদিন রাগ হয়েছে বোলেই অমত কোর্চ্চেন। এ রাগ থাক্‌বে না। আমি আপনার ঋণ অবশ্যই পরিশোধ কোর্‌বো। এখন আপনি মানরক্ষা না কোল্লে আর উপায় নাই ; সেই জন্যেই আমার এ রাত্রিকালে আসা।" এই পর্য্যন্ত বোলে অনুতাপিনী অজস্র অশ্রু-

বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন, স্বর স্তম্ভিত হয়ে এলো, আর বোল্‌তে পাল্লেন না।

আপনার আসনখানি শশিবালার কৌচের কাছে সোরিয়ে নিয়ে রাজা দৌলতরাম প্রায় তাঁর গা ঘেঁসেই বোস্‌লেন। স্বহস্তে চক্ষের জল মুছিয়ে দিবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিলেন, সহসা কি ভেবে সাম্‌লে গিয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলেন। শশিবালা লজ্জায় জড়সড় হয়ে ওড়্‌নাখানি এঁটেসেঁটে গুছিয়ে বুকের উপর দিয়ে একটু সোরে মুখ ফিরিয়ে বোস্‌লেন। দৌলতরাম সুস্নিগ্ধস্বরে বোল্লেন, "দেড় হাজার টাকা?—এরি জন্য এত?—তুমি কেঁদো না;—চুপ্ করো;—উপায় আছে,—বেশ উপায় আছে।" এই পর্য্যন্ত বোলে রাজকন্যার দিকে একটু ঝুঁকে চুপি চুপি কি বোল্লেন;—বোলেই ক্ষণকালের জন্য সে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একটী হোল্‌দে রঙের হাতবাক্স হাতে কোরে সেই ঘরে এসে আপনার আসনে উপবেশন কোল্লেন। এবারে তাঁর আর এক ভাব। মুখ হাসিহাসি, স্বর সুমিষ্ট, প্রেমিকের ন্যায় ঔদার্য্য, বিলক্ষণ উৎসাহপূর্ণ। পা নাচাতে নাচাতে, বাক্স খুল্‌তে খুল্‌তে মধুরস্বরে বোল্লেন, "দেখো সুন্দরি! তোমার গয়নাগুলি পোদ্দারের দোকান আলো করে নি, আমারিঘর আলো কোরে রয়েছে;—এই বাক্সটীই আলো কোরেছে। দেখ দেখি,—এইগুলি কি তোমার?" এই কথা বোলে বাক্সের ডালা তুলে অলঙ্কারগুলি দেখালেন। শশিবালা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়ে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "হাঁ মহারাজ! আমারি তো বটে!—তা এ আপনার কাছে কি কোরে এলো?"

"প্রায় এক মাস হলো, ধনসুখ এইগুলি বন্ধক দিয়ে আমার কাছথেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। তার পর অনেকদিন আর দেখা করে নি; আবার টাকার দরকার হওয়াতে পর্শুদিন এসে খত দিয়ে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে; এ অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসাও করে নি, আমিও কিছু বলি নি।"

একটী নিশ্বাস ফেলে শশিবালা ক্ষুণ্ণস্বরে বোল্লেন, "তবে আপনিই রাখুন! এ আর আমার কপালে নাই! অত টাকা দিয়ে খালাস করা আমার সাধ্য নয়।"

একটু হেসে রাজা দৌলতরাম গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "খালাস হয়েই আছে। যখন তুমি উপযাচিতা হয়ে—না—না,—অনুগ্রহ কোরে আমার বাড়ীতে এসেছ, যখন তুমি আমার প্রতি এত সদয়; তখন তোমার অলঙ্কার-গুলি খালাস হোতে আর বাকী নাই। তোমার জিনিস, তুমিই নিয়ে যাও ' কিন্তু টাকা আমি ছাড়্‌বো না,—যে বন্ধক দিয়েছিল, তার দস্তখতী খত রাখি, শুধু বন্ধকেই টাকা দেওয়া আমার অভ্যাস নয়, টাকা আমি অবশ্যই আদায় কোর্‌বো। এখন তোমার জিনিস, তুমিই গ্রহণ করো।"

অবগুণ্ঠনের ভিতর সৌদামিনী-ক্রীড়া হলো। শশিবালা আনন্দে উৎ-ফুল্ল হয়ে একটু হাস্‌লেন। রাজা দৌলতরাম সেই মনোহর মুখের মনো-হর হাসি দেখ্‌তে পেলেন। কৌতুক কর্‌বার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "গয়নাগুলি খালাস হলো বটে, কিন্তু তোমার হাতে দিব না; তুমি যে, বাক্স কোরে ঘরে নিয়ে যাবে, সেটী হবে না। যেখানে যা সাজে, স্বহস্তে আমি সেই সেই অঙ্গে সেগুলি পোরিয়ে দিব। এতে যদি রাজী হও, তবেই গয়নাগুলি পাও, নচেৎ নয়। কেমন, কি বলো ?"

একটু মুচকে মুচকে হেসে শশিবালা উত্তর কোল্লেন, "আপনার বাড়ীতে এসেছি, যাতে আপনি তুষ্ট হন, তাই কোর্‌বেন। আপনার দেবতুল্য গুণে আমি চিরদিনের মত বাঁধা থাক্‌লেম।"

"চিরদিনের মত বাঁধা রাখা আমার অভ্যাস নয়, ৫।৭ দিন হোলেই ঢের। বড় জোর ১৫ দিন।"—মনে মনে এইরূপ আন্দোলন কোরে রাজা দৌলতরাম অনেক ভূমিকার পর স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্লেন, "আর একটী কথা। এখন আমি যা বলবো, তাতে যদি রাজী হও, যদি অঙ্গীকার করো তা হোলে তোমার কোনো কষ্টই থাক্‌বে না, যখন যা দরকার, তখনি তা পাবার উপায় হবে। আজকের দেড় হাজারের কথা বোলছি না, সে ত এখনিই পাবে, ভবিষ্যতের কথা বোলছি।"

" সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোচ্চেন কেন মহারাজ ? আপনি আমারে যে সঙ্কটে উদ্ধার কোল্লেন,আমার প্রতি যতদূর সদয় হোলেন, যে বিপদে,— যে দুর্দ্দশায় আমি পোড়ছিলেম, তা থেকে যখন কুল দিলেন, তখন

আপনি যা বোলবেন, তাইতেই আমি রাজী। যদি প্রাণ চান, তা পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

"না,—ততদূর নয়, যা তোমার পক্ষে অতি সহজ, সেই কথাই আমি বোল্‌ছি। কিন্তু দেখো, বেশ বিবেচনা কোরে অঙ্গীকার কোরো ;—খুব ভাল কোরে বিবেচনা কোরো ; বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্মের দোহাই !—দেখো, আমাকে যেন ধর্ম্মে পতিত কোরো না ;—আপনিও যেন ধর্ম্মে পতিত হয়ো না ;—বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্ম আমাদের চার যুগের সাক্ষী, ধর্ম্মে আমার বড় ভয় ;—বুঝ্‌লে কি না ?—যখন তুমি অঙ্গীকার কোচ্ছো, তখন আমারো অঙ্গীকার করা হোচ্ছে ;—বুঝ্‌লে কি না !—বেশ কোরে বিবেচনা করো ;—বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্মপথ যেন ঠিক ঠিক থাকে ;—বুঝ্‌লে কি না ?—যা আমি বোল্‌বো, আর যা তুমি কোর্‌বে, সকল দিক্ আগাগোড়া ভেবে দেখো ;—বুঝ্‌লে কি না ?—আমি বড়লোক ;—বুঝ্‌লে কি না ?—ধর্ম্ম যেন বজায় থাকে ; বুঝ্‌লে কি না ?—বেশ কোরে ঠাউরে উত্তর দিও ;—বিবেচনা কোরে কথা কোয়ো ;—বুঝ্‌লে কি না ?"

"আমি বেশ বিবেচনা কোরেছি।—আপনি মহৎ লোক, আপনার কাছে আমার ধর্ম্মরক্ষা হবেই হবে ;—তা আমি বেশ জান্‌তে পাচ্চি ;—মনেজ্ঞানেও কিছু সন্দেহ হোচ্চে না। অঙ্গীকার কোর্চ্চি, যা আপনি বোলবেন, তাতেই রাজী হবো।"

"হাঁ,—তার পর কি হলো ?—হাঁ, তাই দেখো ;—ধর্ম্ম যেন ভুলো না ; ধর্ম্মপথ ঠিক রাখলে হুকুর রাত্রেও ভয় নাই !" এই পর্য্যন্ত বোলে রাজা দৌলতরাম আসন থেকে উঠে অঙ্গীকারিণীর নিকটে গিয়ে কাণের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি কি গুটীকতক কথা বোল্লেন। শশিবালা শিউরে উঠলেন ; তাঁর পেসোয়াজবদ্ধ ওড়না-আবৃত পীবর বক্ষঃস্থল দুর্‌দুর্ কোরে কেঁপে উঠলো ;—সমস্ত শরীরে বেপথুর আবির্ভাব !—তিনি লজ্জায় মুকুলিতাক্ষী হয়ে অবনতমস্তকে একটু সোরে বোস্‌লেন।

রাজা এই ভাব নিরীক্ষণ কোরে কতক আশ্বাসে, কতক বিশ্বাসে, কতক সংশয়ে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হাঁ, তার পর কি হলো ?—চুপ

কোরে রইলে যে ? এই বুঝি তোমার ধর্ম্মভয় ? এই বুঝি তোমার ধর্ম্ম-পালন ? অঁ্যা ?"

শশিবালা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে ওড়নাখানি দুপাট কোরে বুকে দিয়ে নম্রবদনে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "মহারাজ ! এখন আমি যাই !"

"যাই ?—অঁ্যা ?—কোথা যাবে ?—অঁ্যা ?—এই রাত্রি, এই অন্ধকার, তাতে আবার অঙ্গীকার কোরেছ, কোথায় যাবে ?—আমার কথার উত্তর না দিয়ে যেতে পাবে না।" এই কথা বোলে দৌলতরাম সস্নেহে গমনোন্মুখী নম্রমুখীর হাত ধোরে বসালেন। শশিবালা আবার কেঁপে উঠলেন। পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বোল্লেন, "মহারাজ ! আমি মেয়েমানুষ !"

দৌলতরাম খিলখিল কোরে হেসে সরলস্বরে বোল্লেন, "মেয়েমানুষ ?—অঁ্যা ?—আমি বুঝি তোমাকে বেটাছেলে বোলেই ডাক্‌ছি ? তুমি বুঝি সেইটিই ভেবেছ ?—অঁ্যা ?"

শশিবালা আর হাসি রাখতে পাল্লেন না। ফিক্ কোরে একটু হেসে দেয়ালের দিকে মুখখানি লুকুলেন। দৌলতরামের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না।—আনন্দে আনন্দেই গদ্গদস্বরে বোল্লেন, "দোহাই ধর্ম্মের ! দোহাই বোলছি, আমি মেয়েমানুষ বড় ভালবাসি !—তাতে তুমি আমার বন্ধুর কন্যা, মিত্রের পত্নী, আরো অধিক ভালবাসার সামগ্রী। মিনতি কোর্চ্ছি, তুমি আমাকে বঞ্চনা কোরে যেও না।" এই কথা বোলে আবার একখানি হাত ধোল্লেন। শশিবালা আর তখন মনের বেগ মনে গোপন কোত্তে না পেরে সুমধুরস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেন,—"তাইতেই যদি আপনি তুষ্ট হন, তবে তাই-ই !—আপনি আমার প্রতি সদয় হয়ে যে উপকার কোল্লেন, তার কাছে এ কোন্ তুচ্ছ কথা !—কিন্তু মহারাজ ! আমার একটী নিবেদন—সে যেন টের পায় না,—কেউ যেন টের পায় না !—আর দেখবেন, আমারে অনাথিনী কোর্‌বেন না !"

দৌলৎরামের আনন্দ অসীম।—সে আনন্দ মুখে ব্যক্ত হয় না। তিনি প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "প্রতিজ্ঞা কোরে বোলছি, আজ অবধি তুমি আমারিই, আমি তোমারিই !—তবে আর কেন ?—চন্দ্র উদয় হোক্ ! কতক্ষণ আর আচ্ছন্ন থাক্‌বে ?—পদ্মের সৌরভ, মাণিকের ছটা, আকাশের চাঁদ অনলের

দীপ্তি, সুধার সুতার, এ কি কেউ কখনো ঢেকে রাখতে পারে?—আর কেন?—উদয় হও; চকোরের পিপাসা শান্তি হোক্!—তুমি আমার বন্ধুর কন্যা, মিত্রের পত্নী, আমার কাছে তোমার এত লজ্জা কেন?"

শশিবালা ঈষৎ হেসে অবগুণ্ঠন মোচন কোল্লেন, ঈষৎ হেসেই বোল্লেন "আমার ভাই বড় লজ্জা!"

চন্দ্রমা এতক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন গৃহমধ্যে পূর্ণশশী সুপ্রকাশ! আকাশের শশীতে শশাঙ্ক আছে, শশিবালার বদনশশী কিছু ম্লান। এই ম্লানমুখে ঈষৎ ঈষৎ হাসি, সে এক অপূর্ব্ব শোভা! রসজ্ঞ পাঠক মহাশয় যদি এমন শোভা কখনো দেখে থাকেন,—আপনার গৃহিণী মানিনী হোলে কথার কৌশলে যদি একবার সেই সময় তাঁরে একটু একটু হাস্তে পেরে থাকেন, সেই ভাবটী স্মরণ করুন,—বুঝবেন, শশিবালার মুখশশীর এখন কিরূপ মনোহারিণী শোভা! আর, সুন্দরী পাঠিকা ঠাকুরাণি! তুমিও এই সময় একবার একখানি আর্শী নিয়ে বোসো!—আপনার মুখ আপনি দেখতে পাও না, কখন্ কি ভাব ধারণ করে, কখন্ কেমন শোভা হয়, বুঝতেও পারো না;—এই সময় একবার আর্শীখানি সম্মুখে রেখে বোসো! আগে দেখো, মুখচন্দ্রের কেমন শোভা!—অভিমান কোরে মুখখানি ভারী করো; আবার দেখো, এখন কেমন শোভা!—অধরে তাম্বুলরাগ আছে?—রসনা দিয়ে লেহন করো;—আবার দেখো, তখনিই বা কি অপূর্ব্ব শোভা! এই সকল দেখলেই বুঝতে পারবে, শশিবালার বদনশশীর এখন কিরূপ চিত্তচমৎকারিণী শোভা!

জলধি-সলিলে যেমন পূর্ণচন্দ্রের ছায়া পড়ে, দৌলৎরামের হৃদয়দর্পণে তেমনি শশিবালার মুখচন্দ্রের ছায়া পোড়লো। তিনি নয়নভোরে,—প্রাণভোরে সেই চন্দ্রবদন দর্শন কোচ্ছেন!—দেখতে দেখতে প্রেমে বিভোর হয়ে সেই কৌচের উপর শশিবালার কাছে খুব গা ঘেঁসে গিয়ে বোস্লেন। বোসেই আপন উষ্ণ ওষ্ঠে শশিমুখীর ওষ্ঠের, অধরের, ললাটের শীতলতা স্পর্শ কোল্লেন। শশিবালা রাজার মেয়ে, বড় অভিমানিনী, সে ঋণ রাখবেন কেন, তৎক্ষণাৎ মায়সুদ পরিশোধ দিলেন।

উৎসাহে, অনুরাগে পরিপূর্ণ হয়ে রাজা দৌলৎরাম সহাস্যমুখে অনু-

রাগিণীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "পূর্ণশশি! এসো, এখন অলঙ্কার পরো! আগে কিন্তু পায়ের গয়নাগুলি পোরিয়ে দিব!"

"ছি মহারাজ! ও কথা কি বোলতে আছে? অকল্যাণ হবে! আমি মেয়েমানুষ!"

"মেয়েমানুষ আমি বড় ভালবাসি! সে কথা ত তোমাকে আগেই বোলেছি। মেয়েমানুষের কাছে আমার অকল্যাণ নাই, সমস্তই কল্যাণ!" এই কথা বোলে সহাস্যবদনে যুগল বাহুপাশে কল্যাণ কারিণীকে আবদ্ধ কোরে হৃদয়ে সংলগ্ন কোল্লেন। চতুরা নায়িকা ঈষৎ হাস্য কোরে কটাক্ষ-সন্ধান কোত্তে কোত্তে সে ঋণও পরিশোধ কোল্লেন। উভয়ের গাত্রেই রোমাঞ্চ;—উভয়ের শরীরেই স্তম্ভ, স্বেদ, বেপথু প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব! প্রস্ফুটিত পদ্মে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় শশিবালার সুচারু বদন-কমলে সহাস সুমধুর সীৎকারগুঞ্জন! তিনি উৎকলিকাকুললোচনে এদিক ওদিক চারিদিক চেয়ে কম্পিতকণ্ঠে মৃদুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে তো কেউ আসবে না?"

* * * * * * * *

একঘণ্টা অতীত হলো। উভয়ে একত্রে শয্যার উপর উপবেশন কোরে কথাবার্ত্তা কোচ্ছেন, হাসিখুসি চোলেছে, এই অবসরে দৌলৎরাম একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "প্রেয়সি! এখন বলো দেখি, এর পর দেখাসাক্ষাৎ হবার কি হবে?"

"এ কি কথা! এ জন্মে ছাড়াছাড়ি হবে না! তুমি যাবে, সচ্ছন্দে, যখন ইচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে যাবে;—সুবিধা পেলে আমিও আসবো। দেখা-সাক্ষাৎ হবার ভাবনা কি?—কারে ভয়?"

"তাও কি কখনো হয়?—এও কি একটা কথা?—আমি কি মনে কোরেই যেতে পারি?—কি উপলক্ষেই বা যাবো?—আর তুমিই কি মনে কোরেই আসতে পারো?—কি উপলক্ষেই বা আসবে? ধনসুখ যদি—"

"সাতদিন অযাত্রা!—সাতদিন অযাত্রা!! ছিছি রাজা! ও নাম কোরো না!" এই কথা বোলে শশিবালা আপনা আপনি সাতবার নাকমলা কান-মলা খেলেন!—রাজা দৌলৎরাম হাসতে লাগলেন।—শশিবালা আবার

বোল্লেন, "ছি ছি রাজা! ও নাম কোরো না! এর আগে তুমি ৫।৭ বার ঐ নাম কোরেছ বটে, কিন্তু তখন আমি নূতন;—এখন তুমি আমারে ভাল-বেসেছ, আমি তোমার হয়েছি, এখন আর ও নাম কোরো না!—নাম শুন্‌লেও ঘৃণা হয়, মর্ম্মে ব্যথা লাগে।—বড় জ্বালান্ জ্বালিয়েছে,—ভাজা ভাজা কোরেছে! বড় নরাধম!"

"এ ভাই তোমার মনভিজানো কথা!—হাজার হোক্ স্বামী, দুটো না হয় বেলয় কাজই কোরেছে, তা বোলে কি তুমি তাকে অশ্রদ্ধা কোত্তে পারো? আমি তোমার ও সব ন্যাক্‌রা শুন্‌তে চাই না।"

"হুঁ-উঁ-উঁ!—না—আঁ—আঁ!—তুঁমি যাঁবে না—আঁ—আঁ—আঁ!!"—নায়কের কাঁধের কাছে মুখ এনে আড়ে আড়ে চাইতে চাইতে একটু হেলে-পোড়ে শশিবালা এই রকম ন্যাকা ন্যাকা আবদার আরম্ভ কোল্লেন। আবার তখনি সতেজে গর্ব্বিতভাবে বোল্লেন, "ন্যাও ন্যাও রাজা! ঠাট্টা তামাসা ছাড়ো, রোজ রোজ দেখা হবার কি হবে বলো!"

রাজা একে পান, আরে চান। তিনি গম্ভীরভাবেই প্রণয়িনীর থুতি ধোরে ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "ভাবনা কি প্রিয়ে? দেখা হবে বৈ কি!—তুমিও আস্‌বে, আমিও যাবো, ভাবনা কি?"

শশিবালা কটাক্ষবর্ষণ কোত্তে কোত্তে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "প্রায় শেষরাত্রি হলো, আমি এখন চোল্লেম। দেখো রাজা! যেন রাজভোগে ভুলে থেকো না!" এই কথা বোলেই আস্তে আস্তে কিল পাকিয়ে ধীরে ধীরে রাজার গালে একটী ঠোনা মাল্লেন! তখনি আদর কোরে সস্নেহে সানুরাগে শীতল ওষ্ঠে সে বেদনার উপশম কোরে দিলেন। রাজা দৌলতরামও একজন চূড়ান্ত রসিক, তিনিও টিপি টিপি প্রেয়সীর গাল টিপে দিয়ে সেইরূপ শীতল ঔষধ বিনিময় কোল্লেন। উভয়েই উভয়ের পানে চেয়ে হাস্‌তে লাগলেন।

যথার্থই রাত্রি শেষ। রাজা একজন দরোয়ান সঙ্গে দিলেন, নগদ দেড়-হাজার টাকা আর গহনার বাক্সটী নিয়ে শশিবালা শিবিকা-আরোহণে সে দিনের মত বিদায় হোলেন; সমস্ত রাত্রি জেগে দৌলতরামও উষাকালে আরক্তচক্ষে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন।

* * কাণ্ড নাই। * *

*

* * *

*

পরদিন অপরাহ্ণে রাজা দৌলতরাম বাসদিকের বৈঠকখানায় বোসে আছেন, গতরাত্রে অকস্মাৎ যে জয়লাভ হয়েছে, বিনা অন্বেষণে মনোমত শিকার এসে আপনা-হোতে মুখে পোড়েছে, এই সৌভাগ্য অনুধ্যান কোরে আপনাকে পরম ভাগ্যবান ভেবে মনে মনে সহর্ষে আত্মশ্লাঘা কোচ্ছেন, নিকটে কেউ নাই ; এমন সময় দুজন অন্তরঙ্গ সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন।—ধনসুখ আর চিন্তামণ।—রাজা সহাস্যবদনে তাঁদের বোস্‌তে বোলে ধনসুখকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন, তোমার রমজানী এখন কেমন আছে ?"

আসন গ্রহণ কোরে ধনসুখদুলাল হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কোল্লেন, "আমার রমজানী মহারাজ ?—কেন ?—আপনার নয় ?"

"সে ত্রেতাযুগের কথা !—অনেককাল আমি তা ভুলে গিয়েছি।"

"আমারো মহারাজ, দ্বাপরের কথা হয়ে পোড়েছে ! আমি তারে ছেড়ে দিয়েছি।"

"কি জন্য ?—অপরাধ ?"

"সে মহারাজ ঢের কথা ! জানেনই ত, তার খরচের খেঁচ কিছুতেই মিটে না, কিছুতেই পারা যায় না ;—তাও যাক্, তাও ধরি না, যেখান থেকে পারি, যুগিয়ে আস্‌ছিলেম ;—তার উপর আবার বায়টান আরম্ভ কোল্লে।—সেই যে, চয়নসুখ বোলে একজন মারহাট্টা এসে আপনার অংশীদার হয়েছিল, ৪।৫ দিন দেখলেম, তারি সঙ্গে তার গলায়গলায় ভাব!—কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত মস্করা, কত ন্যাক্‌রা, কত যে কি, তা আর কি বোলবো। চক্ষেও দেখেছি, লোকের মুখেও শুনেছি। এও কি সওয়া যায় মহারাজ ?—আমি দিব টাকা, আর একজন মারবে মজা, এও কি প্রাণে সয় মহারাজ ?—কাজেই ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।"

"বেশ কোরেছ!—সংসারী মানুষ, ঘরসংসার আছে, চিরদিন কি ও সব ভাল লাগে? বেশ কোরেছ! বড়লোকদের ও সকল চাই বটে, কিন্তু সে ক দিন?—রাখলেম, খরচপত্র দিলেম, ভোগ কোল্লেম, মাসেক ছমাস গেল,—সখ মিটে গেল,—আয়েস মিটে গেল,—বস্ আছে!—বুঝলে কি না?—চিরদিন কি ভাল লাগে?—সংসারী মানুষ, ঘরসংসার আছে, স্ত্রীপরিবার আছে, চিরদিন কি ও সব ভাল দেখায়? ছেড়ে দিয়েছ, বেশ কোরেছ!—আমি অনেক দিন ও সব পাট ছেড়ে দিয়েছি। অধর্ম্মে আর আমার এক তিলও মন যায় না। পবিত্র নির্ম্মল গঙ্গাজল হয়ে দাঁড়িয়েছি। ক্রমে বয়স বেশী হোতে গেল, পরকাল ভাবতে হলো, পরমেশ্বরের দিকে মন ছুটতে লাগলো, আর ও সকল অধর্ম্মপথ ভাল লাগবে কেন?" এই পর্য্যন্ত বোলে দৌলৎরাম চিন্তামণকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"কি বলো চিন্তামণ?—অ্যাঁ?"

"আজ্ঞা, তা বটেই ত!"—সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুবাক্যে সায় দিয়ে, চিন্তামণ ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, "হাঁ, ভাল কথা!—সেই যে চয়নসুখ আমাদের কারবারে অংশী হয়েছিল, সে সম্প্রতি বড় এক রঙ্গ বাধিয়েছে!"

"কি রকম?"

"সে এখন আর চয়নসুখ নাই, অকস্মাৎ বিজয়লাল হয়েছে!"

রাজা যেন সবিস্ময়ে চোম্‌কে উঠে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিজয়লাল!—অ্যাঁ?—তার পর কি হলো?—তবে কি নাম ভাঁড়িয়েছিল?—অ্যাঁ?"

"আগে ভাঁড়িয়েছিলো কি এখন ভাঁড়ালে, তা কেমন কোরে জান্‌বো?—শুধু নাম ভাঁড়ানো নয়,—জাল কোরেছে!—একখানা হাজার টাকার জাল হুণ্ডী ভাঙিয়ে ফৌজদারীতে ধরা পোড়েছে!—হাজতে আছে,—দায়রায় বিচার হবে।"

"অসম্ভব!—অসম্ভব!"—রাজা দৌলৎরাম একটু বিষণ্ণভাবে,—আবার তখনি যেন ঔদাস্যভাবে ঐ কথা বোলে আবার পুনরুক্তি কোল্লেন, "অসম্ভব!—অসম্ভব! যদিও আমি তারে দেখি নি বটে, কিন্তু তার কাজকর্ম্ম যেরূপ দেখেছি, তাতে যে, সে জাল কোর্‌বে, এমন বোধ হয় না।"

ধনসুখ ও চিন্তামণ উভয়েই অকুণ্ঠিতভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একবাক্যে বোল্লেন,"সত্য মহারাজ ! দুষ্টের চাতুরী বড় ! আদালতে আপনার সাফাই-য়ের জন্য আমাদের দুজনকেই সাক্ষী মেনেছিল ! তার ইচ্ছা যে, আমরা দুজনে বলি, সে হুণ্ডীখানা জাল নয়। তাও কি হোতে পারে মহারাজ ? যা আমরা কিছুই জানি না, আদালতে শপথ কোরে সেই মিথ্যাকথা বোলে কি পরের বিপদ্ ঘরে ডেকে আনতে পারি ?"

"আমার এতে কিছু সন্দেহ হোচ্ছে। তা যাক্, পরের বিষয় ভেবে কি ফল ? তা যাক্, তার পর কি হলো ? ওরা কি বোল্লে ?"

"ওরা কারা মহারাজ ? হাকিমেরা ? তারা বোল্লে, আসামী দোষী, হাজতে থাক্, দায়রায় চালান হবে।"

"না না, সে কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি না, বাজে কথার আন্দোলনে ফল কি ? তোমরা কি মনে কোরে ?"

ধনসুখ অবসর বুঝে গলা শাণিয়ে উত্তর কোল্লেন, "যা মনে কোরে আসা হয়ে থাকে, তাই মনে কোরেই আসা। আবার কিছু টাকা চাই।"

"এবারে আবার কত ?"

"বেশী নয়, সাত আট হাজার হোলেই হবে।"

"বেশী নয় বটে, কিন্তু এবারে আমি একজন ধনিলোকের জামীনমঞ্জুরী সই ভিন্ন টাকা দিব না।"

"কার কাছে আবার সই করাতে যাবো মহারাজ ?"

"যার কাছে হয়, একটা বড়লোকের মঞ্জুরী সই হোলেই হলো।"

"কে এমন সুহৃদ আছে মহারাজ, যে আমার হয়ে জামীন হোতে রাজী হবে ?"

"কেন ? তোমার শ্বশুর ?—তিনি একজন মস্তলোক,—রাজা,—আর তোমার স্ত্রী ছাড়া তাঁর আর কেউ উত্তরাধিকারী নাই,—তাঁর অবর্ত্তমানে তোমরাই সব বিষয় পাবে,—তিনি আর একখানা খতে মঞ্জুরী লিখে দিবেন না ?—অবশ্য দিবেন। তাই যাও।"

"শ্বশুর ?—ও হরিঃ !—আমার নামে সাত ঝাঁটা মারেন,—তিনি আবার আমার খতের জামীন হয়ে সই দেবেন !—ও কপাল !"

"না হে, আমি ত আর সে সই নিয়ে যাচাই কোত্তে যাবো না,—এ সই তোমার কি না, এ সই তোমার কি না,—এ কথা বোলে তাঁকে ত আর আমি সে খত দেখাতেও যাবো না,—বুঝলে কি না?—তবে এত আভার ভাবনাই ভাব্‌ছো কেন?—যেখানথেকে হয়, বাইরে থেকে নামটা সই কোরে এনে দিলেই হলো। বুঝলে কি না? তা হোলেই হলো।—বস্! এ আর পারো না?"

চিন্তামণের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ধনসুখ আবার ইতস্ততঃ কোরে বোল্লেন, 'তা আমি কেমন কোরে পারি মহারাজ?"

"বিলক্ষণ!—এই তোমরা সচ্ছন্দে তোফা ষড়যন্ত্র খাটিয়ে বিজয়লাল বেচারাকে জেলে দিবার যোগাড় কোরে এলে, এইটে আর পারো না?"

চিন্তামণ আর ধনসুখ উভয়েই চোম্‌কে উঠে উত্তেজিতস্বরে বোল্লেন, "আমরা মহারাজ?—আমরা মহারাজ?—আমরা তাকে জেলে দিবার যোগাড় কোরে এলেম?—আমরা?—আমরা তার কিছুই জানি না! এ আপনি অন্যায় আজ্ঞা কোচ্চেন!"

"না হে না,—এই, কথার কথাই বোলছিলেম!—বলি, সেজেগুজে সাক্ষী হোতে গিয়েছিলে, তাই বোলছিলেম; বুঝলে কি না?—সে কথা নয়। তা যাক্, এখন যাও, ঐ নামটা সই কোরিয়ে আনো গে।"

চিন্তামণের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ কোরে ধনসুখ একটু ভেবে বোল্লেন, "তবে মহারাজ, আজ থাক্,—কাল আমরা আস্‌চি।" এই কথা বোলেই তাঁরা দুজনে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা রাজা একাকী বোসে আছেন, কি মতলব আঁটছেন, কি চিন্তা কোচ্ছেন, সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে, এমন সময় একজন ইংরেজ আর তাঁর বিবি একসঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। পরস্পর সেলাম বিনিময়ের পর রাজা সহাস্যমুখে তাঁদের সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ কোরে বসালেন। বিবি ঝিম্ ঝিহি গলায় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাজা! আপনি তুমি ভাল আছ?"—রাজা ঘাড় নেড়ে প্রফুল্লবদনে যথোচিত উত্তর দিয়ে কুশলপ্রশ্ন-কারিণীকে ধন্যবাদ জানালেন।

আকবরের সময়ে এদেশে ইংরেজের বড় গতিবিধি ছিল না,—জাঁহা-

গীরের সময়থেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজের আমদানীর আরম্ভ। সাহ-জাঁহার সভায় অনেক ইংরেজবণিক্ প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। এখন ঔরঙ্গ-জেবের রাজত্ব,—এ সময় চতুর্দ্দিকে অনেক ইংরেজের লালমুখ দেখতে পাওয়া যায়। ঔরঙ্গজেব কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের রাজ্যসীমাহোতে দূর কোরে দিবার হুকুম দেন, কখনো সদয় হয়ে কুঠী স্থাপনের,—বাণিজ্যকরণের অনুমতি করেন ; এই রকমে এখন সাহেবলোক মোগলরাজ্যে অবস্থিতি কোচ্ছেন। পূর্ব্বে ইউরোপের লোক এদেশে নূতন এলে এখানকার লোকেরা তাদের "শাদামানুষ" বোলে একপ্রকার অদ্ভুত জাতিই জ্ঞান কোত্তো, এখন আর ততটা নাই।

এই আগন্তুক সাহেবটী দেখতে বেশ সুশ্রী।—ঢেঙা, স্থূলাকার, মুখখানি পূরন্ত, গালের দুপাশে গালপাটা দাড়ী, গম্ভীর আকৃতি! বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর, নাম টমিন্ উল্।—ইনি পাঠক মহাশয়ের নিকট আগন্তুক বটেন, কিন্তু দৌলৎরামের কাছে আগন্তুক নন। এক বৎসর হলো, ইনি তাঁর সঙ্গে জোতা কারবার কোচ্ছেন, মাঝে মাঝে যাওয়া আসা আছে, বেশ সদ্ভাব।

বিবিটীও দেখতে বেশ সুন্দর।—গোল গোল গড়ন ;—একটু বেঁটে ;—মোটাও নয়, রোগাও নয়, দেড়হারা ;—মুখখানি ঢলঢোলে ;—ঈষৎ বাদামে ;—সর্ব্বদা হাসিহাসি ;—কাণের দুপাশে ঝাপটা কাটা, সেই চুলগুলি হিল্লোলিত হয়ে গণ্ডস্থল অতিক্রম কোরে স্কন্ধে,—বক্ষে বিলুণ্ঠিত হোচ্ছে ;—বাতাসে যেন উরস-সরসে কাঞ্চনস্রোত ঢেউ খেলাচ্ছে। হাতে একখানি রঙকরা পাখা ;—মাথায় পশুলোম, পক্ষিপুচ্ছ, আর বনকুসুমের মুকুট। বয়স আন্দাজ ২৫।২৬ বৎসর ; নাম সাগেরিয়া লুসী,—বিবাহের পর বিবি উল।

উল সাহেব হৃষ্টচিত্তে রাজা দৌলৎরামকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "ডেখ রাজা, আমাডের আমেরিকা জাহাজ বম্বের বণ্ডরে আসিয়া পৌছিয়াছে। এবারের রপ্টানীমাল খুব গরম ডরে বিক্রয় হইয়াছে। আমডানী মাল ডেখিবার জন্য আমি সট্টর বম্বে যাইটেছি।"

"রপ্তানীমাল খুব দরে বিক্রী হয়েছে বোলছো, আমি ত এর ভাব কিছু

বুঝতে পাচ্ছি না।—তুমি বোলেছিলে, সে জাহাজ ডুবে গেছে, এখন এ কথা শুনে আমার সন্দেহ হোচ্ছে। সত্য সত্য কি তবে জাহাজডুবি হয় নাই ?"

"হাঃ হাঃ হাঃ ! টুমিলোক বরো কচ্চা আছে। সব কঠা কি সট্য বলিলে কার্‌বার চলিটে পারে ? আমিরা টাকা করিটে আসিয়াছি, টুমি বি টাকা করিটে বসিয়াছে, যাটে টাকা হইটে পারে, টাহাই দেখিটে হইবে। মহাজনেরা জানিল, জাহাজ ডুবিয়া গেল, মাল লোকসান হইল, দাম চাহিটে সাহস করিল না, এখন আমিডের লাভ আসিল, টাহাডের কিছু কিছু ধরিয়া দিটে হইবে, খুসি হইয়া যাইবে। আমরা টাকা করিটে আসিয়াছি, টাকাটেই সব।"

এ সাহেবটী খুব ভাল। ইনি প্রায় দুএকটী বর্ণ ছাড়া ভারতী ভাষার সকল বর্ণই উচ্চারণ কোত্তে পারেন। ইউরোপের রসনা প্রায় অনেক বর্ণের আস্বাদনে বঞ্চিত ; যে সময়ের কথা বলা যাচ্ছে, সে সময় আরও বিকৃত ছিল। উল সাহেব যে রকমে কথা কোচ্ছেন, তাতে "ত থ দ" ছাড়া প্রায় সকল বর্ণই এঁর ঠিক ঠিক উচ্চারিত হোচ্ছে। এঁর আর একটী গুণ, ইনি যা করেন, তা স্পষ্টই বলেন। মহাজনদের কাছে ধারে মাল নিয়ে চালান দিয়েছিলেন, জাহাজডুবি হয়েছে বোলে দম দিয়ে ফাঁকি দিবার চেষ্টা পান, এখন সেই জিনিস বিক্রী হয়ে লাভ হয়েছে, প্রধান অংশীর কাছে সেই গুপ্তকথা ব্যক্ত কোল্লেন !

রাজা দৌলৎরাম নিজে খুব ধড়ীবাজ লোক বটেন, কিন্তু ইংরেজের কাছে তাঁর এখনো অনেক ফিকির, অনেক ফন্দী, অনেক বিদ্যা শিক্ষা কোত্তে বাকী আছে। তিনি পূর্ব্বকৌশলের প্রতিবাদ কোত্তে সাহস না কোরেই অন্য এক পাশকথা এনে ফেল্লেন।—গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "আমাদের দেশের জিনিস ভাল,—দরে বিক্রী হয়, তাতেই বেশী লাভ হয়েছে।"

"সে কঠা ঠিক আছে। টুমিডের ডেশে সকল বষ্টুই উট্টম বটে, কিন্‌টু টিনটী বিষয়ে আমি বরো—বরো ট্রুটী দেখিটেছি। জাটিভেদ, (১) ইষ্ট্রী-

(১) জাতিভেদ।

জাটি, (২) আর পরমেশ্বর। এর মধ্যে ইস্ত্রীজাটির সটীট্টই (৩) কঠিন আছে। টুমিরা মুখে বলিয়া ঠাকো, টুমিদের ইস্ত্রীলোকের খুব সটীট্ট,—সেই সটীট্ট লুকাইয়া রাখিবার জন্য টুমিরা টুমিদের জানানোলোককে অন্দরমহলে কয়েদ করিয়া রাখো, কিন্টু বিবেচনা করিটে হয় যে, যে বষ্টু সর্ব্বদা দেখা যায় না, টাহা ডেখিবার জন্য সকল লোকেটেই সাধ করিয়া ঠাকে। টাহাটেই টুমিডের ইস্ত্রীলোক ডৈবাট্ পঠে বাহির হইলে শটো শটো, হাজার হাজার লোক সেইডিকে চাহিয়া ঠাকে, এক টাকা, দুই টাকা ডিলেই বশ করা যায়। টাই জন্যই টুমিডের জাটিমধ্যে এটো ব্যভিচার। আর টুমিরা ইস্ত্রীলোককে বিড্যাশিক্ষা করাও না, স্বাধীন হইটে ডাও না, কাজেই খারাপ হইয়া যায়। আমিডের ম্যামসাহেবেরা বেশ লেখাপরা শিখিয়া ঠাকে, অণ্টঃপুরে আটক হইয়া ঠাকে না, যেখানে ইচ্ছা, চলিয়া যাইটে পারে, কেহ কিছু বলিটে পারে না, ম্যামেরা আপনারাই সটীট্ট রক্ষা করিটে জানে, সে জন্য টাহাডের টুমিডের মটো কয়েদ করিয়া রাখিটে হয় না। ১০০ টাকা দিলেও কেহ আমিডের ম্যামেডের সটীট্ট নষ্ট করিটে পারে না!"—উল সাহেব এই পর্য্যন্ত বোলে স্ফূর্ত্তিপূর্ণনয়নে বিবির মুখপানে চাইলেন, রাজা দৌলৎরামও বিবির দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন। বিবি তখন পাখাখানি ঘুরিয়ে অনন্যমনে বাতাস খাচ্ছিলেন, দুজনের দৃষ্টিপাতে যেন কিছু গর্ব্বিতা হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন।

রাজা দৌলৎরাম একমনে সাহেবের বক্তৃতা শুনছিলেন, সাহেব চুপ করবামাত্র নম্রভাবে বোল্লেন, "হাঁ, তোমাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের স্ত্রীলোকের চেয়ে অনেক ভাল বটে।"

উৎসাহ পেয়ে উল সাহেব দম্ভ কোরে বোল্লেন, "আর পরমেশ্বর?—টুমিডের পরমেশ্বরের কটো নাম, কটো রূপ, কটো অবটার, কটো কাণ্ড, আমিডের কিবল একমাট্র অনণ্ট পিটা পরমেশ্বর। টিনি স্বহটে আমিডের বাইবেল লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।"—সবে এই পর্য্যন্ত বোলেছেন, এমন সময় একজন চাপরাসী এসে সেলাম কোরে তাঁরে জানালে, "খোদাবন্দ! নৌকা প্রস্তুত, সব জিনিসপত্র সেখানে গিয়েছে।"

(২) স্ত্রীজাতি।—(৩) সতীত্ব।

সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে দৌলৎরামকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন "টবে আমি এখন বম্বে যাট্রা করিটেছি, আর এক ডিবস এ টর্ক করিব। আমিকে ৬ হাজার টাকা ডাও, অনেক খরচ করিটে' হইবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ ৫ হাজার টাকা প্রদান কোল্লেন, সাহেব সেলাম কোরে চাপরাসীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বিবী খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে যখন দেখলেন, ফিরে আসবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন রাজাকে সম্বোধন কোরে মিহিসুরে বোল্লেন—"রাজা! আপনি ওকে চেনো না। ওর কি কিছু আক্কেল আছে? ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই মানে না, নাস্তিক বোল্লেই হয়। আমার সঙ্গে আসলেই বনে না। তুমি কারবার কোত্তে টাকা দাও, তাই নিয়ে জুয়া খেলে, কারবারে লোকসান হয়েছে বলে। এই যেমন জাহাজডুবি রটীয়েছিল, তেমনি কতবার কত আজগুবি কথা তোলে। আমারে একটি পয়সা দেয় না, বরং আমার যা ছিল, সবগুলি বার কোরে নিয়েছে। সে দিন ৫০টী টাকা চেয়ে ছিলেম, রাগ কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।"

"তুমি এমন সুন্দরী, তোমাকে ভালবাসে না?—আদর করে না?"

"কিছুমাত্র না!—বরং রোজ রোজ ঝগড়া করে!"

"সে কি! ছি ছি!—তুমি কিন্তু বেশ সুন্দর!—এমন সুন্দর মেয়েমানুষ আমাদের দেশে হয় না।"

বিবি এই গৌরবে একটু গর্ব্বিত-ভাবে একবার আপনার গায়ের দিকে চাইলেন, একবার আড়নয়নে রাজার পানে কটাক্ষপাত কোল্লেন। —বোল্লেন,—"তুমিও খুব সুন্দর।"

উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ।—একটু পরে বিবি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে?"

রাজা একটু ইতঃস্তত কোরে মাথা চুলকে উত্তর কোল্লেন,"বিয়ে?—না"

বিবি সম্পূর্ণ নেত্রবিকাস কোরে একদৃষ্টে রাজার পানে চেয়ে রইলেন। একটু পরে মৌনভঙ্গ কোরে বোল্লেন, '৫০টী টাকা আমায় দিলে না, আচ্ছা, লক্ষ্মীও এমন মেয়ে নয় যে, আর তার বশীভূত থাকবে!"

রাজা চমকিত-ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,"তবে কি ৫০টাকা যে দেবে, তারিই বশীভূত হবে?"

"অবশ্য হবো না?"

"কেউ যদি তোমাকে অনেক পঞ্চাশ দেয়?"

"অনেক বশীভূত হবো"

রাজা অভিপ্রায় বুঝে তাঁর কাছে সোরে গিয়ে গায়ে মুখে হাত বুলতে বুলতে বোল্লেন, "আমিই তোমাকে অনেক পঞ্চাশ দিব। তুমি বেশ সুন্দর;—এমন রাঙা ঠোঁট, এমন ছোট নাক, এমন সুন্দর মুখ, এমন সুন্দর চক্ষু, আমাদের দেশে হয় না।" দৌলৎরাম এইরূপে বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর রূপের বিস্তর প্রশংসা কোত্তে লাগলেন। বিবি একটু হাসলেন; হেসে রাজার গা ঘেঁসে সোরে গিয়ে বোল্লেন, "দেখো, আমাদের ডাইভোর্সের রীতি আছে। এখন যেন কিছু প্রকাশ হয় না। আমি দুদিক্ বজায় রাখবো। তোমারো হবো, তারো থাকবো।"

রাজা উৎসাহপূর্ণ হয়ে বামহস্তে বামলোচনার সূক্ষ্ম কটিদেশ বেষ্টন কোল্লেন, লুসীও খুসি হয়ে ঢোলে পোড়লেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অমিয় স্পর্শে অমিয়ভাষিণীর অধর ওষ্ঠের অভিষেক কোল্লেন। বিবিদের এ সকল আদরের চিহ্ন, স্নেহের লক্ষণ, এদেশের মত তাঁদের এতে লজ্জাসরম নাই। সুতরাং বিবি লুসীও উত্তপ্ত অনুরাগে সুশীতল ওষ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রতিশোধ অঙ্কিত কোরে দিলেন।

* * * * * * * *

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর। বিবি লুসী নগদ ৫০টী টাকা নিয়ে বিদায় হোলেন। রাজা দৌলৎরাম অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত।

একবিংশ কাণ্ড।

নূতন প্রণয়।

এক পক্ষ অতীত।—নীলকুমারী আপন কক্ষে একাকিনী বোসে আছেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছে, পূর্ণকলা পূর্ণচন্দ্র!—নক্ষত্রেরা ক্ষীণ-জ্যোতিতে পাৎলা পাৎলা হয়ে তারাপতির দূরে দূরে দীপ্তি পাচ্ছে; নিশাপতি আজ পূর্ণাবয়বে নিশারঞ্জন সৌন্দর্য্য ধারণ কোরেছেন বোলেই যেন তারাদল সপত্নীবিদ্বেষে ম্রিয়মাণ। ধরাতলে জোনাকিরাও নক্ষত্রমালার ন্যায় মৃদু দীপ্তিতে ছোট ছোট দলবেঁধে নিবীড় বৃক্ষরাজীকে আলিঙ্গন করে বেড়াচ্ছে। একবার মুদিত হয়ে, একবার দীপ্তি পেয়ে জোনাকিরা যেন জগৎবাসীকে এই ভাব জানাচ্ছে যে, তারাপতি আজ তারাপতি নন, নিশাপতি। চন্দ্রমাও আকাশে হাসছেন;—সরসীতে, নদীতে, জলনিধিতে প্রতিবিম্ব পোড়েছে। সেখানেও হাসছেন;—কুমুদিনী যে জলে বাস করে, সে জলেও ছায়া পোড়েছে,—কুমুদের গায়েও করস্পর্শ হয়েছে, সেখানেও হাসছেন। কুমুদিনীও প্রমোদে প্রফুল্ল হয়ে বাতাসে দুলতে দুলতে মৃদু মৃদু হাসছে।

নীলকুমারীও আপন কক্ষে বোসে আপনার মনে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। আজ তাঁর অতি সুমোহন সমুজ্জল বেশ। কিন্তু কেন, কে বোলতে পারে? তিনি একাকিনী তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বোসে আছেন; সম্মুখে একটী মেহগ্নির বাক্স,—বাক্সটীর ডালা খোলা;—পার্শ্বে একটী মোমবাতী জ্বোলছে। নীলকুমারী আপনা আপনি বোলছেন, "বালাই গেছে!—আপদ গেছে!—বড় মনগুমুটে লোক!—কিছুতেই মন পাওয়া যায় না!—খরচপত্রেও অষ্টরম্ভা!...কেবল ঋণ, ঋণ, ঋণ!—বালাই গেছে!"—একটু চিন্তা কোরে আবার বোল্লেন,—"চয়নসুখ সেই গেলেন, আর এলেন না!—ওদের মুখে শুন্‌লেম, তিনি জাল কোরে, নাম ভাঁড়িয়ে মহাসঙ্কটে পোড়েছেন!—আমার তো বিশ্বাস হয় না!—বোধ হয়, ওগাই

তাঁরে বিপদে ফেলেছে।—আহা! বেশ মানুষটী কিন্তু!—আমার যদি কিছু হাত থাকে, আমি তাঁরে খালাস কর্‌বার উপায় করি।"—আরো একটু চিন্তা কোরে একটী নিশ্বাস ফেলে পুনরায় বোল্লেন, "এখন আমার নিজের গতি কি হয়?—কুচক্রীর কুচক্রে পোড়ে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, একটা আশ্রয় তো চাই।—মেয়ে মানুষ, নিতান্ত নিরাশ্রয়েই বা কেমন কোরে থাকি?—নেহাত বাজারে পেসাগীরও তো হোতে পার্‌বো না!—না, কখনই না!"—ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে আরো একটু চিন্তা কোরে গুন্‌গুন্‌স্বরে বোল্লেন, "দেখি দেখি, এরাই বা কে কি বলে!—এরা উপযাচক হয়ে প্রণয়ভিক্ষা চায়,—দেখাই যাক্।"—মুখে একটু হাসি এলো।—বাক্স থেকে একখানি পত্র নিয়ে খুলে দেখলেম, নাম রাজা গজেন্দ্রপতি।—পত্রখানি পোড়লেন।

"গজেন্দ্রপতি।—আমি জানি একে।—বড় অহঙ্কারী লোক।—চিঠিতেও তার পরিচয় দেখচি।—না, হলো না।—একে আমি চাই না!" ঘাড় নেড়ে এই কথা বোলে প্রেমার্থিনী মৃদুহস্তে চিঠিখানি বাতীর মুখে ধোল্লেন, ফুর্ ফুর্ কোরে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল!

দ্বিতীয় চিঠি।—দেওয়ান নরোত্তম সাধু।—"না, এও হলো না!—বড় আত্মশ্লাঘা কোরেছে!" এ পত্রখানিও জলন্তশিখায় ঠাঁই পেলে!

তৃতীয় চিঠি।—আমীর নমীরমামুদ খাঁ—"উঃ! এ ব্যক্তি পাঠান! একে মুসলমান, তায় পাঠান!—এর আর বিচারে আবশ্যক নাই,—হাতে করাই দোষ আছে!"—তৎক্ষণাৎ সঘৃণায় দীপশিখায় পূর্ণাহুতি।

চতুর্থ চিঠি।—মনসবদার চিন্তামণ।—"ঈস!—এর পেটেও এত!—ফোগলা, মর্কটমুখো,—এর এতদূর আস্পর্দ্ধা!—যা দু একটা দাঁত আছে, তাও কালকূট বিষে ভরা!—এই ব্যক্তিই চয়নসুখকে ফ্যাসাতে ফেলেছে!—সেই দাঁতেই দংশন কোরেছে!—এ লোকটা বড় নেমকহারাম! ধনসুখের চেয়েও বিশ্বাসঘাতক;—ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক!"—ঘৃণায়, ক্রোধে, আরক্তমুখে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা এই পত্রখানি তাচ্ছিল্যভাবে প্রজ্বলিত অনলে নিক্ষেপ কোল্লেন!

পঞ্চম চিঠি।—জহরমল।—"এ কে?—সেই জহর?—হুঁ:—বেহদ্দ

বোকা! গাধার সর্দ্দার! — আবার দেউলে!" একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে শশি-মুখী এই পত্রের প্রেমাভিলাষ হুতাশনে সমর্পণ কোল্লেন!

ষষ্ঠ চিঠি। — হেমন্তরাম। — "আশাও কম নয়! — মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক, গোকুলের ষাঁড়! — কালো ভূত! — তার এতদূর আশা!" — মাথা নাড়তে নাড়তে চারুহাসিনী একটু হাসলেন। প্রেমপত্রখানি মোমবাতীর জলন্ত-জিহ্বায় সমর্পিত!

সপ্তম চিঠি। — রাজা রঘুপ্রসাদ। — নাম দেখেই নীলকুমারী একটু লজ্জিতা হোলেন। ঝাপটার চুলগুলি মুখে এসে পোড়েছিল, গুছিয়ে কাণের পাশে রাখলেন। পত্রখানি পোড়লেন, — আরো লজ্জা হলো, — পত্রকেই যেন প্রণয়ী জ্ঞান কোরে চক্ষু দুটী ঈষৎ বুজলেন, — আবার পত্র পাঠ কোরে একটু হাসলেন। — "এই ইনিই আমার মনোমত প্রেমিক। যেমন গাম্ভীর্য্য, তেমনি সরলতা। — আজিই এঁকে আনাতে হবে।" এইরূপ স্থির কোরে তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের উত্তর লিখলেন।

"শ্রীযুক্ত রাজা রঘুপ্রসাদ

প্রিয়তমেষু। —

আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে। এখন যদি অবসর থাকে, অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন।

পিপাসিনী

শ্রীমতী নীলকুমারী।"

পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়ে প্রফুল্লমুখী দক্ষিণ কপোলে করকমল বিন্যস্ত কোরে আপনার মনেই এই গীতটী গাইতে লাগলেন; —

মূলতান; — আড়াঠেকা —

অনুগত জনে কেন এত প্রবঞ্চনা!
রাখিলে রাখিতে পারো, মারিলে কে করে মানা!!

কোরে থাকি অপরাধো,—
প্রেমডোর দিয়ে বাঁধো,—
বিনা অপরাধে বধো ;—
এই কি তোমার বিবেচনা ! !

আধঘণ্টার মধ্যেই রাজা রঘুপ্রসাদ পত্রবাহিকার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হোলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেই সহাস্যবদনে বোল্লেন, "আহা ! কি সুমধুর গুঞ্জন !"

নীলকুমারী একবার চেয়ে দেখেই গাত্রোত্থান কোল্লেন ;—ঈষৎ হেসে রাজাকে আপনার নিকটে একখানি স্বতন্ত্র আসনে বসালেন। রাজা বোসেই সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে এ রাত্রে তলব কি জন্য ?"

"সোহাগিনী হবো বোলে !"

"কার ?"

"যে আমারে অকপট ভালবাসে।"

"সে যদি আমিই হই ?"

"তবে তোমারিই !—পত্রে তাই দেখছি বোলেই বোলচি"

"পরম সৌভাগ্য !"

"আগে আমার, তার পর তোমারি। কেন না, আমি না, খুঁজেই ঘরে বোসে রত্ন পেলেম !"

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে নীলকুমারীর একখানি হাত ধোরে বিস্তর শিষ্টাচার জানালেন, নীলকুমারীও তদনুরূপ ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে সোহাগবৃদ্ধি কোল্লেন। নানাপ্রকার প্রেমালাপ চোলতে লাগলো, উভয়ের মনেই প্রমোদের তরঙ্গ ;—উভয়ের মুখেই সহর্ষ অনুরাগের চিহ্ন বিরাজমান। রাজা প্রায় সমস্ত রাত্রি নীলকুমারীর গৃহে থাকলেন। শেষরজনীতে বিদায় হবার সময় এই অঙ্গীকার কোরে গেলেন যে, সমস্ত খরচপত্র দিবেন আর ভবিষ্যৎ সংস্থাপনের জন্য মাসে মাসে হাজার টাকা প্রদান কোরবেন। দেহে প্রাণে বিচ্ছেদ না হোলে আর এ মিলনে, এ সুখে কখনই বিচ্ছেদ হবেনা।

নীলকুমারী মহাসমাদরে স্বীয় করপল্লবে রাজার করগ্রহণ কোরে সুস্নিগ্ধ-স্বরে বোল্লেন, "দেখো রাজা! ভুলো না!—নূতন প্রণয়!"

রাজা রঘুপ্রসাদ মৌনভাবেই প্রফুল্লকপোলে প্রণয়িনীর প্রফুল্ল কপোল সানুরাগে স্পর্শ কোরে সে কথার প্রকৃত উত্তর দিলেন। প্রভাতী বিহঙ্গ-কুল প্রভাতসমীরে প্রবোধিত হয়ে প্রমোদে প্রমোদে সুমধুরস্বরে প্রভাতী গীত গেয়ে, উষাদেবী সেজেগুজে বেরুলেন; রাজা রঘুপ্রসাদ বিদায় হোলেন।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

দায়রা আদালত্।

আদালত সেরেস্তাবণ্ড।—হাকিম, আমলা, উকীল, ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, আরদালী, চাপরাসী, তরফদার, কোতয়াল, দর্শক, সকলেই উপস্থিত। আরদালীরা হৈচৈশব্দে গোল থামাচ্ছে। কিন্তু তত লোকের জনতামধ্যে গোলমাল থামানো সহজ ব্যাপার নয়। পাঁচ জনে ফুস ফুস কোরে কথা কইলেও দুরন্ত হট্টগোলের ন্যায় একপ্রকার মধুপ গুঞ্জন-শব্দ হয়। তাতে আবার শতশত লোক একত্র।

দায়রার বিচারপতি উচ্চ আসনে উপবেশন কোরেছেন। পার্শ্বে সেরেস্তাদার ও পেস্কার পর্য্যায়ক্রমে তরতিবমত নথী শুনিয়ে দিচ্ছেন। সেই পর্য্যায়ক্রমেই আসামী, সাক্ষী, উকীল প্রভৃতির ডাক হোচ্চে। খুন, জালসাজী, মিথ্যাসাক্ষ্য, জুয়াখেলা, চুরি, ডাকাইতী, জুয়াচুরি, রাহাজানী, বলাৎকার, গর্ভপাত ইত্যাদি নানাবিধ গুরুতর অপরাধে ৩০।৩৫ জন আসামী একে একে প্রায় সরাসরিমতেই দণ্ডপ্রাপ্ত হলো। ৭ বৎসর, ৫ বৎসর, ৩ বৎসর, ২ বৎসর, এক বৎসর, এইরূপ কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা। ৬ মাসের ন্যূন দণ্ড নাই। হত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ড। বেলা তিনটার সময় বিজয়লালের ডাক হলো। তিনি প্রায় দুই মাসকাল হাজতে আছেন, মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, ভাবী আশঙ্কা, এ অবস্থায় তাঁকে দেখলেই

আক্ষেপ হয়। প্রহরীরা তাঁরে হাতকড়ীবদ্ধ কোরে হাকিমের সম্মুখে শরীর শীর্ণ, কেশ রুক্ষ, গাত্রে খড়ি, বস্ত্র মলিন, মুখ বিবর্ণ, চক্ষে জল, অতি শোচনীয় দৃশ্য!—তিনি কাটগড়ার ভিতর ছলছল চক্ষে মাথা হেঁট কোরে দাঁড়ালেন।—নির্দ্দোষচিত্তে সচরাচর যে তেজস্বিনী স্ফূর্ত্তি বিদ্যমান থাকে, সে স্ফূর্ত্তি বাহ্য অবয়বেও প্রকাশ পায়। বিজয়লাল তত সঙ্কটে,—তত বিষাদেও সেই স্বাভাবিক তেজস্বিনী স্ফূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।

অভিযোগপক্ষের উকীল প্রথমে সদর্পে এক বক্তৃতা কোরে মোকদ্দমা তুলে দিলেন। যারা আসামীকে গ্রেপ্তার করে, তাদের এজেহার, যিনি দায়রা সোপরদ্দ করেন, তাঁর জোবানবন্দী অগ্রে লওয়া হলো। ক্রমে অন্যান্য সাক্ষী। দরোয়ান ভুজঙ্গলাল হনুমান, আসামীর পূর্ব্বমানিত চিন্তামন ও ধনসুখলাল, এরাও রীতিমত হলফ কোরে জোবানবন্দী দিলেন।—সকলকার জোবানবন্দীতেই আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত হলো। অবশেষে হাকীম গম্ভীরস্বরে বন্দীকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখন, তোমার কিছু সফাই বলিবার আছে?"

"সাফাই কিছুই নাই, একটী আরজ আছে।"

চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে হাকিমসাহেব বজ্রস্বরে বোল্লেন, "কিরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, তা কি তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চাও?"

অপ্রতিভ হয়ে বিজয়লাল নম্রস্বরে বোল্লেন "যা আমি বোলবো মনে কোরেছিলেম, বোধ হয় তা আমি স্পষ্ট কোরে ব্যক্ত কোত্তে পারি নাই। হুজুরকে শিক্ষা দেওয়া আমার ইচ্ছাও নয়, উদ্দেশ্যও নয়, সাধ্যও নয়। আমি বোলছিলেম, সাফাই আমার আর নাই, কেবল হুজুরের কাছে একটী প্রার্থনা জানাতে চাই।"

"যদি মনের কথা ঠিক কোরে মুখে প্রকাশ কোত্তে পারো না, তবে উকীল দিতেছ না কেন?"

"না ধর্ম্মাবতার! উকীল আমি দিব না।—উকীলে আমার কি কোর্‌বে?—আমি দেখতে পাচ্ছি, গ্রহদেবতারা আমার উপর বড় অপ্রসন্ন।"

চুপ চুপ! কাজের কথা কহ! তোমার গ্রহদেবতা অপ্রসন্ন, তা আমি কি করিব?"

"আমি জাল করি নাই।"

"তবে এরা বলে কেন?"

"তা আমি জানি না।"

"হাঁ, তুমিও জানো না, আমিও জানি না!"

"আমি কখনো কারো মন্দ করি নাই।"

"তা হোতে পারে, কিন্তু তুমি নিজে যাদের সাক্ষী মেনেছিলে, এই ধনসুখচুলাল ও চিন্তামণ, এরা তবে তোমার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় না কেন?"

"সে কথা আমি প্রথমে ফৌজদারসাহেবের কাছে বোলেছিলেম, এখন আর বোলতে চাই না। যা অদৃষ্টে থাকে, আমাকেই ঘোটুক, অন্য লোককে জড়াতে ইচ্ছা নাই। আমি কখনো কোনো লোকের মন্দচেষ্টা করি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই। কারো সহিত আমার শত্রুতাও নাই, আমি ভদ্রসন্তান, ধনবানের সন্তান,—আমার উপর কাহারো হিংসাও নাই।"

অভিযোগপক্ষের উকীল এই কথা শুনে গোঁফে চাড়া দিয়ে, দাড়ীর চুলের ভিতর আঙুল দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে দম্ভ কোরে বোল্লেন, "এ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বোলছে, কাহারো মন্দচেষ্টা করে নাই, কাহারো সহিত শত্রুতা নাই, কাহারো হিংসা নাই। তবে স্পষ্টই অপরাধ স্বীকার করা হইতেছে। যখন কেহ শত্রু নাই, তখন কেহ মিথ্যা করিয়া এ অভিযোগ আনে নাই। সত্যই জাল হুণ্ডী ভাঙাইয়াছে। যখন কেহ ঐ হুণ্ডী ইহাকে দেয় নাই, তখন অবশ্যই নিজে জাল করিয়াছে। কখনো কাহারো মন্দচেষ্টা না করা ইত্যাদি বাহানা কখনো এক ব্যক্তির সাফাই হইতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কখনো মন্দ কার্য্য করে নাই, সে যে জীবনাবধি কখনো মন্দ কার্য্য করিতে পারে না, এমন কোনো নজীর দেখা যায় না। পূর্ব্বে দোষ করে নাই, এখন করিয়াছে, ইহা আইনানুসারে বিচিত্র নহে। আর,—ভদ্রসন্তান জাল করে না, জাল হুণ্ডী ভাঙায় না, আইনে এমন বিধান নাই। আরও ধনবানের সন্তানেরা ধনের জন্য জাল করিতে পারে না, ইহা হাস্যকর কথা! —যাহার টাকা আছে, সে কি

কোনো লোককে ঠকাইয়া টাকা লইতে নারাজ হয়?—বিশেষতঃ ভুজঙ্গলাল হনুমানেরা এ সহরের সম্ভ্রান্ত ধনীবান, তাঁহারা ইহাঁর টাকার জন্য ... ... কথা কহিবেন না। যদ্যপি এই বন্দী জাল হুণ্ডী না ভাঙাইয়া ... হবে তাঁহাদের গদীতে কিপ্রকারে জাল হুণ্ডী আসিল?—... ... স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, এ ব্যক্তি জাল হুণ্ডী ভাঙাইয়াছে, যখন কেহ ইহাকে দেয় নাই, তখন নিজেই জাল করিয়াছে। সম্পূর্ণ দোষী, আইনানুসারে ইহার কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত।" উকীলসাহেব হাতমুখ নেড়ে বিকট দন্তের সহিত অঙ্গভঙ্গী কোরে উচ্চ—উগ্রকণ্ঠে নানা কূটের আশ্রয়ে এইরূপ এক দীর্ঘ বক্তৃতা কোল্লেন।

দায়রার হাকিম অনন্যমনে উকীলের বক্তৃতা শ্রবণ কোরে নথীর কাগজপত্র আর একবার উলটে উলটে দেখলেন। ক্ষণকাল গম্ভীরবদনে চিন্তা কোরে আসামীর দিকে চেয়ে হাকিমীস্বরে বোল্লেন, "যদিও এ অপরাধে কঠিন দণ্ড হওয়া আইনসঙ্গত, কিন্তু জাল করার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অতএব হুকুম হইল যে, জাল হুণ্ডী ভাঙানো অপরাধে আসামী বা-খাটুনী দুই বৎসরের জন্য কয়েদ থাকে।"

হুকুম মাত্রেই চাপরাসীরা বিজয়লালকে বন্ধন কোরে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে গেল। তিনি আর লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে, কাহারো পানে মুখ তুলে চাইলেন না।

যে সকল উকীলের বিপক্ষ আসামীরা সাজা পেলে, সে সকল উকীল আজ মহাহর্ষে নিমগ্ন? মনে মনে তাঁরা আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান কোচ্ছেন! মুখের ভাব কখনো গম্ভীর, কখনো পুলকপূর্ণ, কখন অট্ট অট্ট হাস্যপূর্ণ! বিজয়লালের অভিযোক্তা উকীলও পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ!—তারা আজ মহাপ্রমোদে প্রমোদকাননে উদ্যানভোজ, উদ্যান বিহারের অভিলাষে তাড়াতাড়ি আদালতথেকে শুভযাত্রা কোল্লেন!

উকীল!—ফৌজদারী আদালতের উকীল!—তোমরা অলৌকিক জীব!—আইনের আশ্রয়ে তোমরা অনেক সময় অনেকের কাজে লাগো বটে, কিন্তু তোমাদের স্বার্থ অন্যপ্রকার!—স্বর্ণরজতের মায়ায় তোমরা সকল কার্য্যই সমাধা কোত্তে পারো! যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমাদের জীবন-

কালের মধ্যে কস্মিনকালেও দেখা সাক্ষাৎ নাই, আলাপ নাই, শক্রতা নাই, বিবাদ নাই, লোকটা সৎ কি অসৎ, তার কিছুই জানো না, তাকে পৃথিবীথেকে জন্মশোধ বিদায় দিবার মতলবে জল্লাদের হাতে সমর্পণের জন্য,—স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বপরিবার পরিত্যাগ কোরিয়ে দ্বীপান্তরে পাঠাবার জন্য, মাতার ক্রোড়, পিতার স্নেহ, পত্নীর প্রণয়, পুত্রকন্যার মায়াপাশ ছিন্ন কোরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য তোমরা যতদূর সাধ্য,—বিদ্যা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, আইনজ্ঞতা, বাকপটুতা, চতুরতা, ধূর্ত্ততা, রসিকতা, ঝম্পশীলতা প্রভৃতি সমস্ত অদ্ভুত ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করো!—কত মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাও, কত মিথ্যাসাক্ষী প্রস্তুত করো, বিচারাসনের সম্মুখে নির্ভয়ে প্রণালীশুদ্ধ কতই মিথ্যাকথা বলো, তোমরাই তা জানো!—একজন স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠজীবকে সংসারচ্যুত করাতে যে, কি সুখ, কি আনন্দ, কি গৌরব, তোমারাই তা বোলতে পারো!—কেন পারো?—স্বার্থের আকর্ষণে!—রজতমুদ্রার প্রলোভনে!—ধন্য তোমাদের মহিমা!—তোমরা যখন যে পক্ষে সহায় হও, গন্ধর্ব্বের লীলা দেখাও! যখন যে পক্ষে বাম হও, পিশাচের খেলা খেলো!—পিশাচ! একজন মহাপাপী যদি তোমাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার কোরে অঞ্জলিপূর্ণ দাক্ষিণা দেয়, তাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করো!—অন্যপক্ষে একজন নিরপরাধীকে উৎসন্ন দিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাও!—তাতে যে, কত সুখ, কত আনন্দ, তোমারাই তা বোলতে পারো!—হায়! যে দেশে আজিও ভদ্রসন্তানের এমন প্রবৃত্তি, সে দেশ যে কেন শীঘ্র রসাতলে প্রবেশ করে না, এইই আশ্চর্য্য!!!

পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেহ উকীল থাকেন, বিরক্ত হবেন না,—রাগ কোরবেন না। যে অন্তঃকরণে সততা,—ভদ্রতা মূর্ত্তিমতী, সে অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে না।

বিজয়লালের দুরবস্থা দেখে আদালতশুদ্ধ সকল লোকেই ক্ষুব্ধ হোলেন, কেবল ধনসুখ আর চিন্তামণ বাহ্যাভ্যন্তরে পুলকিত!—চাপরাসীরা বিজয়কে কারাগারে নিয়ে গিয়ে কয়েদী কাচ পোরিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ কোল্লে! তিনি একটি কোণে গিয়ে দুইহাতে চক্ষে দিয়ে

দেয়ালে মাথা রেখে হাঁটুগেড়ে বোসে সাশ্রুনয়নে করুণস্বরে বোল্লেন, "জগদীশ ! আমার এই পর্য্যন্ত পরিণাম হলো ! পাঁচ বৎসর পাঁচ মাস আমি স্বদেশ ত্যাগ কোরে পিতৃব্যের স্নেহে বঞ্চিত হয়ে নিরুদ্দিষ্ট সহোদরের অন্বেষণে নানাস্থানে বেড়াচ্ছি ! কোথায় আমার পিতৃব্য !—কোথায় আমার সহোদর ! হায় বিনাদোষে এই কারাগৃহেই আমার প্রাণ যাবে !"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বোল্লেন, "কোথায় আমার ভ্রাতা !—ভ্রাতা !—স্নেহময় ভ্রাতা !—কোথায় তুমি ? পদ্মলাল ! পদ্মলাল ! ! পদ্মলাল ! ! !"

প্রথম পর্ব্ব সম্পূর্ণ ।